কে.জি.এন মার্বেল হাউস

ডা. আতিকুর রহমান প্রতিষ্ঠিত
শান্তিনিকেতন নার্সিংহোম
ডা. আরিফা সুলতানা
MBBS (Kol), CBET (WB), M.Sc. (London)
ডা. রিমা সুলতানা
MBBS(Kol), MS (Gen Surgery), Attach with SSKM Hospital, Kolkata
'স্বাস্থ্যসাথী' কার্ডে বিনা খরচে চিকিৎসা হয়

১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ | বুধবার | ২৫ ভাদ্র, ১৪৩১ | ৭ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

পুবের কলম

Vol : 11, Issue : 249 • Puber Kalom • Kolkata • 11 September, 2024 • Wednesday • RNI NO. WBBEN/2014/55316 • Phone No.: 033 3508 4574/3508 2693 • www.puberkalom.com | 10 Pages | ₹ 5

সুপ্রিম নির্দেশ উপেক্ষা

নবান্নের আহ্বান ফেরালেন জুনিয়র চিকিৎসকরা

পুবের কলম প্রতিবেদক

দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও কাজে যোগ না দিয়ে নিজেদের দাবিতেই অনড় রইলেন আন্দোলনকারী জুনিয়ার চিকিৎসকরা। গত সোমবার আর জি কর হাসপাতাল ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টে ওঠা মামলায় প্রধান বিচারপতি আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকদের কাজে যোগদানের নির্দেশ দিয়েছেন। ওই মামলায় দেশের শীর্ষ আদালতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল মঙ্গলবার বিকেল ৫টার মধ্যে আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের কাজে যোগদান করতেই হবে। এমনকী সুপ্রিম কোর্টের বেঁধে দেওয়া সর্বশেষ সময় মঙ্গলবার বিকেল ৫টার মধ্যে কাজে যোগদান না করলে রাজ্য সরকার পদক্ষেপ নিতে পারবে বলেও নির্দেশে বলা হয়েছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের বেঁধে দেওয়া সময় মঙ্গলবার বিকেল ৫টা পেরিয়ে গেলেও অব্যাহত জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি।

গতকাল সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেই রাজ্যবাসীর চোখ ছিল টিভির পর্দায়। বাংলার তামাম মানুষ ভেবেছিলেন অন্তত এইবার সুপ্রিম নির্দেশ মেনে আন্দোলনরত জুনিয়ার চিকিৎসকরা ফিরে যাবেন কর্মস্থলে। কিন্তু মঙ্গলবার বিকেল ৫টা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও আন্দোলনকারীরা নিজেদের দাবিতে অনড় থেকে স্বাস্থ্য ভবনের সামনে আন্দোলন চালিয়ে যান। তাদের দাবি, আর জি কর ইস্যুতে জুনিয়র চিকিৎসকদের ৬টি দাবি মানা হলে তবেই তাঁরা কাজে যোগদান করবেন বলেও জানিয়েছেন। মোট ছয় দফা দাবিতে মঙ্গলবার স্বাস্থ্য ভবন অভিযান শুরু করেন জুনিয়র ডাক্তারেরা।

যে পাঁচ দফা দাবির কথা তুলেছেন, সেগুলি হল— প্রথমত, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত সমস্ত দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। দ্বিতীয়ত, তথ্যপ্রমাণ লোপাটের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে বিচার। তৃতীয়ত, কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের ইস্তফা। চতুর্থত, রাজ্যের সব মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। পঞ্চমত, রাজ্যের সব মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভয়মুক্ত পরিবেশ গড়া। পাঁচ দফা দাবির পাশাপাশি রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব, স্বাস্থ্য অধিকর্তা এবং স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তার ইস্তফাও চেয়েছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা।

ফলে মঙ্গলবার সন্ধ্যা পেরিয়ে গেলেও স্বাস্থ্যভবনের সামনে অবস্থানে অনড় জুনিয়র চিকিৎসকরা। আন্দোলনকারীদের সাফ কথা, 'স্বাস্থ্য দফতরের ভিতরের ঘুঘুর বাসা ভাঙতেই হবে।'

উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের বেঁধে সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬.১০ মিনিট নাগাদ আন্দোলনরত ডাক্তারদের কাছে নবান্ন থেকে পাঠানো হল ই-মেল। কিন্তু, সেই মেলে বলা হয়, আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকদের ১০ জন প্রতিনিধি আলোচনার জন্য নবান্ন-এ আসতে পারেন। প্রয়োজনে স্বাস্থ্য ভবনের সামনে আন্দোলনকারীদের নবান্ন পৌঁছনোর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে বলেও সাংবাদিকদের জানান রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

এ দিন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য আরও বলেন, সাড়ে সাতটা পর্যন্ত জুনিয়র চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে ই-মেলের কোনও জবাব কিংবা আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিদল না আসায় নবান্ন থেকে বেরিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

➤ এরপর দু'য়ের পাতায়

➤➤ আর জি কর হাসপাতালে পরিষেবা না পেয়ে এভাবেই ফিরে যেতে হচ্ছে অসহায় রোগীদের

এক নজরে...

- ছয় দফা দাবিতে স্বাস্থ্য ভবন অভিযান আন্দোলনকারীদের।
- নবান্ন থেকে ই-মেলে ১০ জন প্রতিনিধিকে আলোচনার জন্য ডাকা হয়।
- নবান্ন থেকে ই-মেল আসেনি, দাবি আন্দোলনকারীদের।
- মঙ্গলবার সাড়ে ৭টা পর্যন্ত আলোচনার জন্য নবান্নে অপেক্ষা মুখ্যমন্ত্রীর।
- আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকরা কর্মবিরতিতে অনড়।
- চিকিৎসা পরিষেবা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন মুমূর্ষু রোগীরা।

হজ আবেদন

বাড়ল সময়সীমা

পুবের কলম প্রতিবেদক: ২০২৫ সালের অনলাইনে হজের আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময় বাড়ল। আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হজের আবেদন করা যাবে বলে রাজ্য হজ কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। রাজ্য হজ কমিটির চেয়ারম্যান জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান জানিয়েছেন, হজের আবেদনের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে চলতি মাসের ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তিনি জানান, এ বছর প্রথম

প্রথম কিস্তিতে দিতে হবে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা

কিস্তির টাকা ১ লাখ ৩০ হাজার ৩০০ টাকা জমা করতে হবে। কেন্দ্রীয় হজ কমিটির পক্ষ থেকে টাকা জমা দেওয়ার সময় এখনও জানানো হয়নি। সময় জানিয়ে দিলে রাজ্য হজ কমিটি প্রত্যেক ভোমা অফিসার এবং এনজিও সংস্থার মাধ্যমে জানিয়ে দেবে।

রাজ্য হজ কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে প্রতিটি জেলা সদর,

➤ এরপর দু'য়ের পাতায়

নামাযের সময়সূচি

ফজর	৪.০১
ফজর শেষ	৫.২২
যোহর	১১.৫৫
আসর	৪.০০
মাগরিব	৫.৪৯
এশা	৭.০০

➤➤ কলকাতায় অল ইন্ডিয়া পার্সোনাল ল'বোর্ড আহূত ওয়াকফ সম্পর্কে এক আলোচনা শেষে দোয়া করছেন বিশিষ্টজনেরা। ছবি—সন্দীপ সাহা

ওয়াকফ সম্পত্তি কবজার চেষ্টা করছে বিজেপি সরকার

ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ডাক পার্সোনাল ল'বোর্ডের

পুবের কলম প্রতিবেদক

বিজেপি সরকার মুসলিমদের উপর একের পর এক আক্রমণ নামিয়ে আনছে। শরিয়া আইন ও ধর্মীয় বিষয়ের উপরে চরম আঘাত হিসাবে ওয়াকফ আইন সংশোধন করতে চাইছে সরকার। আসলে মুসলিমদের সম্পত্তি ছিনিয়ে নিতে চাইছে কেন্দ্র। এটা কিছুতেই হতে দেওয়া যাবে না। আপনারা সর্বোচ্চ লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিন। কলকাতার এক সভায় এভাবেই মিল্লি সংগঠনের নেতাদের কাছে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ডাক দিলেন ল' বোর্ডের সভাপতি মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানি। একই সভা থেকে নয়া বিলে কীভাবে ওয়াকফ সম্পত্তি কবজা করতে চাইছে সরকার, তা ব্যাখ্যা করেন যাকাত ফাউন্ডেশনের সৈয়দ জাফর মাহমুদ।

সম্প্রতি পার্লামেন্টে ওয়াকফ আইনে বদল আনতে বিল পেশ করেছে কেন্দ্র। এ নিয়ে আপত্তি রয়েছে মুসলিম সমাজের। তাই বিলের বিরোধিতায় মানুষকে সচেতন করতে এবং পরবর্তী কর্মসূচি ঠিক করতে 'ওয়াকফ সম্পত্তি সংরক্ষণ' শিরোনামে বিশেষ সভা করল অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড। গোটা দেশে প্রতিবাদ কর্মসূচির অংশ হিসাবে প্রথম সভা হল কলকাতায়। বোর্ডের সদস্য মাওলানা আবু তালেব রহমানির আহ্বানে কলকাতার প্রসাদ স্কোয়ারের মাইরা ব্যাঙ্কোয়েটে ছিল আলোচনাসভা। মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে ওয়াকফ নিয়ে নিজেদের বক্তব্য পেশ করেন ল' বোর্ড ও বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের নেতৃত্ব।

কলকাতায় ওয়াকফ নিয়ে ল'বোর্ডের আলোচনাসভা

এ দিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারি মুহাম্মদ ফজলুর-রহিম মুজাদ্দেদী, ওয়েলফেয়ার পার্টির নেতা এস.কিউ.আর ইলিয়াস, যাকাত ফাউন্ডেশনের ড. সৈয়দ জাফর মাহমুদ, শিয়া নেতা হাসান মেহেদী, আহলে হাদিস সংগঠনের মারুফ সালাফি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী ও জমিয়তে উলামার নেতা মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি, সারাবাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনে মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, জামাআতে ইসলামি হিন্দের রাজ্য সভাপতি ডা. মসিহুর রহমান,

➤ এরপর দু'য়ের পাতায়

ইয়া নবী সালাম আলাইকা
ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা

মহানবী সা.-এর দানশীলতা

রাসূল (সা.) ছিলেন অতিশয় উদার ও দানশীল। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, "মানুষের মধ্যে আল্লাহ্'র রাসূল (সা.) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা।" একদিন একটি লোক তাঁর কাছে এসে সাহায্য কামনা করল। তিনি তাকে ছাগলের পাল দান করে দিলেন। রাসূল (সা.) বলেছেন, দাতার হস্ত গ্রহিতার হস্ত অপেক্ষা উত্তম। তিনি এত বড় দাতা ছিলেন যে, কাউকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না। রাসূল (সা.) খুব সাধারণ খাবারও একা খেতেন না। সকল সময় তিনি সাহাবীদের দাওয়াত করে খাওয়াতেন। তিনি সর্বদা পরলোকগত লোকদের ঋণ পরিশোধ করে দিতেন। তাই তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, "কোন ব্যক্তি ঋণ রেখে মারা গেলে যেন তাকে জানানো হয়, যাতে তিনি তা পরিশোধ করে দিতে পারেন।" অফুরন্ত ঘটনা আছে, যা থেকে বুঝা যায় রাসূল (সা.) অতিশয় দানশীল ও উদার মনের অধিকারী ছিলেন।

রাসূল (সা.) দানশীলতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কুরআন পাকে বলা হয়েছে "এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে এমন বাণিজ্যের, যার ক্ষয় নেই। আর তা এজন্য যে আল্লাহ্ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরও অনেক বেশি দিবেন (৩৫ : ২৯-৩০)।" সূরা বাকারায় বলা হয়েছে, "যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তা তোমাদের নিজের জন্য এবং তোমরা তো শুধু আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি লাভার্থেই ব্যয় করে থাক। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তার পুরস্কার তোমাদেরকে পুরোপুরিভাবে প্রদান করা হবে (২ : ২৭২)। সূরা আল ইমরানে বলা হয়েছে, "তোমরা যা ভালোবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত (৩ : ৯২)।"

➤ এরপর দু'য়ের পাতায়

ফের থমথমে মণিপুর

জারি কারফিউ, বন্ধ ইন্টারনেট

২ হাজার সিআরপিএফ পাঠাল কেন্দ্র

ইম্ফল • ১০ সেপ্টেম্বর

এক সপ্তাহের বেশি সময় বন্দুকযুদ্ধ, ড্রোন ও রকেট হামলার পর এবার মণিপুর রাজ্যের তিনটি জেলায় কারফিউ জারি করেছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি গোটা রাজ্যের ইন্টারনেট পরিষেবাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গত কয়েকদিনে ১১ জন নিহত হয়েছে মণিপুরে। মঙ্গলবারই ৪০ জন আহত হয়েছে।

১৬ মাস পার। এখনও অগ্নিগর্ভ মণিপুর। এবার ছাত্র আন্দোলনের জেরে বড়সড় পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হল মণিপুর প্রশাসন। মঙ্গলবার থেকে আগামী পাঁচদিন গোটা রাজ্যে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধের ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানকার পরিস্থিতি কার্যত থমথমে। উত্তপ্ত অবস্থা সামাল দিতে কেন্দ্র সরকার মণিপুরে অতিরিক্ত ২,০০০ সিআরপিএফ পাঠিয়েছে মঙ্গলবার। মঙ্গলবার ইম্ফলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ৪০ জনেরও বেশি ছাত্র আহত হয়েছে। পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী, ডিজিপি এবং রাজ্য সরকারের নিরাপত্তা উপদেষ্টার অপসারণের দাবিতে ছাত্ররা রাজভবনের দিকে মিছিল করার চেষ্টা করেছিল। নিরাপত্তা বাহিনী তাদের বাধা দেয়। বিক্ষোভকারীরা স্লোগান দেয় এবং নিরাপত্তা কর্মীদের লক্ষ্য করে পাথর ও কাচের মার্বেল বল নিক্ষেপ করে। মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও বিক্ষোভে যোগ দেয়। তারা একটি সমাবেশ করে এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কুশপুতুল দাহ করে। ছাত্ররা মণিপুরের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার জন্য ডিজিপিকে দায়ী করেছে।

এ দিকে রাজ্য প্রশাসন জানিয়েছে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পরিবর্তনের কারণে মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে ইম্ফল পূর্ব ও পশ্চিম এবং থৌবাল জেলায় কারফিউ জারি করা হয়েছে। সেখানকার বাসিন্দাদের বাড়ি থেকে বেশি দূরে না যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

➤ এরপর দু'য়ের পাতায়

গাজার সুড়ঙ্গ থেকে 'আঁখো দেখা হাল'

হামাস অপ্রতিরোধ্য, বললেন মুক্ত ইসরাইলি মহিলা

বিশেষ প্রতিবেদন

৭২ বছরের আদিনা মোশে হামাসের কাছে পণবন্দি ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ছাড়া পেয়েছেন। ছাড়া পাওয়ার পর স্বাভাবিক কারণেই তার কাছ থেকে হামাসের গুহা, সুড়ঙ্গ বা টানেল ও বন্দিদশার বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সাংবাদিকরা, তেমনই ইসরাইলের সেনা বিভাগ ও গোয়েন্দারা উঠেপড়ে লেগেছেন পণবন্দি থাকিদের সম্পর্কে কোনও ক্লু বা তথ্য জানা যায় কি না, সেই বিষয়ে। ইতিমধ্যে সেনার অধীন ইঞ্জিনিয়ার তাঁর কাছে জানতে চেয়েছেন হামাসের টানেলের বিষয়ে। টিভি চ্যানেলে আদিনা জানিয়েছেন, ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা শীন বেথ তাকে হামাসের টানেলের ম্যাপ সম্পর্কে জানতে চায় যদিও তিনি উত্তর দিয়েছেন যে, তিনি কোনও ড্রয়িং আর্টিস্ট নন। তবে জানিয়েছেন হামাসের টানেলের বিষয় তিনি যতটুকু প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর মতে, ইসরাইলের আদৌ কোনও ধারণা নেই হামাসের টানেল সম্পর্কে। হামাসের টানেল হচ্ছে পাতালের গোলক ধাঁধা, ইসরাইল সেটা কোনোদিন উপলব্ধি করতেই পারবে না।

ঠিক যে সময় পণবন্দিদের মুক্তি নিয়ে উত্তাল গোটা ইসরাইল, সেই সময় এই বয়স্কা মহিলা টিভি সাক্ষাৎকারে জানালেন, নেতানিয়াহু মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন এখনও যে, হামাসের হাতে বন্দি সব ইসরাইলি নাগরিকদের শীঘ্র মুক্ত করে আনবেন তিনি। আদিনা জানান, ইসরাইলের সেনা গোয়েন্দাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই টানেল সম্পর্কে। কোথায় টানেল, তার গেট কোথায়, কতদূর বিস্তৃত সেটা এবং কতটা গভীরে— এসব বিষয়ে মনে হয় কিছু জানতে পারছে না ইসরাইল। ঠিক একই সময়ে ইসরাইলের একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার ইৎঝাক ব্রিক একটি প্রতিবেদনে লিখেছেন, 'হামাস বিধ্বস্ত হয়নি, বরং বিধ্বস্ত হচ্ছে ইসরাইল'। হারেজ মিডিয়ায় এই প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে।

➤ এরপর দু'য়ের পাতায়

—ফাইল চিত্র

ফ্রন্টপেজ অ্যাকাডেমি

ইসলামি ভাবাদর্শে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বালক ও বালিকাদের পৃথক ক্যাম্পাস

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণির (বালক ও বালিকা) ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম দেওয়া চলছে

পরীক্ষার তারিখ ও সময়
৬ অক্টোবর ২০২৪ রবিবার বেলা ১২ টা থেকে।

ফলাফল প্রকাশ: ১৫ অক্টোবর মঙ্গলবার, কলম পত্রিকায়।
সাক্ষাৎকার ও ভর্তি: ২১ অক্টোবর ২০২৪ সোমবার থেকে।
ক্লাস শুরু: ৬ জানুয়ারি ২০২৫ সোমবার থেকে।

নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলিতে ফর্ম পাওয়া যাবে

উত্তর ২৪ পরগণা

ফ্রন্টপেজ অ্যাকাডেমি- ৯৫৬৪৯০০১১৪/৯৭৩২৮১৮৬৮৮
আল-আমিন স্টোর্স-আর.এন.রোড, বসিরহাট- ৯৭৩২৭২২১০৬
পথের সম্বল লাইব্রেরী, হাড়োয়া বাজার- ৯০৬৪০৯২৮৩১
লাইফ গার্ড ক্লিনিক, নাটাবেড়িয়া, বনগাঁ- ৯৫৬৪০৬৫৬৭৬
গুমা পেপার কর্ণার, গুমা চৌমাথা- ৯১৪৩৩৯৩০০৬
প্রিয় বইঘর (আব্দুল মতিন), বসিরহাট- ৮৯২৬৫৫৩২২৫
ডাঃ মহম্মদ আলী, কাজীপাড়া, বারাসাত- ৯৪৩৩৯৩৫০২৯
মাস্টার মেডিকেল সেন্টার, মালঞ্চ বাজার- ৯৭৩২৯৩৩০১৮
আলেয়া মেডিকেল সেন্টার, আব্দুলপোতা বাজার- ৮৩৪৮২৩৫৫৬২
পারিজাত পুস্তকালয়, (বাবর হোসেন) খড়িবাড়ি বাজার- ৯৮৩৬৬৫৯৩৯৬
রফিকুল ইসলাম, নেতাজি লাইব্রেরী, ভেবিয়া- ৯৭৩২৬৬৮৩৭৪
জসিম মোল্লা রিজা অটো মোবাইল, লাউহাটি শাখা- ৬২৯১৮২৭৯৮৫
আশরাফ জমাদার, চুটকিয়া, নাড়াপুনিয়া, মিনাখাঁ- ৯৭৩২৪৯৩০২১
ডা, ইসাহক মন্ডল, পূর্ব পলতা, স্বরূপনগর- ৯৭৩৫৭৬০৮০৫
জনাব আবুজার গাজী, চকপাটনী বাজার, হাসনাবাদ- ৯৮০০৪৮০৯৭৮
রহমানিয়া বোরখা ঘর, আমিনপুর বাজার, শাসন- ৯৬০৯৩২৫৪৪৩
নবোদয় চিলড্রেন অ্যাকাডেমি, রামপুর বাসস্ট্যান্ড, সন্দেশখালি- ৮৭৬২৯৯২২১৬১

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সাগরিকা লাইব্রেরী, ভাঙড়, বিজয়গঞ্জ বাজার- ৯৭৩৫২৮০৪৬৭
এম.এস. টেলার্স, মোঃ মহিউদ্দিন, শোনপুর মসজিদের পাশে- ৮৩২৭৬৬৭৪৪৩
নিউ টাইম সেন্টার, বাসন্তী বাজার মেন রোড- ৯৭৩৩৮২১২৬৮
টি.কে. ডিজিটাল সাউন্ড (মহঃ আলি), বিবির আইট- ৭৬৯৯৯১৬৮২৩
ফিরদৌস মেডিকেল হল, ঘুঁটিতলা, জীবনতলা বাজার- ৭৯০৮২১৭১৬৯
শিশুমন মডেল মিশন, কৈশিলী, উস্তি- ৮৬০১৯৬১৮০৪
সহজ তথ্যমিত্র কেন্দ্র, হাট পুকুরিয়া, ক্যানিং- ৯৭৩৩৬৬১৯০৯
মামনি সুইটস কুড়ালী বাজার, ক্যানিং রোড, বারুইপুর- ৯৮০০৫৮১১৮৯
আব্দুল কাদের ও রেজাউল হালদার, হেড়োভাঙা বাজার, ক্যানিং, -৯৭৩৩৬৮৬৮২৬/৮০০১৬৯৩১২৬

নদীয়া

আরফান সাহেব, দেবগ্রাম- ৭৪৭৭৪০৮৪০৭
রাজিয়া পেপার এন্ড গিফট হাউস, ধুবি-নাগালি- ৯৯৩২০৬৭০৩৩
ডাঃ বসির আহমেদ, ফুলবাগান রোড পলাশী- ৯৬৪৭২৪৬৬২৮
স্টুডেন্টস বুক হাউস, পলগুডা- ৯৭৩৫৭৯০২৮
জিব্রাইল শেখ, বড় নলদা- ৯৬০১৬৮৯০৯৬
ইসমাইল মন্ডল, দরাপপুর, হরিণঘাটা- ৬২৯৬৫০৪৬৪৩

• হেড অফিস-9564900114 • হেড অফিস-9564900103 • ভর্তি সংক্রান্ত -9564900198 • হেল্প ডেস্ক -9564900304
অন লাইনেও ভর্তির ফর্ম ফিলাপ করা যাচ্ছে। Visit Us: www.fpfedu.org E-mail: frontpageacademy2010@gmail.com
দেওয়ানআটি (হাড়োয়া রোড রেল স্টেশন), পো: হাদিপুর, থানা: দেগঙ্গা, জেলা: উত্তর ২৪ পরগণা

পুবের কলম
নতুন ইউটিউব চ্যানেল সম্প্রতি কি আপনার নজরে পড়েছে?
আপডেট খবর দেখতে নজর রাখুন
https://www.youtube.com/puberkalom

পুবের কলম
১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ | বুধবার | ২৫ ভাদ্র, ১৪৩১ | ৭ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

পুবের কলম
প্রতি মুহূর্তে আপডেট খবর
সময়ের সঙ্গে খবরে এগিয়ে থাকতে লক্ষ্য রাখুন পুবের কলম ডিজিটাল
শুধু শহর বা জেলা নয়, সারাদেশ, সারা বিশ্বের বাছাই খবর
https://www.puberkalom.com

বর্ধমানে সংখ্যালঘু কমিশনের সঙ্গে সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিদের বৈঠক, উঠে এল সমস্যা ও সমাধানের কথা

মাইনোরিটি কমিশনের চেয়ারম্যানকে বৈঠকে স্বাগত জানাচ্ছেন ডিএম কে রাধিকা আইয়ার। রয়েছেন এডিএম সানা আখতার, অ্যাডিশনাল এসপি এ ব্যানার্জি। ছবি: খালিদুর রহিম

মাইনোরিটি কমিশনের সিভিল সোসাইটির বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি।

সফিকুল ইসলাম দুলাল ও সুবিদ আবদুল্লাহ্

রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের প্রশাসনিক বৈঠক হয়ে গেল পূর্ব বর্ধমান জেলায়। রুটিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মাইনোরিটি কমিশনের চেয়ারম্যান, প্রাক্তন সাংসদ ও পুবের কলমের সম্পাদক জনাব আহমদ হাসান ইমরান, কমিশনের সদস্য শেহনাজ কাদরী, সৈয়দ মাসুদ আলি আল কাদরী, অশোক তুলাকিয়া, সৎনম সিং আহলুয়ালিয়া ও রফিকুল আলম। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি নুজহাত জায়নাব ও অতিরিক্ত জেলা শাসক (শিক্ষা) সানা আকতার।

বর্ধমান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি'র সভাঘরে মঙ্গলবার কর্মসূচি মোতাবেক উপস্থিত হন জেলার সুশীল সমাজের শতাধিক ব্যক্তি। উপস্থিত বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিগণ সমাজের একাধিক সমস্যার দিক তুলে ধরেন কমিশনের কাছে। শিক্ষাব্রতী সমাজকর্মী কুতুবউদ্দিন সাহেব সূচনা বক্তব্যে জানান, 'একটি সভাঘরে একাধিক ধর্মীয় সংখ্যালঘু সমাজের প্রতিনিধিদের একত্রিত হওয়াকে এক সুতোয় গাঁথা মালার মতো মনে হচ্ছে।'

সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যালঘু উন্নয়নে ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন।' তাঁর কথায়, 'সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারশিপ থেকে শুরু করে হস্টেল নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে সমস্ত এলাকায় সমস্যা আছে, তা নিরসনের জন্য কমিশন নিরলসভাবে কাজ করছে।'

শিক্ষা বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে স্ব-উদ্যোগের আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্ধমান আল-আমীন মিশনের সম্পাদক আসফার হোসেন জানান, বাঙালি মুসলিম সমাজের একাধিক আবাসিক স্কুল এখন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুমোদনপ্রাপ্ত। সংখ্যালঘু স্কুল হিসেবে সরকারি পাঠ্যপুস্তক প্রদানের জন্য তিনি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কাছে দাবি করেন।

জৈন সমাজের পক্ষ থেকে আবেদন করা হয় উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ গেলে জৈন সমাজের ছাত্রদের থেকে মাইনোরিটি সার্টিফিকেট চাওয়া হয়। কমিশনের কাছে আবেদন করা হয় সরকার যেন এই সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়া জৈন সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু মহাবীরের নামে শহরের একটি রাস্তার নামকরণেরও আবেদন করা হয়।

বর্ধমান শহরে কয়েকশ বছর ধরে শিখ সমাজের বসবাস। একসময় গুরুনানক পা রেখেছিলেন বর্ধমান শহরে। সেই স্মৃতিতে শহরে একটি গুরুদুয়ারা প্রতিষ্ঠা হয়। দাবি করা হয়, বর্ধমানের পর্যটন মানচিত্রে এই গুরুদুয়ারা স্থান পাক। এ ছাড়া শহরে রয়েছে খ্রিস্টান সমাজের প্রাচীন চার্চ। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে যা আজ ভগ্নপ্রায়। মাইনোরিটি ফান্ডে এই চার্চ সংস্কার করার আবেদন জানানো হয়।

বর্ধমান শহরকে মোঘল ঐতিহ্যের শহর বলা হয়। শহরের প্রাণকেন্দ্র পীর বাহারাম অঞ্চলে রয়েছে শের আফগানের কবর। এ ছাড়া জেলার নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে একাধিক পীর আউলিয়ার মাজার। জেলা পর্যটন মানচিত্রে এই সব নাম সংযুক্ত করার দাবি করা হয়। শিক্ষাবিদ রমজান আলি দাবি করেন, কবি কাজী নজরুলের জন্মস্থান জেলা বর্ধমান। এ বছর কবির ১২৫তম জন্মবার্ষিকী চলছে। কবির স্মৃতিতে শহরে একটি অডিটোরিয়াম করার আবেদন করা হয়। সভা শেষে চেয়ারম্যান ইমরান সাহেব সুশীল সমাজের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

মধ্যাহ্নভোজের পর জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক হয় জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে। সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে আসা অভাব-অভিযোগ বিষয়ে জেলার প্রশাসনিক সর্বস্তরের পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক কে. রাধিকা আইয়ার, অতিরিক্ত জেলা শাসক সানা আকতার, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়রাম হেমব্রম ও অন্যান্য প্রশাসনিক অধিকর্তা। প্রত্যেক বিভাগীয় দফতরে অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়। জেলাশাসক কমিশনের কর্তাদের জানান, প্রশাসনিক বৈঠকের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করার ব্যবস্থা করা হবে।

আঁখো দেখা হাল

প্রথম পাতার পর

এই প্রতিবেদনে গাজা যুদ্ধ নিয়ে বলা হয়েছে ফিলিস্তিনের থেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে কিন্তু ইসরাইলের। সেনা ও সম্পত্তি ক্ষয়ের থেকেও বেশি হচ্ছে এখন আর্থিক ক্ষতি। আনসারউল্লাহ হুথিদের আক্রমণ ও হিজবুল্লাহর আক্রমণেও বড় ক্ষতি হয়েছে ইসরাইলের। গত এক সপ্তাহ থেকে হামাসের হাতে পণবন্দিদের ছাড়িয়ে আনা ও নেতানিয়াহু সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে উত্তাল হয়েছে ইসরাইল।

প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে বার বার বলতে হচ্ছে হামাসকে বিনাশ করে ফেলেছি। ইসরাইলি সেনা হামাসের টানেলগুলির দখল নিতে চলেছে। কিন্তু সদ্য মুক্তি পাওয়া আদিনা মোশে টিভি সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করে নেতানিয়াহুকে আরও চাপের মধ্যে ফেলে দিলেন। ইতিপূর্বে হামাসের পক্ষ থেকে কয়েকজন মুক্তি পাওয়া ইসরাইলি ও বিদেশি বন্দি জানিয়েছেন, হামাসের কাছে বন্দিদশা অবস্থায় তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের কথা। ইসরাইলি বন্দিদের বাঁচাবার জন্য হামাসের রক্ষীরা নিজেদের ক্ষতি বরদাশত করছে সেটাও জানিয়েছেন তারা। কিন্তু ইসরাইলের দুর্ধর্ষ সেনা গোয়েন্দারা তাদের কাছ থেকে হামাসের সুড়ঙ্গের ব্যাপারে সঠিক ধারণা নিতে পারেনি। আর এখানেই হামাসের কৃতিত্ব ও দক্ষতা নিয়ে জোরদার আলোচনা চলছে। কেন-না ইসরাইল ছ'মাস আগেও দাবি করেছিল টানেলে জল ভরে দেওয়া হচ্ছে, বিষাক্ত গ্যাস ছাড়া হচ্ছে। উপর থেকে 'মাদার বোম' ফেলে পাতালের ক্ষতি করা হচ্ছে। কিন্তু পণবন্দিরা বাইরে বের হয়ে এসে জানালেন, নেতানিয়াহুর সেই সব দাবি ভুল। ফলে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে ইসরাইলের জনতা। 'পণবন্দি আর হামাসের টানেল' এই দু'টি বিষয় এখন আন্তর্জাতিক চর্চার বিষয়ও হয়ে উঠেছে হামাসের টানেলের কাছে সত্যই অসহায় ইসরাইল। পণবন্দিরা জানিয়েছেন, শুধু গাজার জমিনে নয়, ইসরাইলের অভ্যন্তরেও টানেল বা সুড়ঙ্গ বিস্তার লাভ করেছে, যেখানে মজুত রয়েছে এখনও লক্ষাধিক হামাস যোদ্ধা।

মণিপুরজুড়ে বন্ধ ইন্টারনেট

প্রথম পাতার পর

এ দিন পড়ুয়া ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ চলছে, এমন চিত্র দেখা যায় ভিডিয়োতে। একদিকে শিক্ষার্থীরা পাথর ছুড়ছে, অপর দিক থেকে কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন যৌথ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। প্রায় এক বছর আগেও সেখানে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এ থেকে মনে করা হচ্ছে, আগামী কয়েক দিনে রাজ্যে বড় ধরনের সহিংসতার আশঙ্কা করছে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার।

সোমবার মণিপুরে পৃথক ঘটনায় কুকি-জো সম্প্রদায়ের নেজাহোই লুংডিম নামের একজন নারী ও লিমখোলাল মেট নামের একজন সেনা নিহত হয়েছেন। লুংডিমের দেহে বোমার স্প্লিন্টারের চিহ্ন ছিল। কাংপোকপির থাংবুহ গ্রামের একটি গির্জার বাইরে তার দেহ পাওয়া যায়। সন্দেহ করা হচ্ছে, রবিবার রাতে আততায়ীরা থাংবুহ গ্রামের কাছে একটি সিআরপিএফ ক্যাম্পে হামলা চালালে ক্রসফায়ারে মারা যান লুংডিম। এ দিকে লিমখোলাল মেটের দেহ সোমবার ইম্ফল পশ্চিম জেলার সেকমাই গ্রামে পাওয়া যায়।

১ সেপ্টেম্বর থেকে মণিপুরে জাতিগত সহিংসতার বিভিন্ন ঘটনায় অন্তত ১১ জন নিহত হয়েছেন। নেজাহোই লুংডিম ও লিমখোলাল মেটে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সোমবার ইম্ফলে বিক্ষোভ করেন কয়েক হাজার শিক্ষার্থী। একপর্যায়ে তারা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। মণিপুর থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর অপসারণ এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের সুরক্ষার দাবিতে থাউবাল ও ইম্ফল-সহ বিভিন্ন অংশে শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করেন। এর জেরে গোটা রাজ্যে ব্যাপক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে। গত কয়েক দিনের সংঘাতের জেরে গতকাল সোমবার মণিপুরের বেশ কয়েকটি জায়গায় জাতীয় পতাকা নামিয়ে মেইতেই সম্প্রদায়ের পতাকা টাঙিয়ে দেয় শিক্ষার্থী ও বিক্ষুব্ধ জনতা। থৌবাল জেলায় ডেপুটি কমিশনারের দফতরের ছাদেও মেইতেই সম্প্রদায়ের পতাকা টাঙিয়ে দেন পড়ুয়ারা।

নির্দেশ উপেক্ষা

প্রথম পাতার পর

নবান্নের তরফ থেকে ই-মেল মারফত এ দিন জুনিয়র ডাক্তারদের আলোচনার জন্য ডাকা হয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দেননি জুনিয়র ডাক্তাররা। অন্যদিকে, এ দিন জুনিয়র ডাক্তারদের তরফ থেকেও সাংবাদিক সম্মেলন করে বলা হয়, মুখ্যমন্ত্রী নয় এ দিন মেল এসেছে স্বাস্থ্য সচিবের মেল আইডি থেকে। কাজেই এই ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না জুনিয়র ডাক্তাররা। যদিও আগামীতে কখনও রাজ্যের মুখ্যসচিব বা মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি তাঁদের আমন্ত্রণ জানালে তাঁরা আলোচনার রাস্তা খোলা রাখছে বলেও জানিয়েছেন আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকরা।

গত একমাসেরও বেশি সময় ধরে লাগাতার আন্দোলনের জেরে হাসপাতালগুলির চিকিৎসা পরিষেবা কার্যত ব্যাহত হয়েছে। এযাবৎ প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক রোগী সরকারি চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। বাংলার সাধারণ রোগী ও রোগীর পরিজনেরা ভেবেছিলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর আন্দোলনরত চিকিৎসকরা কর্মক্ষেত্রে ফিরে এলে অন্তত নূন্যতম চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন তারা। অবশেষে নির্ধারিত সময়ের পর যখন নবান্ন থেকে চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে ই-মেল করা হয়, তখন অন্তত অনেকেই আশা করেছিলেন এবার হয়তো সুরাহা মিলবে। কিন্তু নবান্নের মেল পাওয়ার পরেও নিজেদের অবস্থানে অনড় আন্দোলনকারীরা।

ওয়াকফ সম্পত্তি কবজার

প্রথম পাতার পর

বোর্ডের মহিলা সদস্য উজমা আলম, নুর জাহান সাকিল প্রমুখ।

এ দিকে নয়া আইনের নানান দিক আলোচনা করেন ড. সৈয়দ জাফর মাহমুদ। তিনি বলেন, মুসলিমদের ওয়াকফ সম্পত্তি সরকার দখল করার রাস্তা তৈরি করছে সরকার। কোনও সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ মীমাংসার জন্য জেলা কালেক্টরকে একচ্ছত্র ক্ষমতা দেওয়ার বিরোধিতা করেন তিনি। ওয়াকফ বোর্ডের ক্ষমতা হ্রাস করা এবং ব্যবহার-ভিত্তিক ওয়াকফ মানে যেগুলি সরকারের খাতায় নথিভুক্ত নয়, সেগুলির উপর ভবিষ্যতে সরকারের কু-নজর পড়বে বলে উল্লেখ করেন তিনি। বোর্ডে অমুসলিম সদস্য রাখা, ক্ষমতা কমানোর নানান দিক তিনি তুলে ধরেন।

মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানি বলেন, লিঞ্চিং হচ্ছে, প্রকাশ্যে মুসলিমদের মারধর করা হচ্ছে, এইসব অনেক সহ্য করেছি। এবার আমাদের মসজিদ-মাদ্রাসা ও সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তির উপর থাবা বসাতে চাইছে সরকার। এটা মেনে নেব না। তিনি বলেন, নামায-রোযার মতো ওয়াকফও ধর্মের অংশ ও ইবাদত। তাই কিছুতেই সরকারকে আমাদের ওয়াকফ সম্পত্তি হাতাতে আইন পাস করাতে দেব না। প্রয়োজনে

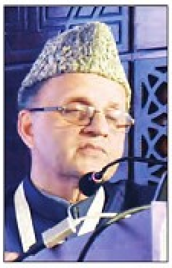

সৈয়দ জাফর মাহমুদ।

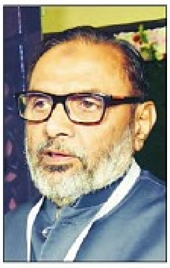

কাশিম রসুল ইলিয়াস।

আমরা ময়দানে নেমে লড়াই করব।

একইভাবে বিলের বিরোধিতা করেন বোর্ডের জেনারেল সেক্রেটারি মুহাম্মদ ফজলুর-রহিম মুজাদ্দেদী। তিনি বলেন, আমরা দেশকে ভালোবাসি। দেশের স্বাধীনতার জন্য শহিদ হয়েছেন বহু আলেম-উলামা। কিন্তু বার বার আমাদের উপর আক্রমণ নেমে আসছে। এমন পরিস্থিতিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করতে হবে। বোর্ডের তরফে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিলের বিরোধিতা করা হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলছে, সরকারের কাছেও বিল পাস না করানোর দাবি জানান ল' বোর্ড নেতৃত্ব।

হজের আবেদন

প্রথম পাতার পর

ভোমা অফিসে হজের আবেদন প্রক্রিয়া চলছে। এখন পর্যন্ত সাড়ে তিন হাজারের বেশি আবেদনপত্র জমা পড়েছে। রাজ্য হজ কমিটি দ্রুততার সঙ্গে কাজ করছে। হজযাত্রী বাড়ানোর লক্ষ্যে জেলায় জেলায় চলছে কর্মসূচি।

মহানবী (সা)-এর দানশীলতা

প্রথম পাতার পর...কুরআনের এ নির্দেশ তিনি নিজ জীবনে পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়ন করে গিয়েছেন। তাঁর ওফাতের সময় তাঁর কোনও সম্পদ ছিল না। তাই আল্লাহ্'র সন্তুষ্টির জন্য দান করা প্রত্যেক মু'মিন মুসলমানদের জন্য ইবাদত। দানের মধ্যে বরকত আছে। এতে সম্পদ দ্বিগুণ হয়ে যায়। কুরআন পাকে বলা হয়েছে— "যদি তোমরা আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্য তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন (৬৪:১৭)।" রাসূল (সা.) সম্পদের অধিকারিণী বিবি খাদিজা (রা.)-কে বিয়ের পর তার সম্পদ তিনি দু'হাতে দান করেছেন। তিনি সংগ্রহ করেছেন জ্ঞানের সম্পদ, আদর্শের সম্পদ, নৈতিকতার সম্পদ। আর বিলীন করে দিয়েছেন পার্থিব জগতের ভোগের সম্পদ। মানবজাতির প্রতি আল্লাহ্'র রাসূল (সা.)-এর সমগ্র জীবন ছিল ঔদার্য ও দানশীলতার বিশুদ্ধ উদাহরণ। তিনি আরও বলেছেন "যে ব্যক্তি দুস্থ লোককে সাহায্য করে, আল্লাহ্ তাকে ৭৩টি নেকী দান করবেন। এর মধ্যে একটিতে তার সমান পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং ৭২টি কিয়ামতের দিন তার উপর রহমত বয়ে আনবে।" পৃথিবীর ধন-সম্পদ সম্পর্কে তিনি বলেছেন "আল্লাহ্ একমাত্র মহান দাতা, মানুষ মাত্র তার বণ্টনকারী ও রক্ষাকারী।" তাই গরিবকে দান করা এবং সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিমোচন করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন মহানবী (সা.)।

সঙ্কটজনক ইয়েচুরি

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর: দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস এইমএস-এর আইসিইউ ইউনিটে ভর্তি রয়েছেন। এবং কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্রের মাধ্যমে তিনি শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। তাঁর শ্বাসনালীতে গুরুতর সংক্রমণ রয়েছে। তাই আপাতত ৭২ বছর বয়সী নেতা কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্রের সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দলের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। তবে প্রবীণ বামনেতার অবস্থা খুবই সংকটজনক বলে জানা গিয়েছে।

নাম পদবী পরিবর্তন

আমি, Md. Zabihulla পিতা- Hafez Md. Abul Bashar Siddique, গ্রাম: বেলপাড়া, পোস্ট: দক্ষিণডিহি, থানা: জাঙ্গীরপাড়া, জেলা: হুগলি। সমস্ত সরকারি নথিপত্রে আমার পিতার নাম ভুলবশত Md. Abul Basar হয়ে যাওয়ায় গত ১৮/১১/১৯ তারিখে প্রথম শ্রেণি E.M. কোর্ট (শ্রীরামপুর)-এর এফিডেভিট (১৬৬৩৫) বলে Hafez Md. Abul Bashar Siddique এবং Md. Abul Basar এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন।

Form No. (P) 7.
PROCLAMATION REQUIRING THE APPEARANCE OF A PERSON ACCUSED
(No. 4, SCHEDULE II, Act 2 of 1974)
(Section 84 of the B.N.S.S.)

S.SI. 489/2019
(Ref.: Domkal P.S. Case No. 745/2012 Dtd. 14.09.2012; G.R. 4185/2012)
District: **Murshidabad**
In the Court of the **Sessions Judge, Murshidabad at Berhampore**
To,
The I/C Domkal P.S., Murshidabad

WHEREAS complaint has been made before me that Accused, **Indadul Sk, S/O. Lt. Haji Kalimuddin Sk of Vill. Kuchiamora, P.S. Domkal, Dist. Murshidabad** is suspected to have committed the offence of punishable under section **147/148/149/448/427/326/307/379/286/506** of the **Indian Penal Code**, and it has been returned to a warrant of arrest thereupon issued that the said, Indadul Sk cannot be found; and whereas it has been shown to my satisfaction that the said, **Indadul Sk, S/O. Lt. Haji Kalimuddin Sk** has absconded or is concealing himself to avoid the service of the said warrant.

Proclamation is hereby made that the said Indadul Sk is required to appear before the **I/C Domkal P.S. on 28.11.2024 at 11:00 a.m.**
This Court or before me to answer the said complaint on the **16.12.2024.**
Given under my band and the seal of this Court, this 6th day of **September, 2024.**

Sessions Judge, Murshidabad
Sessions Judge
Murshidabad

Form No. (P) 7.
PROCLAMATION REQUIRING THE APPEARANCE OF A PERSON ACCUSED
(No. 4, SCHEDULE II, Act 2 of 1974)
(Section 84 of the B.N.S.S.)

S.SI. 489/2019
(Ref.: Domkal P.S. Case No. 745/2012 Dtd. 14.09.2012; G.R. 4185/2012)
District: **Murshidabad**
In the Court of the Sessions Judge, Murshidabad at Berhampore
To,
The I/C Domkal P.S., Murshidabad

WHEREAS complaint has been made before me that Accused, **Sariful Halsana, S/O. Khodabox Halsana of Vill. Kuchiamora, P.S. Domkal, Dist. Murshidabad** is suspected to have committed the offence of punishable under section **147/148/149/448/427/326/307/379/286/506** of the **Indian Penal Code**, and it has been returned to a warrant of arrest thereupon issued that the said, Sariful Halsana cannot be found; and whereas it has been shown to my satisfaction that the said, Sariful Halsana, S/O. Khodabox Halsana has absconded or is concealing himself to avoid the service of the said warrant.

Proclamation is hereby made that the said **Sariful Halsana** is required to appear before the **I/C Domkal P.S.** on **28.11.2024** at **11:00 a.m.**
This Court or before me to answer the said complaint on the **16.12.2024.**
Given under my hand and the seal of this Court, this 6th day of **September, 2024.**

Sessions Judge, Murshidabad
Sessions Judge
Murshidabad

Form No. (P) 7.
PROCLAMATION REQUIRING THE APPEARANCE OF A PERSON ACCUSED
(No. 4, SCHEDULE II, Act 2 of 1974)
(Section 84 of the B.N.S.S.)
S.SI. 489/2019

(Ref.: Domkal P.S. Case No. 745/2012 Dtd. 14.09.2012; G.R. 4185/2012)
District: **Murshidabad**
In the Court of the **Sessions Judge, Murshidabad at Berhampore**

To,
The I/C Domkal P.S., Murshidabad

WHEREAS complaint has been made before me that Accused, **Jabbar Halsana, S/O. Jarman Halsana of Vill. Kuchiamora, P.S. Domkal, Dist. Murshidabad** is suspected to have committed the offence of punishable under section **147/148/149/448/427/326/307/379/286/506** of the Indian Penal Code, and it has been returned to a warrant of arrest thereupon issued that the said, **Jabbar Halsana** cannot be found and whereas it has been shown to my satisfaction that the said, **Jabbar Halsana, S/O. Jarman Halsana** has absconded or is concealing himself to avoid the service of the said warrant.

Proclamation is hereby made that the said **Jabbar Halsana** is required to appear before the **I/C Domkal P.S. on 28.11.2024 at 11:00 a.m.**
This Court or before me to answer the said complaint on the **16.12.2024.**
Given under my band and the seal of this Court, this 6th day of **September, 2024.**

Sessions Judge, Murshidabad
Sessions Judge
Murshidabad

Form No. (P) 7.
PROCLAMATION REQUIRING THE APPEARANCE OF A PERSON ACCUSED
(No. 4, SCHEDULE II, Act 2 of 1974)
(Section 84 of the B.N.S.S.)

S.SI. 489/2019
(Ref.: Domkal P.S. Case No. 745/2012 Dtd. 14.09.2012; G.R. 4185/2012)
District: **Murshidabad**
In the Court of the Sessions Judge, Murshidabad at Berhampore
To,
The I/C Domkal P.S., Murshidabad

WHEREAS complaint has been made before me that Accused, **Raihan Mondol @Abu Raihan Mondol, S/O. Alahim Mondol of Vill. Kuchiamora Masjidpara, P.S. Domkal, Dist. Murshidabad** is suspected to have committed the offence of punishable under section **147/148/149/448/427/326/307/379/286/506** of the **Indian Penal Code**, and it has been returned to a warrant of arrest thereupon issued that the said, **Sariful Halsana** cannot be found and whereas it has been shown to my satisfaction that the said, **Raihan Mondol @ Abu Raihan Mondol, S/O. Alahim Mondol** has absconded or is concealing himself to avoid the service of the said warrant.

Proclamation is hereby made that the said **Sariful Halsana** is required to appear 1:00 before the **I/C Domkal P.S.** on **28.11.2024** at **11:00 a.m.**
This Court or before me to answer the said complaint on the **16.12.2024.**
Given under my band and the seal of this Court, this 6th day of **September, 2024.**

Sessions Judge, Murshidabad
Sessions Judge
Murshidabad

Form No. (P) 7.
PROCLAMATION REQUIRING THE APPEARANCE OF A PERSON ACCUSED
(No. 4, SCHEDULE II, Act 2 of 1974)
(Section 84 of the B.N.S.S.)

S.SI. 489/2019
(Ref.: Domkal P.S. Case No. 745/2012 Dtd. 14.09.2012; G.R. 4185/2012)
District: **Murshidabad**
In the Court of the Sessions Judge, Murshidabad at Berhampore

To,
The I/C Domkal P.S., Murshidabad

WHEREAS complaint has been made before me that Accused, **Sariful Halsana, S/O. Abdur Rasid Halsana of Vill. Kuchiamora, P.S. Domkal, Dist. Murshidabad** is suspected to have committed the offence of punishable under section **147/148/149/448/427/326/307/379/286/506** of the **Indian Penal Code**, and it has been returned to a warrant of arrest thereupon issued that the said, **Sariful Halsana** cannot be found; and whereas it has been shown to my satisfaction that the said, **Sariful Halsana, S/O. Abdur Rasid Halsana** has absconded or is concealing himself to avoid the service of the said warrant.

Proclamation is hereby made that the said **Sariful Halsana** is required to appear before the **I/C Domkal P.S.** on **28.11.2024** at **11:00 a.m.**
This, Court or before me to answer the said complaint on the **16.12.2024.**
Given under my band and the seal of this Court, this 6th day of **September, 2024.**

Sessions Judge, Murshidabad
Sessions Judge
Murshidabad

২২ লক্ষ মানুষের জরুরি খাদ্য সহায়তা প্রয়োজন

ইসরাইলি গণহত্যার ৩৪০ দিন, নিহত বেড়ে ৪১ হাজার

বিমান হামলায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে আশ্রয়শিবিরের তাঁবুগুলি। চলছে উদ্ধারকাজ।

‘সেফ জোনে’ ঘুমন্ত ফিলিস্তিনিদের ওপর পড়ল বোমা, নিহত ৪০

গাজা, ১০ সেপ্টেম্বর: একদিন ইসরাইলে ঢুকে আক্রমণ করেছিলেন ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস। সেই অভিযান ছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টার। হামাসের উদ্দেশ্য ছিল, ফিলিস্তিনের অধিকার আদায় ও ইসরাইলি জেল থেকে বন্দিদের মুক্ত করা। গতবছরের ৭ অক্টোবরের সেই হামলার বদলা নিতে গাজায় ৩৪০ দিনেরও বেশি সময় ধরে গণহত্যা চালাচ্ছে যায়নবাদী ইসরাইল। দখলদারদের নৃশংস হামলায় এখনও পর্যন্ত ৪১ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। ইসরাইলি হামলায় সবমিলিয়ে হতাহতের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৩৬ হাজার জন। সর্বশেষ গাজার এক আশ্রয় শিবিরে ঘুমন্ত ফিলিস্তিনিদের ওপর বিমান থেকে বোমা ফেলেছে ইসরাইলি সেনা। এতে অন্তত ৪০ জন নিহত ও ৬০ জন আহত হয়েছেন। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গাজার অন্যান্য অংশ থেকে পালিয়ে আসা মানুষরা আল-মাওয়াসি নামের ওই আশ্রয় শিবিরে অবস্থান করছিলেন। এতদিন এটিকে ‘সেফ জোন’ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছিল। কারণ ইসরাইল নিজেই সেই ঘোষণা করেছিল। মঙ্গলবার ভোরে খান ইউনিসের আল-মাওয়াসি এলাকায় অন্তত ২০টি তাঁবুতে হামলা চালানো হয়। ইসরাইলি সেনাবাহিনীর দাবি, হামাসের একটি কমান্ড সেন্টারকে লক্ষ্য করে এ হামলা চলেছে। তবে বাস্তবে সেই হামলা হয়েছে অসামরিক অবস্থানে। উদ্ধারকর্মীরা জানিয়েছেন, আশ্রয় শিবিরের তাঁবুগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়ে প্রায় ৯ মিটার গভীর গর্ত হয়েছে। গাজার সিভিল ডিফেন্সের একজন মুখপাত্র বলেন, হামলায় নিহত ব্যক্তিদের লাশ উদ্ধার করতে সমস্যা হচ্ছে সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের। এই হামলা এই যুদ্ধের সবচেয়ে জঘন্য গণহত্যাগুলোর একটি। এ দিকে, রাষ্ট্রসংঘের অঙ্গ সংস্থা ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম জানিয়েছে, গাজায় জরুরি ভিত্তিতে ২২ লক্ষ মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র

ওয়াশিংটন, ১০ সেপ্টেম্বর: ছাত্র-জনতার ব্যাপক আন্দোলনে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়। সরকার পতনের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও চিন জড়িত ছিল বলে খবর করে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম। তবে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম থেকেই সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। মঙ্গলবার মার্কিন বিদেশ দফতরের উপ-মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল বাংলাদেশের সরকার-বিরোধী আন্দোলনে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ অস্বীকার করেন। মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল বলেন, ‘বাংলাদেশের সরকার পতনের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কোনও যোগ নেই।’ তিনি জানান, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র। বেদান্ত প্যাটেল প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেন, ‘বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের রূপরেখা নির্ধারণে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে কাজ করতে আমরা প্রস্তুত ও আগ্রহী।’ তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ঘটনাবলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতার আন্দোলনে চিনের প্রভাব ছিল, এমন দাবির প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে বেদান্ত প্যাটেল বলেন, তিনি এসব বিষয়ে কোনও জল্পনা করতে চান না।

> আমরা ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত এবং আগ্রহী। কারণ এই সরকার বাংলাদেশের জনগণের জন্য গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে চলেছে।
>
> বেদান্ত প্যাটেল
> মার্কিন মুখপাত্র

নবী সা.-র নামে স্মার্ট হাসপাতাল হবে ইরানে

শিরাজ, ১০ সেপ্টেম্বর: চিকিৎসাখাতে লাগাতার অগ্রগতি করে চলেছে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান। অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার জন্য পশ্চিম এশিয়ায় ইরান সুনাম অর্জন করেছে। এবার মাওলিদ বা ঈদে মিলাদ-উন-নবীর প্রাক্কালে ইরানে নির্মিত হতে চলেছে নবী মুহম্মদ সা.-র নামে একটি বিশেষ স্মার্ট হাসপাতাল। বলা হচ্ছে, নির্মাণকাজ শেষ হলে এটি হবে পশ্চিম এশিয়ার বৃহত্তম স্মার্ট হাসপাতাল। জানা যায়, ফার্স প্রদেশে তৈরি করা হবে হাসপাতালটি। ইরান সরকারের অনুমোদন এবং অর্থনৈতিক পরিষদের অনুমোদন পাওয়ার পরই মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) নামের ওই হাসপাতাল নির্মাণের কাজ শুরু হবে। ফার্স প্রদেশের গভর্নর মুহাম্মদ হাদি ইমানিয়েহ গত শনিবার তেহরান সফরের অবকাশে বলেন, ১,৪০০ শয্যাবিশিষ্ট এই স্মার্ট হাসপাতাল নির্মাণের জন্য অর্থ অনুমোদন করাতে ইরানের প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন। এখন অর্থনৈতিক পরিষদের অনুমোদন পেলেই পশ্চিম এশিয়ার সবচেয়ে বড় স্মার্ট হাসপাতালটি তৈরি হবে ইরানে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, ইরানিদের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে হযরত মাহদি (আ.) হাসপাতাল-সহ বেশ কয়েকটি সুপার-স্মার্ট হাসপাতাল তৈরি করেছে ইরান সরকার। বর্তমানে ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, আর্মেনিয়া, তাজিকিস্তান, ওমান ও বাহরাইন-সহ পারস্য উপসাগরের দক্ষিণ সীমান্তের দেশগুলোর নাগরিকরা স্বাস্থ্য পর্যটনের জন্য ইরানকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। কারণ, ইরানে চিকিৎসার মান ও পরিষেবা ইউরোপের অনেক দেশের তুলনায় ভালো।

ফিলিস্তিনে ইসরাইলি দখলদারিত্ব অবসানে আগামী সপ্তাহে রাষ্ট্রসংঘে ভোট

বিশেষ প্রতিবেদন: আগামী ছয় মাসের মধ্যে ‘অধিকৃত ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইসরাইলের অবৈধ উপস্থিতি’ অবসানের দাবি জানিয়ে ফিলিস্তিনিদের একটি খসড়া প্রস্তাব নিয়ে আগামী সপ্তাহে রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে ভোটাভুটি হতে পারে।

খসড়া প্রস্তাবটির প্রধান লক্ষ্যকে জুলাই মাসে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের (আইসিজে) একটি পরামর্শক কমিটি স্বাগত জানিয়েছে। এতে ফিলিস্তিনি ভূমিতে ইসরাইলি ‘দখলদারিত্ব’ এবং ইসরাইলি বসতি স্থাপনকে অবৈধ হিসেবে অভিহিত করে প্রত্যাহার করা উচিত বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের সর্বোচ্চ আদালত আইসিজে বিশ্ব আদালত হিসেবেও পরিচিত। তাদের সুপারিশে ইসরাইলি প্রত্যাহার ‘যত তাড়াতাড়ি সম্ভব’ করতে বলেছে। তবে রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবে ৬ মাস সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।আরব গ্রুপ, ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা এবং জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন সোমবার ১৯৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদকে ১৮ সেপ্টেম্বর ভোটাভুটি আয়োজন করার আহ্বান জানিয়েছে। তবে ভোটাভুটির আগে ৮ পাতার খসড়া প্রস্তাবটির ভাষায় পরিবর্তন আনা যেতে পারে।

সিরিয়ায় ইসরাইলি হামলায় নিহত ১৪। সিরিয়ার মধ্যাঞ্চলীয় হামা প্রদেশে রবিবার রাতে ইসরাইলি বাহিনীর হামলায় কমপক্ষে ১৪ জন নিহত হয়েছে। এর আগে ৫ জন নিহত ও ১৯ জন আহত হওয়ার কথা জানানো হয়েছিল। সোমবার দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম এ কথা জানিয়েছে।

সিরিয়ার সরকারি সংবাদ সংস্থা ‘সানা’ একটি হাসপাতালের উদ্ধৃত দিয়ে জানিয়েছে, ‘মাসিয়াফের আশপাশে বেশ কয়েকটি স্থানে ইসরাইলি আগ্রাসনে শহিদের সংখ্যা বেড়ে ১৪ জনে দাঁড়িয়েছে এবং ৪৩ জন আহত হয়েছে। এদের মধ্যে ৬ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।’ এর আগে সিরীয় যুদ্ধ পর্যবেক্ষক সংস্থা সেখানে ইসরাইলি হামলায় ৭ জন নিহত হওয়ার কথা জানিয়েছিল।

শ্বাসনালিতে আরশোলা!

হাইনান, ১০ সেপ্টেম্বর: ঘুমের মধ্যে অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন ৫৮ বছরের এক চিনা নাগরিক। এক রাতে ওই ব্যক্তির ঘুম ভেঙে যায় ও তিনি অনুভব করেন, তার শ্বাসনালিতে কিছু একটা হামাগুড়ি দিচ্ছে। প্রথমে ভেবেছিলেন সাধারণ কোনও অস্বস্তি, কিন্তু পরক্ষণেই টের পান, জিনিসটি তার শ্বাসনালি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। শুরুতে বিষয়টি নিয়ে খুব একটা চিন্তিত না হয়ে তিনি আবার ঘুমিয়ে পড়েন। পরদিন নিজের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যান। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি শ্বাসকষ্ট অনুভব করতে শুরু করেন। কাশির সঙ্গে বের হতে থাকা হলুদ রঙের থুতু দেখে অবশেষে তিনি হাসপাতালে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। হাইনান প্রদেশের একটি হাসপাতালে ইএনটি বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হন তিনি। প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তেমন কিছু ধরা না পড়লে তাকে ফুসফুস বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানো হয়। বুকের সিটি স্ক্যানে দেখা যায়, তার ফুসফুসের নিচের অংশে একটি অদ্ভুত ছায়া দেখা যাচ্ছে। ব্রঙ্কোস্কোপি করে দেখা যায়, তার বায়ুনালিতে একটি আরশোলা আটকে আছে! চিকিৎসক লিন লিং জানান, আরশোলার ডানা কফ দিয়ে ঢাকা ছিল। ধীরে ধীরে সেটি শ্বাসনালি থেকে বের করে আনা হয়।

চাঁদে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়বে রাশিয়া-চিন-ভারত!

মস্কো, ১০ সেপ্টেম্বর: ভারত ও চিন একজোট হয়ে চাঁদের মাটিতে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে। এই অভিযানে ভারত-চিনের সঙ্গে থাকবে দুই দেশের বন্ধু রাশিয়াও। গোটা অভিযানের বিষয়টি জানানো হয়েছে রুশ মিডিয়ায়। রাশিয়ার পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন সংস্থা রোসাটমের প্রধান অ্যালেক্সেই লিখাচেভ এই যৌথ প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন। এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, চাঁদের মাটিতে ছোট ছোট করে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করতে চায় রাশিয়া। সেখান থেকে অন্তত হাফ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি হতে পারে। সেই বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যেতে পারে একাধিক ক্ষেত্রে। গোটা প্রকল্পটি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে চলবে বলে রাশিয়ার দাবি। চাঁদের মাটিতে রাশিয়ার এই অভিযান নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে বলে জানান লিখাচেভ। তবে দুই ‘বন্ধু’ ভারত ও চিনের নাম উল্লেখ করেননি তিনি। রাশিয়ার এই প্রকল্পে দুই দেশ অংশ নিতে খুব উৎসাহী বলে দাবি লিখাচেভের।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হজ কমিটি
সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তর
মদিনা-তুল-হুজ্জাজ, নিউ টাউন, কলকাতা-৭০০১৬০

হজ-২০২৫

অনলাইন আবেদনের সময়সীমা বর্ধিত করা হল
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ-
- হজ-এর দরখাস্ত করার জন্য আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট প্রয়োজন যার বৈধতা কমপক্ষে ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬ হতে হবে
- ‘হজ সুবিধা’ অ্যাপের মাধ্যমে বিভিন্ন জরুরী তথ্য আদান প্রদানের সুবিধা থাকবে
- মেডিকেল সার্টিফিকেট সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার-এর প্রদত্ত হতে হবে
- ৬৫+ বয়স্ক হজযাত্রীদের ক্ষেত্রে অতি অবশ্যই একজন সঙ্গী নিয়ে যেতে হবে। সঙ্গীর বয়স ১৮ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে
- মসজিদ-এ নব্বীতে বাধ্যতামূলক চল্লিশ (৪০) ওয়াক্ত নামাজ পড়ার সুযোগ নাও থাকতে পারে

শনিবার, রবিবার এবং সরকারি ছুটির দিনেও হজ হাউস - পার্ক সার্কাস, মদিনা-তুল-হুজ্জাজ - নিউ টাউন এবং জেলা সংখ্যালঘু দপ্তরগুলি খোলা থাকবে

সারা বছরই হজের জন্য শুধুমাত্র পিএসকে (কলকাতা, বহরমপুর, শিলিগুড়ি) অথবা পিওপিএসকে (বিডন স্ট্রিট, ব্যারাকপুর, হাওড়া পোস্ট অফিস) তে দ্রুত পাসপোর্ট পাওয়ার জন্য আবেদন করুন

হজ-২০২৫ প্রত্যাশিত খরচ আনুমানিক ৩,৮০,০০০/- টাকা থেকে ৪,০০,০০০/- টাকা
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ- কুরবানি ও সৌদি রিয়াল (SAR) আলাদা নিতে হবে

দ্রুত হজ পাসপোর্ট পাওয়ার জন্য ৮৩৩৪৯৯১১১১-এই নম্বরে Whatsapp করুন

বিশদ জানার জন্য

হজ কমিটি অফ ইন্ডিয়া
ফোন নং - ০২২-২২৭১৭১০০
www.hajcommittee.gov.in
মোবাইল অ্যাপ - “Haj Suvidah”

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হক কমিটি
টোল ফ্রি নম্বর - ১৮০০৩০৯৩৭৮৬
হোয়াটসঅ্যাপ - ৮৩৩৪৯৯১১১১
www.wbhaj.com

জেলা সংখ্যালঘু আধিকারিকের করণ (ডোমা)

অডিও-ভিস্যুয়াল হজ ট্রেনিংয়ের জন্য ফলো করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল https://www.youtube.com/.@HAJWB

প্রয়োজনে সহায়তার জন্য যোগাযোগের ব্যক্তিদের মোবাইল নং ৯৮০৪৫২২৩৪৩, ৯৮৩১০৯৯৮৮৬, ৯৩৩২৩৪৬৬৫৭, ৯৩৩৩৩৮০৬৬২
ICA- D1584(4)/2024

পুবের কলম

বর্ষ ১১ • সংখ্যা ২৪৯ • বুধবার • ২৫ ভাদ্র, ১৪৩১ • ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

খাদ্যে আপত্তি, কেন?

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে এক সময় সকল ভারতবাসী গর্ববোধ করত। বিবিধের মাঝে যে ভারত ভূমি মিলনে মহান ছিল, এখন একদল মানুষের জন্য সেই গর্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানে ভারতের একাংশ নাগরিকের তীব্র আপত্তি। কেবল আপত্তি কেন, বলা যায় কেন্দ্রের এবং আরও কয়েকটি রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় থাকার সুবাদে বিজেপি দলের অনুসারী বলে দাবি করা কিছু কট্টর হিন্দুত্ববাদী নিজেদের মতাদর্শ জোর করে চাপিয়ে দিতে চাইছে। গোটা দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলির মানুষের উপর। উত্তর ভারতের কয়েকটি রাজ্যের কিছু সংখ্যক মানুষ নিরামিষ খাবার খান। তাঁরা মাছ-মাংস পরিহার করেন। ভালো কথা। করুন, তাতে কারো কোনও আপত্তি থাকতে পারে না। তাই বলে সেই নিরামিষভোজীরা অন্যের উপর তাদের খাদ্যাভাস চাপিয়ে দেবে এমনটা কোনওমতেই হতে পারে না। কারণ, এ দেশে হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাতির মানুষ বসবাস করে আসছে। প্রত্যেকেরই আবার নিজস্ব পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, আলাদা সংস্কৃতি রয়েছে। যুগ যুগ ধরে একই ভূখণ্ডে এমনটা চলে এলেও কখনও কোনও সংঘাত হয়নি। ভারত এইভাবেই বিশ্ব দরবারে মিলনে মহান হয়ে আছে। এখন সেই সহিষ্ণুতার পরিবেশ বহুলাংশে বিবর্ণ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক খুদে ছাত্র স্কুলের টিফিনে আমিষ খাবার নিয়ে যাওয়ার জন্য সেই ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়েছে। হ্যাঁ, এই প্রবণতার পথ দেখাচ্ছে যে উত্তরপ্রদেশ, সেখানকারই ঘটনা এটা। এমন ঘটনায় গোটা ভারতের সচেতনমহল স্তম্ভিত।

এই ঘটনায় ক্ষোভ জানিয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে চিঠি দিলেন দেশের প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এস ওয়াই কুরেশি-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। শনিবার তাঁরা এই চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, স্কুলের এমন পদক্ষেপে সংবিধান বর্ণিত সবার সমান অধিকারের মৌলিক নীতিকে লংঘন করা হয়েছে। এই ঘটনার তদন্ত করে আইনানুগ যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানানো হয়েছে উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কাছে।

গত সপ্তাহে উত্তরপ্রদেশের আমরোহাতে হিলটন কনভেন্ট স্কুলে পঞ্চম শ্রেণির যে ছাত্রটি টিফিন বক্সে করে আমিষ বিরিয়ানি নিয়ে গিয়েছিল, সেই বাচ্চা ছেলেটি স্কুল থেকে কী শিক্ষা পেল? পঞ্চম শ্রেণিতেই শিক্ষকের কাছ থেকে সে খাদ্য নিয়ে বিভেদ সৃষ্টির পাঠটাই প্রথম গ্রহণ করল। দ্বিতীয়ত, ছাত্রটি মুসলিম পরিবারের হওয়ায় সে ধর্মের নামে বিভেদের শিক্ষাটাও পেয়ে গেল। তার সহপাঠিরা যে তার বন্ধু হতে পারে না, এমন শিক্ষাই কি দিচ্ছে না উত্তরপ্রদেশের স্কুল! স্কুলের অধ্যক্ষের আজব যুক্তি, সে মুসলিম পরিবারের হওয়ার দরুণ রোজই আমিষ খাবার নিয়ে আসত টিফিনে। সে অন্য ছাত্রদেরও খাবার অফার করত। এতে অনেক অভিভাবক নাকি অভিযোগ করেছেন। সেই জন্যই ছাত্রটিকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, কোথায় টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাদের সমাজ? একজন ছাত্র তার খাবার অন্য সহপাঠিদের মধ্যে ভাগ করে খেতে চাইছে, এমন মানসিকতা তো সমাজের জন্য সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির লক্ষণ। তবে কেউ আমিষ খেতে না চাইলে, খাবে না— এটা প্রত্যেকের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ। তাই বলে তাকে কখনও বহিষ্কার করা যায় না। কিংবা নিষিদ্ধ করা যায় না। আমাদের সংবিধান প্রতিটি নাগরিককে সেই অধিকারই দিয়েছে। প্রতিটি মানুষ নিজের অভ্যাসমতো খাবার খাবে, তাতে অন্য কেউ বাধা দিতে পারেন না। বাধা দিলে আইনি ব্যবস্থা তার বিরুদ্ধেই নেওয়া দরকার। গোটা দেশ যখন ধর্ম ও ভাষা নির্বিশেষে অনগ্রসর শ্রেণির মানুষদের জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে চাইছে, তখন একটি স্কুলে আমিষ খাবার নিয়ে যাওয়ার জন্য অধ্যক্ষ সেই ছাত্রকে বহিষ্কার করবে, এটা ভাবাই যায় না। অথচ সেটাই দেখা যাচ্ছে। এটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। এই ধরনের বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত প্রশাসনের। কারণ, আমাদের সংবিধানটা গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নিশ্চয়তা দিয়েছে।

প্রস্তাবিত ওয়াকফ সংশোধনী বিল সম্পর্কে আমরা যা জানি

মোদি সরকারের প্রস্তাবিত ওয়াকফ সংশোধনী বিল, ২০২৪ প্রবল আপত্তির মুখে বর্তমানে যৌথ সংসদীয় কমিটির বিবেচনাধীন রয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যৌথ সংসদীয় কমিটি এই বিল সম্পর্কে তাদের মতামত জানাবে। কিন্তু যাদের ওয়াকফ সম্পত্তি সম্পর্কে এই বিলটি তৈরি করা হয়েছে, তাদের বক্তব্য হচ্ছে, এই বিলটি ওয়াকফ সম্পত্তির উদ্দেশ্য এবং মুসলিমদের মৌলিক অধিকারকে বিনষ্ট করবে। কিন্তু কেন মুসলিম সংস্থাসমূহ এবং বিশেষজ্ঞদের এই প্রস্তাবিত ওয়াকফ বিলটি নিয়ে এত আপত্তি? প্রথম পর্বে এই আপত্তির মৌলিক কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বর্তমান পর্বেও রয়েছে ওয়াকফ ও মুসলিম অধিকার সম্পর্কে আলোচনা। বর্তমান বিল কি চতুরভাবে ওয়াকফ সম্পত্তির উপর মোতাওয়াল্লী এবং মুসলিমদের অধিকারকে বিনষ্ট করছে, তা এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে।

ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫-এর প্রস্তাবিত সংশোধনী ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারকে গুরুতর ভাবে লঙ্ঘন করছে এবং আমাদের দেশের আইনি ও গণতান্ত্রিক কাঠামোর প্রতি নাগরিকদের আস্থার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। আইনে এই সব পরিবর্তন সুপ্রিম আদালতের কর্তৃত্ববাদী রায়কে অমর্যাদা করছে এবং দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত ও পালিত রীতি-রেওয়াজে হস্তক্ষেপ করছে। সেইসঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ইসলামি আইনের আদর্শকে লঙ্ঘন করছে। মুসলিম ও অমুসলিমদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সম্পত্তির অধিকারকে খর্ব করার মাধ্যমে এই প্রস্তাবিত আইন আমাদের বৈচিত্র্যময় সমাজের বিন্যাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সাম্য, ঐক্য ও পারস্পরিক মর্যাদার যে ভিত রয়েছে তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই প্রস্তাবের ফলে যে ভ্রম তৈরি হয়েছে তা গভীর। কারণ উক্ত অধিকারগুলিকে সুরক্ষিত করে যে-সংবিধান, তাতে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে প্রত্যক্ষভাবে।

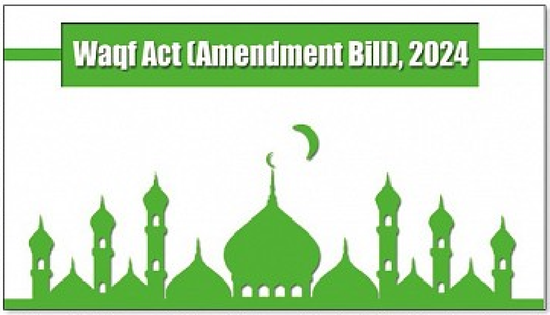

১। বোর্ডের ভিত্তিতে মুসলিমদের নানা শ্রেণিতে বিভাজন: শ্রেণিগত পার্থক্য অনুযায়ী পৃথক পৃথক বোর্ড (যেমন বোহরা ও আগাখানি সম্প্রদায়ের বোর্ড) গঠনের প্রস্তাব এক মারাত্মক সাংবিধানিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। এই পদক্ষেপের ফলে সংবিধানের ১৪ ধারা লঙ্ঘিত হচ্ছে। এই ধারায় বলা হয়েছে, আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান। তবে, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেণির ভিত্তিতে ইচ্ছা মতো এই বিভাজনের ফলে সংবিধানের ১৪ ধারা লঙ্ঘিত হয়। পাশাপাশি, এটি ২৯(এ) ধারাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। এই ধারা সংখ্যালঘুদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংহতিকে সুরক্ষিত করে। দেশের সুপ্রিম কোর্ট বারবার ধর্মীয় শ্রেণিগুলির মধ্যে ঐক্য ও অখণ্ডতার কথা বলেছে। পৃথক পৃথক বোর্ড গঠিত হলে শ্রেণির ভিত্তিতে মুসলিম সম্প্রদায়কে ভাগ করার ঝুঁকি তৈরি হবে। এতে সাম্য সম্পর্কে সাংবিধানিক রায় খর্ব হবে। এই সকল উদ্বেগের আলোকে এই ধরনের বিল বাতিল হওয়া উচিত। কারণ সংবিধানের ১৪ ও ২৯ ধারা ভঙ্গ করার সম্ভাবনা রয়েছে এতে।

২। ওয়াকফ গঠন নিয়ে শর্ত চাপানো: প্রস্তাবিত এই বিলে বলা হয়েছে, ওয়াকফ গঠন করতে হলে কোনও ব্যক্তিকে অন্তত পাঁচ বছর ইসলাম ধর্ম পালন করতে হবে। এটি বৈষম্যমূলক ও খেয়ালি সিদ্ধান্ত যা সংবিধানের ১৪, ২৫ ও ২৬ ধারাকে লঙ্ঘন করছে। এই নিয়ম ব্রিটিশ যুগের 'কালেক্টর রাজে'র মতো নিপীড়নমূলক নীতিকেই প্রতিফলিত ও প্রতিধ্বনিত করছে। অদূর ভবিষ্যতে ওয়াকফ গঠনের জন্য কোনও ব্যক্তিকে যোগ্য বিবেচনা করতে সরকারি কর্মকর্তারা 'ধার্মিক মুসলিমের শংসাপত্র' দেবেন। এটি সংখ্যালঘুদের আরও প্রান্তিক করে তোলে এবং মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকারকে খর্ব করে। সেই সঙ্গে ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর অন্যায্য সীমা আরোপ করছে। এই ধরনের নিয়ম অসাংবিধানিক এবং সাম্য, ধর্মীয় স্বায়ত্তশাসন ও ইনসাফের আদর্শকে খর্ব করার জন্য একে বাতিল করা প্রয়োজন।

৩। 'ওয়াকফ বাই ইউজার' ধারা বাতিল: ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বারবার 'ব্যবহারকারীর ওয়াকফে'র ধারণাকে স্বীকৃতি দিয়েছে ও তুলে ধরেছে। সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে, কোনও সম্পত্তি দীর্ঘদিন ধরে ধর্মীয় ও দাতব্য কাজে ব্যবহৃত হলে তা বৈধ ভাবে ওয়াকফ হিসেবে ঘোষিত হওয়ার যোগ্য। যদি কোনও দাফতরিক নথি না থাকে, তাহলেও। এই পরিশিষ্টের প্রস্তাবিত অপসারণ বিচার বিভাগীয় রায়কে অমর্যাদা করছে এবং এই ধরনের সম্পত্তিকে রক্ষা করে যে আইনি ভিত্তি তাকেই খর্ব করা হচ্ছে। সাংবিধানিক ভাবে এই পরিশিষ্টের অপসারণ ২৬ ধারাকে লঙ্ঘন করে। এই ধারায় ধর্মীয় সম্প্রদায়কে তাদের নিজস্ব বিষয় পরিচালনার অধিকারকে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। এই অধিকারের মধ্যে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সম্পত্তির স্বীকৃতি ও সংরক্ষণও রয়েছে। এই ধারাকে বাদ দিলে সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিচালনার ক্ষমতা বিনষ্ট হবে। এটা তাদের মৌলিক অধিকারের উপর আঘাত। তাছাড়া, আইন হিসেবে রীতি-রেওয়াজের স্বীকৃতির মধ্যেই 'ব্যবহারকারীর ওয়াকফ' বিষয়টি স্বীকৃত। সংবিধানের ১৩(৩)(এ) ধারায় ধর্মীয় রীতি-রেওয়াজকে আইন হিসেবে স্বীকৃতির ধারণাকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে, আইনের চালিকাশক্তি হল 'রীতি বা অনুশীলন'। এই পরিশিষ্টের অপসারণ শুধুমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের রীতি-নীতিকেই খারিজ করে না, সেই সঙ্গে এই ধরনের সম্পত্তিকে যে আইনগুলি সুরক্ষা দেয় সেগুলিকেও দুর্বল করে দেওয়া হয়। সুতরাং, 'ব্যবহারকারীর ওয়াকফে'র প্রস্তাবিত অপসারণ বাতিল হওয়া উচিত কারণ এটি অসাংবিধানিক এবং সম্প্রদায়ের অধিকার ও ঐতিহ্যের জন্য ক্ষতিকর।

> অদূর ভবিষ্যতে ওয়াকফ গঠনের জন্য কোনও ব্যক্তিকে যোগ্য বিবেচনা করতে সরকারি কর্মকর্তারা 'ধার্মিক মুসলিমের শংসাপত্র' দেবেন। এটি সংখ্যালঘুদের আরও প্রান্তিক করে তোলে এবং মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকারকে খর্ব করে।

৪। ওয়াকফের উদ্দেশ্য পরিবর্তন করতে কেন্দ্র সরকারকে অনুমতি: ওয়াকফের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিবর্তন করতে কেন্দ্র সরকারকে অনুমতি দিচ্ছে প্রস্তাবিত নতুন নিয়ম যা সংবিধানের ২৬ ধারাকে লঙ্ঘন করছে। এই ধারা ধর্মীয় সম্প্রদায়কে তাদের নিজস্ব বিষয় পরিচালনার অধিকারকে সুনিশ্চিত করেছে। এই নতুন নিয়ম ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্বায়ত্তশাসনকে আঘাত করছে এবং মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারকে লঘু করে দিচ্ছে। ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির তাদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী দাতব্য তহবিল পরিচালনার অধিকার রয়েছে। ইসলামি আইনে 'দাতার ইচ্ছা'কে লঙ্ঘন করা যায় না। একবার ওয়াকফ তৈরি হয়ে গেলে এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে পরিবর্তন করা যেতে পারে না। প্রস্তাবিত নিয়ম এই আদর্শের পরিপন্থী। ওয়াকফের উদ্দেশ্য পরিবর্তন করতে এই বিল সরকারকে অনুমোদন দেয়। এর ফলে ধর্মীয় অভিপ্রায় ও ওয়াকফ ট্রাস্টের অধিকারকে খর্ব করা হচ্ছে। অপরিবর্তনীয় দান হিসেবে ওয়াকফের অখণ্ডতাকে হুমকির মুখে ফেলছে এই বিল।

৫। মৌখিক মোতাওয়াল্লি নিয়োগের ইসলামি রীতির অপসারণ: সুপ্রিম কোর্ট ধারাবাহিক ভাবে ধর্মীয় রীতি ও রেওয়াজের সংরক্ষণের বিষয়কে তুলে ধরেছে এবং জোর দিয়েছে। সরকারি নীতির সঙ্গে এই ধরনের অনুশীলনের প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব তৈরি না হলে এগুলিকে সুরক্ষিত রাখা উচিত। মৌখিক ভাবে মুতাওয়াল্লি নিয়োগের ইসলামি রীতির অপসারণ এই আদর্শকে অমর্যাদা করে। সেই সঙ্গে কয়েক শতক ধরে চলে আসা স্বীকৃত, মান্য রীতিকে খর্ব করা হচ্ছে। সাংবিধানিক ভাবে এই পরিবর্তন মুসলিম সম্প্রদায়ের তাদের নিজস্ব বিষয় পরিচালনার অধিকারের উপর আঘাত করছে, অথচ এটি সংবিধানের ২৬ ধারায় সুনিশ্চিত করা হয়েছে। মৌখিক ভাবে মুতাওয়াল্লি নিয়োগ ইসলামি আইন ও মুসলিম সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক অনুশীলনের গভীরে প্রোথিত। পাশাপাশি, ইন্ডিয়ান কন্ট্রাক্ট আইন, ১৮৭২ মৌখিক চুক্তিকে বৈধতা দেয় এবং মৌখিক ভাবে মুতাওয়াল্লি নিয়োগকে আইনি স্বীকৃতি দেয়। এই রীতিকে অপসারণ করা শুধুমাত্র ইসলামি আইনকে লঙ্ঘন করা নয়, সেই সঙ্গে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুশীলনের আইনি সুরক্ষাকবচকে অমর্যাদা করছে।

বইয়ের দুনিয়া

বাংলাতে সিরাত চর্চায় এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন

জহির-উল-ইসলাম

মার্কিন নভোবিজ্ঞানী ও ইতিহাস-গবেষক মাইকেল এইচ হার্ট (জন্ম ২৮ এপ্রিল, ১৯৩২; মৃত্যু ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১১)-এর লেখা বিশ্ব ইতিহাসের সর্বকালের প্রভাবশালী ১০০ মনীষীর ক্রমতালিকা সম্বলিত জীবনীগ্রন্থ 'The 100 A Ranking of the Most influential Persons in History'-এর সঙ্গে সারা বিশ্বের জ্ঞানপিপাসু সচেতন মানুষেরা নিবিড়ভাবে পরিচিত। গ্রন্থকার জন্মসূত্রে একজন ইহুদি ধর্মাবলম্বী হলেও তাঁর এই বিশ্বখ্যাত গ্রন্থে তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.-কে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। এই ব্যাপারে তাঁর যৌক্তিক দাবি হল, 'বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকায় নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মুহাম্মদ সা.-কে আমার পছন্দ কিছু পাঠককে অবাক করে দিতে পারে এবং অন্যদের দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে, কিন্তু ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ উভয় স্তরেই অত্যন্ত সফল ছিলেন।' বিশ্ব মুসলিম এতে বিস্মিত নন। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. ছিলেন সর্বগুণের অধিকারী সর্বযুগের সকল মানুষের অনুসরণযোগ্য একমাত্র মহামানব। পৃথিবীকে শান্তির আলয়ে পরিণত করতে চাইলে, সকল মত ও পথের মানুষের বাসযোগ্যরূপে গড়ে তুলতে হলে চাই মহানবী সা.-এর দেখানো পথ-নির্দেশনা, তাঁর রেখে যাওয়া আলোকবর্তিকা। একথা সত্য অমুসলিম, নাস্তিক, পবিত্র কুরআনে অবিশ্বাসী কিন্তু চিন্তাশীল মানুষদের অন্তরলোকে একটি ভিন্ন চেতনার উন্মেষ ঘটাবে মাইকেল এইচ হার্টের এই সিদ্ধান্ত। তাঁরা ইসলাম-বিদ্বেষীদের তথাকথিত প্রচলিত মনগড়া মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করে নতুনভাবে উদার হৃদয়ে মুক্ত মন ও মনন নিয়ে বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

বিগত দেড় হাজার বছর ধরে বিশ্বের দেশে দেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের কাছে ন্যায়, সত্য, ইনসাফ এবং একত্ববাদের ধারক ও বাহক মানবজাতির সর্বোত্তম আদর্শ মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর মহৎ জীবনের শুভ্র আলোর কিরণ পৌঁছে দেওয়ার জন্য সিরাত গ্রন্থ প্রণেতাবর্গ নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। হযরত মুহাম্মদ সা. ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও ব্যক্তিকে নিয়ে এককভাবে এত বিপুল পরিমাণ গ্রন্থ প্রণয়ন হয়েছে বলে কেউ দাবি করতে পারবেন না। পিছিয়ে নেই আমাদের এই বঙ্গভূমিও। গবেষকদের মতে, বাংলা ভাষায় প্রথম সিরাত গ্রন্থ হল কবি জৈনুদ্দীন রহ. রচিত 'রসুল বিজয়' (১৪৭২-৭৩)। ফারসি ভাষায় রচিত মহানবী সা.-এর একটি জীবনীগ্রন্থের আলোকে পনেরো শতকের কবি জৈনুদ্দীন তাঁর এই কালজয়ী গ্রন্থটি রচনা করেন। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য যেসব সিরাত গ্রন্থ রচিত হয় তার মধ্যে মাওলানা আকরম খাঁর 'মোস্তফা চরিত' (১৯৩২) এবং কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী'-র (১৯৪২) কথা মর্যাদার সঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। এই গ্রন্থ দু'টি উভয়বঙ্গে আজও বহুল পঠিত ও অভাবনীয় জনপ্রিয়। তৎকালীন সময়ে এস ওয়াজেদ আলীর লেখা 'মরুভাস্কর' (১৯৪১) নামক গ্রন্থটিও বোদ্ধা পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছে। অমুসলিম লেখকদের মধ্যে এই ব্যাপারে অনেকেই অভূতপূর্ব অবদান রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে শ্রী কৃষ্ণকুমার মিত্র রচিত 'মহাম্মদ-চরিত ও ইসলাম ধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' (১৮৮১), পবিত্র কুরআনের অনুবাদক গিরিশচন্দ্র সেনের দুই খণ্ডে 'জীবনচরিতমালা' নামক গ্রন্থসমূহের কথা উল্লেখ করতে হয়। উল্লেখ্য 'জীবনচরিতমালা'-র ১ম খণ্ড ১৮৮৬ সালের ২৩ জানুয়ারি এবং ২য় খণ্ড ১৮৮৭ সালের ২৪ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়। এছাড়াও আছে রামপ্রাণ গুপ্তের 'হজরত মোহাম্মদ' (১৯০৪)-এর মতো বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

দেশ বিভাগ-পরবর্তী সময়ে এপার বাংলায় আবদুল আযীয আল-আমান পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা থেকে শুরু করে নজরুল গবেষণা, কথাসাহিত্যের পাশাপাশি সিরাত সাহিত্যেও সমান দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি 'শিশুদের নবী' ও 'ছোটদের মহানবী' নাম দিয়ে দু'টি চমকপ্রদ বই লিখেছেন শিশু-কিশোরদের জন্য। কেবল বাংলা ভাষায় সিরাত বিষয়ক গ্রন্থের তালিকা বৃদ্ধির জন্য নয়, গভীর রসুল প্রেমের আবেগ থেকে অনেকেই রাসুলুল্লাহ্ সা.-এর জীবনী লেখার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে কলম ধরেছেন। এই তালিকায় ওপার বাংলার সমকালীন লেখকদের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি ও গবেষক সৈয়দ আলী আহসান, অধ্যাপক আবু জাফর প্রমুখের নাম উল্লেখ করতে হয়। আর এই বাংলায় একদমই হাল আমলে গভীর রাসুল প্রেমের অনুরাগ থেকে মহিউদ্দিন সরকার লিখলেন— 'রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জীবনচরিত ও ইসলামী সমাজের রূপরেখা' শীর্ষক গ্রন্থটি। লেখক ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্যচর্চার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন। কর্মজীবনে একজন পুলিশ আধিকারিক হয়েও ব্যস্ততম ভিন্নমুখী জীবনে তাঁর কলমের কালি কোনওদিনই শুকিয়ে যায়নি। পড়াশোনার পাশাপাশি সমকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ লিখে গেছেন। তাঁর লেখার একমাত্র উদ্দেশ্য—আদর্শচ্যুত, পথভ্রষ্ট, লাঞ্ছিত-বঞ্চিত মুসলিম মিল্লাতের অন্তত একজন মানুষও যদি ভ্রান্ত পথ পরিহার করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল সা.-এর প্রদর্শিত মহামুক্তির রাজপথে ফিরে আসে। এই ধারার এক উজ্জ্বল ফসল তাঁর এই গ্রন্থটি। গ্রন্থটির মুখবন্ধ লিখেছেন বিশিষ্ট আলেম-ই-দ্বীন শাইখুল হাদীস বহুগ্রন্থ প্রণেতা হযরত মাওলানা আবদুল হামিদ কাশেমী।

> আলোচ্য গ্রন্থে লেখক মদীনা সনদের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তথা এর ৬১টি ধারা তুলে ধরার পাশাপাশি মদীনা সনদের সুফল নিয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। লেখক মনে করেন, 'মদীনা সনদ মহানবী সা.-এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার এক অতুলনীয়, অনন্য উদাহরণ।' তাঁর মতে, 'এই সনদকে ইতিহাসে প্রথম গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্র ও মানবাধিকারের নিশ্চয়তা বিধানকারী এক অমূল্য দলিল হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।'

অন্যান্য সিরাত গ্রন্থের মতো এই গ্রন্থে লেখক রাসুলুল্লাহ্ সা.-এর জন্ম ও জন্মের সময় তৎকালীন আরবের অবস্থা, ধাত্রী-মাতা হালিমার ঘরে বেড়ে ওঠা, সিনা চাক, সিরিয়া গমন, হিলফুল ফুযুল গঠন, খদিজার পাণিগ্রহণ থেকে শুরু করে নবুয়ত লাভ এবং তৎপরবর্তী সময়ে ইসলাম প্রচার-প্রসার ও নানাবিধ বাধা ও সংকট অতিক্রম করে অবশেষে মক্কা বিজয়ের কাহিনি যথাযথভাবে বিধৃত করেছেন। তবে অন্যান্য গ্রন্থ থেকে ব্যতিক্রমী কিছু বৈশিষ্ট্য গ্রন্থটিকে অন্য মাত্রা প্রদান করেছে। যেমন, মদীনায় হিজরতের পর সেখানকার পৌত্তলিক, মুশরিক, ইহুদি ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লক্ষ্যে মদীনা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তা মদীনা সনদ নামে পরিচিত। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক মদীনা সনদের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তথা এর ৬১টি ধারা তুলে ধরার পাশাপাশি মদীনা সনদের সুফল নিয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। লেখক মনে করেন, 'মদীনা সনদ মহানবী সা.-এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার এক অতুলনীয়, অনন্য উদাহরণ।' তাঁর মতে, 'এই সনদকে ইতিহাসে প্রথম গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্র ও মানবাধিকারের নিশ্চয়তা বিধানকারী এক অমূল্য দলিল হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।' এছাড়াও ইসলামের ইতিহাসে অপরিসীম গুরুত্ববাহী হোদাইবিয়ার সন্ধি নিয়েও বেশ কয়েক পৃষ্ঠাজুড়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এই সন্ধির শর্তাবলী মুসলমানদের জন্য গ্লানিকর মনে হলেও পরবর্তীকালে তা তাঁদের কিভাবে বিরাট সাফল্য অর্জনে সহায়তা করে তার সবিস্তার বর্ণনা রয়েছে এই আলোচনায়।

রাসুলুল্লাহ্ সা.-এর যুদ্ধ নীতি নিয়ে লেখক একটি পৃথক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মহানবী সা. মদীনায় বসবাসকালে সাতাশটি যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং ষাটটি সমরাভিযানের আয়োজন করেন। তাঁর যুদ্ধ-নীতির মূল লক্ষ্য ছিল আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা। নারী, শিশু পঙ্গু, রুগ্ন, ধর্মযাজক, পুরোহিতদের ক্ষতিসাধন কিংবা শত্রুপক্ষের বাড়িঘর, গবাদি পশু ফসলের কোনও ক্ষতি না করা। আধুনিক বিশ্বের ক্ষমতাধর রাষ্ট্রনায়কেরা এইসব নীতি-আদর্শের কোনও তোয়াক্কা করে না বলেই সারা বিশ্ব আজ তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলছে। নির্বিচারে নারী-শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা হত্যা করতে অধুনা যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রনায়কদের বিবেককে পীড়া দেয় না।

'বিধর্মীদের প্রতি উদারতা' উপশিরোনামে আর একটি সময়োচিত অনুচ্ছেদ বইটিতে সংযোজিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থটি কেবল নবীজি সা.-এর জীবনীগ্রন্থ নয়, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজব্যবস্থার যে রূপরেখা তিনি প্রদান করে গেছেন সেসব নিয়েও বিস্তর আলোচনা করেছেন লেখক। আমাদের বিশ্বাস আগামীতে তরুণ প্রজন্মকে নতুনভাবে সিরাত সাহিত্য চর্চায় উদ্দীপনা সঞ্চার করবে মহিউদ্দিন সরকারের গ্রন্থটি।

কাঁকড়াঝোড়ের পাঁচালী: নিবিড় পাঠ

সেখ সাব্বির হোসেন

অরণ্য সুন্দরী ঝাড়গ্রাম প্রকৃতিপ্রেমিক মানুষকে গভীরভাবেই টানে। তার লীলাময়ী রূপ মানুষকে প্রেমিক করে তোলে। নাগরিক জীবনের যন্ত্রণা, হতাশার মাঝে অরণ্য তার প্রাণে শান্তির আরাম দেয়।। মনে আনে শীতলতা, প্রাণে আনে কোমলতা। এই ঝাড়গ্রামের একটি গ্রাম হল কাঁকড়াঝোড়। দলমা রেঞ্জের পাহাড়ময় বনভূমি যার মধ্যে বিচিত্র গোষ্ঠী কত আদিবাসী মানুষের বাস। শান্ত স্বাভাবিক একটা অঞ্চলে মাওবাদী আক্রমণের বীভৎস রাজনৈতিক বৃত্তে একদা অস্থির পরিবেশে পরিণত হয়েছিল। এখন অনেকটাই শান্ত। প্রকৃতির টানে লেখক বারবার কাঁকড়াঝোড়ে গিয়েছেন। অনুসন্ধিৎসু গবেষকের দৃষ্টি নিয়ে উপলব্ধি করেছেন এলাকার বাসিন্দাদের জীবন-জীবিকা, চাষবাস, খাদ্যাভাস, বনজ ও প্রাণিসম্পদ, স্থানীয় উৎসব-পার্বণ, আচার অনুষ্ঠান। লোক-গবেষকের দৃষ্টি নিয়ে সেখানকার লোকগান, ছড়া, লোককথা, লোকনৃত্য, প্রবাদ, ধাঁধাকে তুলে ধরেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সরস বিশ্লেষণে পাঠককে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছেন।

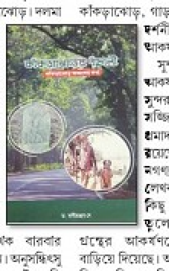

এই অঞ্চলের ঝুমুর গান (ভাদুরিয়া, দরবারি, খেমটা, টাঁড়, পাতাশিলা, ছৌ), বিহার গান, পাতা নাচের গান, টুসু গান, ভজনার গান, বারোমাস্যা ইত্যাদি গানের বৈচিত্র মনকে দোলা দেয় সহজেই। এই অঞ্চলের বীরহোড়, কুর্মি, সাঁওতাল, ভূমিজ, মুন্ডা, লোধা ও খাড়িয়া, আহির বাগাল, মাহালী ইত্যাদি বিভিন্ন জনজাতির বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনাচরণের ইতিহাস, তাদের সংস্কারকে তুলে ধরেছেন লেখক। ময়ূর ঝর্ণা, চাঙ্গিকুসুম, আম ঝর্ণা, খাদান ডুংরী, কানাই সার, ঘড়ি পাহাড়, কানি মন্ডলী, মাকড় ভুলা, জামাই মারি, লালজল, খাপা রানী বাঁধ, ঘাঘরা জলপ্রপাত, কাঁকড়াঝোড়, গাড়রাসিনি ইত্যাদি দর্শনীয় স্থানের আকর্ষণ অতুলনীয়। সুন্দর ফন্টে, আকর্ষণীয় প্রচ্ছদে এবং সুন্দর পৃষ্ঠাতে গ্রন্থটি সজ্জিত। গ্রন্থে মুদ্রণ প্রমাদ কয়েক স্থানে রয়েছে। তবে তা খুবই নগণ্য। গ্রন্থের শেষে লেখক ওই অঞ্চলের কিছু মনোহারী চিত্র তুলে ধরেছেন তা গ্রন্থের আকর্ষণকে কয়েকগুন বাড়িয়ে দিয়েছে। আবার প্রত্যেকটি চিত্রের নিচে কাব্যিক ব্যাখ্যা সত্যি অতুলনীয়।

পরিশেষে বলতে হয়, বর্তমানে অরণ্য সুন্দরী ঝাড়গ্রাম মানুষকে আকৃষ্ট করছে প্রবলভাবে। সে আকর্ষণেই ভ্রমণপিপাসু মানুষেরা ভিড় জমাচ্ছে ঝাড়গ্রামে --- কাঁকড়াঝোড়। এই গ্রন্থ সাহিত্যের, লোকসংস্কৃতির গবেষকদের যেমন আকৃষ্ট করবে তেমনি ভ্রমণপিপাসু পাঠকদেরও আকৃষ্ট করবে, তাদের প্রাণের রসদ যোগাবে এই আশা রাখি।

কাঁকড়াঝোড়ের পাঁচালী
- অধ্যাপক ড. বাণীরঞ্জন দে
- অমিত্রাক্ষর পাবলিশার্স
- মূল্য- ৩৫০ টাকা

এত অস্ত্র কোথায় পাচ্ছে ইসরাইল?

গতবছরের ৭ অক্টোবর থেকে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় নির্বিচারে আগ্রাসন চালাচ্ছে ইসরাইল। এতে গাজা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। দীর্ঘ এই সময়ে ৪০ হাজার ৮৭৮ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ৯৪ হাজার ৪৫৪ জন। আরও নিখোঁজ রয়েছে বহু সংখ্যক মানুষ। দীর্ঘ ১১ মাস ধরে চলমান এই যুদ্ধে বিপুল অস্ত্রের প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু এত অস্ত্র কোথায় পায় ইসরাইল?

যুক্তরাষ্ট্র

ইসরাইল সবচেয়ে বেশি মারণাস্ত্র সহায়তা পেয়ে আসছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে থেকে। স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (এসআইপিআরআই) তথ্য অনুসারে, ২০১৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ইসরাইলের প্রধান প্রচলিত অস্ত্র আমদানির ৬৯ শতাংশই এসেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে।

যুক্তরাষ্ট্র ১০ বছর মেয়াদি একটি চুক্তির আওতায় ইসরাইলকে ৩ দশমিক ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বার্ষিক সামরিক সহায়তা দিয়ে থাকে। এর উদ্দেশ্য ইসরাইলকে তার প্রতিবেশী দেশগুলোর চেয়ে গুণগত সামরিক শক্তিতে এগিয়ে রাখা।

মার্কিন গণমাধ্যম গত মার্চে জানায়, গাজা যুদ্ধ শুরুর পর থেকে তখন পর্যন্ত বাইডেন প্রশাসন চুপিসারে ইসরাইলের কাছে ১০০টির বেশি ধাপে সামরিক সরঞ্জাম বিক্রি করেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এর মূল্য ডলারের হিসেবে এমন পরিমাণ ছিল, যে ক্ষেত্রে কংগ্রেসকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানোর দরকার হয় না।

এসব অস্ত্রের মধ্যে হাজার হাজার গাইডেড বোমা, ছোট ব্যাসের বোমা, বাংকার বাস্টার ও ছোট অস্ত্র ছিল বলে জানা গেছে।

জার্মানি

যুক্তরাষ্ট্রের পর ইসরাইলে সবচেয়ে বেশি অস্ত্র রফতানি করে জার্মানি। এসআইপিআরআইয়ের তথ্যমতে, ২০১৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ইসরাইলে যে অস্ত্র আমদানি করেছে, তার ৩০ শতাংশ জার্মানির।

২০২২ সালে ইসরাইল তিনটি উন্নত ডাকার শ্রেণির ডিজেলচালিত সাবমেরিন কিনতে জার্মানির সঙ্গে ৩৩০ কোটি মার্কিন ডলারের (৩ বিলিয়ন ইউরো) একটি চুক্তি করে। এগুলো ২০৩১ সালের পর থেকে সরবরাহ করা হতে পারে।

বর্তমানে ইসরাইলি নৌবাহিনী জার্মানির নির্মিত ডলফিন শ্রেণির সাবমেরিন ব্যবহার করে। এগুলোর স্থলে তারা ডাকার শ্রেণির ডিজেলচালিত সাবমেরিন ব্যবহার করবে।

গত বছর ইসরাইলের কাছে ইউরোপীয় দেশটির অস্ত্র বিক্রির আর্থিক মূল্য ছিল ৩৬ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলার (৩২ কোটি ৬৫ লাখ ইউরো)। ২০২২ সালের তুলনায় তা ১০ গুণ বেশি। গত বছরের ৭ অক্টোবরের হামলার পরই এই অস্ত্র রফতানি লাইসেন্সগুলোর বেশির ভাগ মঞ্জুর করা হয়েছিল।

জার্মান সরকার গত জানুয়ারিতে বলেছিল, বিক্রির প্যাকেজে ৩০ কোটি ৬৪ লাখ ইউরোর সামরিক সরঞ্জাম ও ২ কোটি ১০ লাখ ইউরোর যুদ্ধাস্ত্র রয়েছে।

জার্মানির ডিপিএ নিউজ এজেন্সির তথ্যমতে, পরে ৩ হাজারটি বহনযোগ্য অ্যান্টি-ট্যাংক অস্ত্র এবং স্বয়ংক্রিয় বা আধা স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রের জন্য ৫ লাখ গুলি বিক্রির বিষয়টি প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত হয়।

ইতালি

ইসরাইলে অস্ত্র রফতানির দিক থেকে ইতালির অবস্থান তৃতীয়। তবে এসআইপিআরআইয়ের তথ্যমতে, ২০১৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ইসরাইলে যত অস্ত্র আমদানি করেছে, তার শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ ইতালির। আমদানি করা অস্ত্রসহ সামরিক সরঞ্জামের মধ্যে হেলিকপ্টার ও নৌ আর্টিলারি অন্তর্ভুক্ত থাকার বিষয়টি জানা যায়।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী দ্য ক্যাম্পেইন এগেইনস্ট আর্মস ট্রেড (সিএএটি) বলছে, ২০২২ সালে ইসরাইলের কাছে ইতালির সামরিক পণ্যের রফতানি ও লাইসেন্সের মূল্য ছিল ১ কোটি ৭০ লাখ ইউরো (১ কোটি ৮৮ লাখ মার্কিন ডলার)।

ইতালির অর্থবিষয়ক একটি সাময়িকী দেশটির জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যের বরাত দিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এ প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৩ সালে ইসরাইলের কাছে ইতালির অস্ত্র ও গোলাবারুদ বিক্রির অর্থমূল্য ছিল ১ কোটি ৩৭ লাখ ইউরো।

যুক্তরাজ্য

২০২৩ সালের ডিসেম্বরে যুক্তরাজ্য সরকার বলেছিল, ২০২২ সালে ইসরাইলের কাছে ব্রিটিশ সামরিক পণ্যের রফতানি অপেক্ষাকৃত কম ছিল। এর পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ২০ লাখ পাউন্ড (৫ কোটি ৫০ লাখ ডলার)।

যুক্তরাজ্যের ডিপার্টমেন্ট ফর বিজনেস অ্যান্ড ট্রেডের নথি অনুসারে, এ সংখ্যা ২০২৩ সালে ১৮ দশমিক ২ মিলিয়ন পাউন্ডে নেমে আসে।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ২০২৪ সালের ৩১ মের মধ্যে ইসরাইলে সামরিক পণ্য বিক্রির জন্য ৪২টি রফতানি লাইসেন্স ইস্যু করে যুক্তরাজ্য সরকার। আর এই সময়ে বিদ্যমান লাইসেন্স ছিল ৩৪৫টি।

যুক্তরাজ্যের ডিপার্টমেন্ট ফর বিজনেস অ্যান্ড ট্রেড বলেছে, লাইসেন্সের আওতায় থাকা সামরিক সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে সামরিক বিমান, সামরিক যান ও যুদ্ধ নৌযানের উপাদান।

ব্রিটিশ চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সিএএটি বলেছে, যুক্তরাজ্য ২০০৮ সাল থেকে ইসরাইলের কাছে অস্ত্র বিক্রির জন্য মোট ৫৭ কোটি ৬০ লাখ পাউন্ডের রফতানি লাইসেন্স দিয়েছে। এর বেশির ভাগই ছিল যুদ্ধবিমানে ব্যবহৃত উপাদানের জন্য।

চলতি সেপ্টেম্বরে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামি গাজায় ইসরাইলি সামরিক অভিযানে ব্যবহৃত হয়; এমন সামগ্রীর জন্য দেওয়া প্রায় ৩০টি রফতানি লাইসেন্স অবিলম্বে স্থগিত করার ঘোষণা দেন।

ইসরাইলের প্রতিরক্ষা শিল্প

যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় ইসরাইল নিজস্ব প্রতিরক্ষাশিল্প গড়ে তুলেছে। তারা এখন বিশ্বের নবম বৃহত্তম অস্ত্র রফতানিকারক। এ ক্ষেত্রে তারা বড় পরিসরের হার্ডওয়্যারের পরিবর্তে উন্নত প্রযুক্তিগত সামরিক পণ্যগুলোর ব্যাপারে গুরুত্ব দিচ্ছে।

এসআইপিআরআইয়ের তথ্যমতে, ২০১৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বৈশ্বিক অস্ত্র বিক্রিতে ইসরাইলের অবদান ২ দশমিক ৩ শতাংশ। ইসরাইলের কাছ থেকে অস্ত্র আমদানিকারক প্রধান তিনটি দেশ হলো ভারত (৩৭ শতাংশ), ফিলিপাইন (১২ শতাংশ) ও যুক্তরাষ্ট্র (৮ দশমিক ৭ শতাংশ)।

ইসরাইলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, ২০২৩ সালে ইসরাইলের প্রতিরক্ষাসামগ্রী রফতানির পরিমাণ ছিল ১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি।

এই রফতানির মধ্যে আছে আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা (৩৬ শতাংশ), রাডার ও ইলেকট্রনিক যুদ্ধব্যবস্থা (১১ শতাংশ), ফায়ার ও অস্ত্র উৎক্ষেপণ সরঞ্জাম (১১ শতাংশ) এবং ড্রোন ও এভিওনিক্স (৯ শতাংশ)।

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে, অর্থাৎ গাজা যুদ্ধ শুরুর ঠিক আগে ইসরাইলের কাছ থেকে অত্যাধুনিক অ্যারো ৩ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা কিনতে ৩৫০ কোটি ডলারের একটি চুক্তিতে সম্মত হয় জার্মানি। এটি দূরপাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র রুখতে ব্যবহৃত হয়।

ইসরাইলে মার্কিন সামরিক মজুত

১৯৮৪ সালে ইসরাইলে মার্কিন অস্ত্রের একটি বড় ভান্ডার স্থাপন করে যুক্তরাষ্ট্র। আঞ্চলিক সংঘাতের সময় যাতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় অবস্থানরত মার্কিন সেনাদের দ্রুত এখান থেকে অস্ত্র সরবরাহ করা যায়, সে জন্যই ভান্ডারটি স্থাপন করা হয়। পাশাপাশি জরুরি পরিস্থিতিতে ইসরাইলকে দ্রুত অস্ত্র দেওয়াটাও এই ভান্ডার স্থাপনের একটি উদ্দেশ্য।

গাজা যুদ্ধ শুরুর পর একই ভান্ডার থেকে ইসরাইলকে অস্ত্র সরবরাহ করা হয় বলে জানা গেছে।

মংডু শহরে চলছে তুমুল লড়াই

সীমান্তে পালানোর অপেক্ষায় ৫০,০০০ রোহিঙ্গা

গত সাত দিনে বাংলাদেশে ১৪ হাজার রোহিঙ্গার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এই নিয়ে বাংলাদেশে এখন ১২ লক্ষ রোহিঙ্গা আশ্রয় নিয়ে আছেন। মায়ানমারে বিদ্রোহী গোষ্ঠী ও সামরিক জান্তার মধ্যে সংঘাত যত জোরালো হচ্ছে, ততই রাখাইনের রোহিঙ্গারা দলে দলে ঢুকছে টেকনাফ উখিয়ায়।

মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যের মংডু থেকে নাফ নদী পাড়ি দিয়ে নতুন করে রোহিঙ্গারা দলে দলে বাংলাদেশে ঢুকে পড়ছে। দালালের মাধ্যমে রোহিঙ্গারা নৌকায় চড়ে টেকনাফ সীমান্ত পাড়ি দিচ্ছে। অনুপ্রবেশ করা রোহিঙ্গারা আশ্রয় নিচ্ছেন জেলার বিভিন্ন আশ্রয়শিবিরে। সীমান্তের একাধিক সূত্র জানায়, গত সাত দিনে ১৪ হাজার টেকনাফ ও উখিয়ার বিভিন্ন আশ্রয়শিবিরে ঠাঁই নিয়েছে তারা। বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের জন্য মংডু সীমান্তে জড়ো হয়েছে আরও ৬০-৭০ হাজার রোহিঙ্গা। নাফ নদী ও সীমান্তে বিজিবি ও কোস্টগার্ড বাহিনীর কড়া নজরদারির মধ্যেও বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গার অনুপ্রবেশের ঘটনায় উদ্বিগ্ন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। সীমান্তের একাধিক সূত্র জানায়, কয়েক দিন ধরে রাখাইন রাজ্যের মংডু টাউনশিপের চলমান যুদ্ধ তীব্র হচ্ছে। রবিবার সন্ধ্যা থেকে সোমবার বেলা ১১টা পর্যন্ত সরকারি বাহিনীর সঙ্গে দেশটির সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মির (এএ) লড়াই চলছে। মংডু টাউনে থাকা সেনা ও বিজিবির দুটি ব্যারাক (ব্যাটালিয়ন) দখলের জন্য মরিয়া আরাকান আর্মি। গোলাগুলির পাশাপাশি দুই পক্ষ থেকে ছোড়া হচ্ছে মর্টার শেল, গ্রেনেড-বোমা। মাঝেমধ্যে ড্রোন হামলাও চালানো হচ্ছে। মংডু টাউনের পাশে লাগোয়া পাঁচটি গ্রাম সুধাপাড়া, মংনিপাড়া, সিকদারপাড়া, উকিলপাড়া, নুরুল্লাপাড়া দখল করে ৫০-৬০ হাজার রোহিঙ্গাকে উচ্ছেদ করেছে বিদ্রোহী আরাকান আর্মি। মংডুসহ আশপাশের রাখাইন রাজ্যে বর্তমানে তিন লাখের বেশি রোহিঙ্গা রয়েছে।

টেকনাফের নয়াপাড়া আশ্রয়শিবিরে (ক্যাম্প-২৪) ঠাঁই নিয়েছে মংডু থেকে পালিয়ে আসা কয়েক শ রোহিঙ্গা। পাশের জালিমুরা, মুছনীসহ কয়েকটি আশ্রয়শিবিরেও ঠাঁই নিয়েছে অন্তত এক হাজার রোহিঙ্গা। বেশির ভাগই নারী এ শিশু। রবিবার বিকেলে নয়াপাড়া আশ্রয়শিবিরে ই-ব্লকে পাওয়া যায় অন্তত ১৬০ জন রোহিঙ্গাকে। সবার বাড়ি মংডুর দলিয়াপাড়া ও সুদাপাড়াতে। দলের একজন হাকিম আলী (৫১) বলেন, ৪ সেপ্টেম্বর রাতে নৌকায় নাফ নদী অতিক্রম করে তিনি এই আশ্রয়শিবিরে ঢুকেছেন। সঙ্গে স্ত্রী, পাঁচ ছেলে ও দুই মেয়ে। ওঠেন এক আত্মীয়ের ঘরে। গাদাগাদি করে থাকছেন সবাই। নাফ নদী পারাপারে টেকনাফের দালালদের দিতে হয়েছে মাথাপিছু পাঁচ লাখ কিয়েত (মিয়ানমারের মুদ্রা, ১৮ কিয়েতে ১ টাকা)। এক নৌকায় ১০-১২ জন আসা যায়। রেহেনা বেগম (৪৫) নামের আরেক রোহিঙ্গা নারী বলেন, মংডুতে জান্তা সরকারের সঙ্গে আরাকান আর্মির লড়াই আরও তীব্র হয়েছে। মর্টার শেলের আঘাতে তাঁর বাড়ি বিধ্বস্ত হয়। স্বামীও নিখোঁজ। তিন সন্তান নিয়ে তিনি পাঁচ দিন আগে টেকনাফে পালিয়ে আসেন। তারপর ওই আশ্রয়শিবিরে ঠাঁই নেন। তাঁদের মাথাপিছু পাঁচ লাখ কিয়েত করে দিতে হয়েছে।

নয়াপাড়ার আশ্রয়শিবিরের ই-ব্লকের অন্তত ৩৪টি ঘরে তিন শতাধিক রোহিঙ্গা ঠাঁই নিয়েছে জানিয়ে ওই ব্লকের রোহিঙ্গা নেতা নুরুল আলম বলেন, কমবেশি সব রোহিঙ্গা দালালের মাধ্যমে আশ্রয়শিবিরে পৌঁছায়। মংডুর পশ্চিমে চার কিলোমিটার প্রস্থের নাফ নদীর এপারে বাংলাদেশের টেকনাফ উপজেলা।

উখিয়ার লম্বাশিয়া, কুতুপালং, বালুখালী আশ্রয়শিবিরেও কয়েক হাজার রোহিঙ্গা ঢুকে পড়েছে। লম্বাশিয়া আশ্রয়শিবিরের একটি আস্তানায় কথা হয় তিন দিন আগে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা সৈয়দ করিম ও হাবিব উল্লাহর সঙ্গে। হাবিব উল্লাহ (৪৫) বলেন, মর্টার শেলের আঘাতে তাঁদের ঘর পুড়ে গেছে ১১ দিন আগে। এরপর পাশের প্যারাবনে লুকিয়ে ছিলেন কয়েক দিন। সাত দিন অপেক্ষার পর বাংলাদেশে পালিয়ে আসার নৌকা পেয়েছেন তাঁরা।

টেকনাফ ও উখিয়ার বিভিন্ন আশ্রয়শিবিরে গত রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ১২ থেকে ১৪ হাজার রোহিঙ্গা ঠাঁই নিয়েছেন জানিয়ে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (আরআরআরসি) যুগ্ম সচিব মুহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন, নতুন করে আসা রোহিঙ্গারা আশ্রয়শিবিরগুলোতে থাকা আত্মীয়-স্বজনের (পুরোনো রোহিঙ্গা) ঘরে আছেন। তাঁদের মধ্যে গুলিবিদ্ধ ও আহত রোহিঙ্গাও আছেন। তাঁদের আশ্রয়শিবিরে চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। নতুন আসা রোহিঙ্গাদের আবাসন নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। গত মঙ্গলবার পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, তখন পর্যন্ত আট হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছে। অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।

সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) কক্সবাজার শাখার সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান বলেন, নাফ নদী ও সীমান্তে কড়াকড়ির পরও রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ স্থানীয় মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও উদ্বেগের সৃষ্টি করছে। রাখাইন রাজ্যে বর্তমানে এখনো পাঁচ লাখের বেশি রোহিঙ্গা আছে। তারাও যদি বাংলাদেশে চলে আসে, তাহলে নতুন সংকট দেখা দেবে। যেকোনো মূল্যে অনুপ্রবেশ ঠেকানো দরকার।

বর্তমানে উখিয়া ও টেকনাফের ৩৩টি আশ্রয়শিবিরে নিবন্ধিত রোহিঙ্গার সংখ্যা সাড়ে ১২ লাখ। এর মধ্যে আট লাখ এসেছে ২০১৭ সালের ২৫ আগস্টের পরের কয়েক মাসে। গত সাত বছরে একজন রোহিঙ্গাকেও মায়ানমারে ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়নি। রোহিঙ্গাদের অধিকার সংগঠন 'আরাকান সোসাইটি ফর পিস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটসের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ জুবায়ের বলেন, জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় রোহিঙ্গা সংকটের গুরুত্ব দিচ্ছে না। এ কারণে নতুন করে আরও রোহিঙ্গার অনুপ্রবেশ ঘটছে। রাখাইন রাজ্যে আরাকান আর্মি ও জান্তা বাহিনী লড়াইয়ে রোহিঙ্গারা নির্মূল হচ্ছে। লড়াই বন্ধে আন্তর্জাতিক মহলের কঠোর হস্তক্ষেপ দরকার। টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আদনান চৌধুরী বলেন, সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটছে। অনুপ্রবেশের সময় বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গাকে নাফ নদী থেকে পুনরায় মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। অনুপ্রবেশ ঠেকাতে নাফ নদী ও সীমান্তে টহল জোরদার করা হয়েছে।

মনের সমস্যা কেন বেড়ে চলেছে ভারতের ডাক্তারি পড়ুয়াদের মধ্যে?

ভারতে ডাক্তারি শিক্ষার নিয়ামক সংস্থা এনএমসি-র এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, মনের বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছেন স্নাতক স্তরের ২৭.৮ শতাংশ এবং স্নাতকোত্তর স্তরের ১৫.৩ শতাংশ ডাক্তারি পড়ুয়া। এই রকম মানসিক সমস্যার কারণ হিসাবে যে সব বিষয় এই সমীক্ষায় উঠে এসেছে, তার মধ্যে রয়েছে ডাক্তারি পড়ার জন্য লোন কিংবা ধার, র‍্যাগিং, হস্টেল এবং গোপনীয়তা রক্ষার অভাবের বিষয়গুলি। ডাক্তারি পড়ুয়াদের মধ্যে এই ধরনের মনের সমস্যার বিষয়টি নিয়ে কী বললেন মনোবিদ **রুমঝুম ভট্টাচার্য**? এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন **বিশ্বজিৎ ঘোষ**

■ মনের বিভিন্ন সমস্যায় আক্রান্ত কেন হচ্ছেন এ দেশের বহু ডাক্তারি পড়ুয়া?

সাধারণভাবেই মানুষের মধ্যে মানসিক সমস্যা আগের থেকে বেড়েছে। তার জন্য বিভিন্ন আর্থসামাজিক কারণ দায়ি। আবার বলা চলে, আগের থেকে সচেতনতা বাড়ায় রোগনির্ণয় আগের থেকে বেড়েছে। মানুষ প্রয়োজনে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে, সাধারণ মানুষের তুলনায় হবু ডাক্তারদের মধ্যে মানসিক রোগ অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে। কারণ হিসাবে সমীক্ষায় যা উঠে আসছে তার মধ্যে অন্যতম হল পেশা সংক্রান্ত চাপ। প্রথমত ভারতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ডাক্তারি পড়তে পারার সুযোগ পাওয়াটাই বেশ খানিকটা মানসিক চাপের মধ্যে ফেলে পড়ুয়াদের। তার পর পড়তে ঢুকে পাহাড় প্রমাণ সিলেবাসের মুখোমুখি হন তাঁরা। দীর্ঘ দিন কোনও বিনোদন বা বিষয় বহির্ভূত কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকার ফলে মানসিক অবসাদ আসতে পারে। পড়ার চাপ থাকায় ঘুম ঠিক মতো হয় না, প্রাত্যহিক জীবনে শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। এই সব কারণেও ডাক্তারি পড়ুয়াদের মধ্যে অবসাদ দেখা দিতে পারে। প্রাইভেট কলেজে পড়ার ব্যয় বহনও তাঁদের মানসিক অবসাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়া হস্টেলে নেশা করার অভ্যাস তৈরি হলেও মানসিক রোগ হতে পারে।

■ এই ধরনের পরিস্থিতি থেকে মুক্তির উপায় কী হতে পারে?

প্রথমত নিয়মিত ব্যায়াম বা শরীর চর্চা জরুরি। নেশা বন্ধ করতে হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুম অত্যন্ত জরুরি। মানসিক রোগের লক্ষণ সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। অসুবিধা হচ্ছে বুঝলে প্রফেশনাল হেল্প নিতে কুণ্ঠা বোধ করলে চলবে না। ওষুধ ও কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে অবসাদ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

■ মনের সমস্যা কেন বেড়ে চলেছে?

মনের সমস্যা বাড়ার জন্য বিভিন্ন কারণ কাজ করছে। অর্থনৈতিক কারণ ধরলে কর্মসংস্থানের অভাব এবং মূল্যবৃদ্ধি একটা বড় কারণ। তা ছাড়া সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাবও অনেক ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে। মানুষের একাকিত্ব বেড়েছে। সামনাসামনি যোগাযোগ বন্ধ করে ভার্চুয়াল জগতে মানুষ নিজেকে নিয়োজিত করেছে। ফলে অতিরিক্ত স্ক্রিনটাইম অনিদ্রা ও অবসাদ ডেকে আনছে। ভোগবাদী অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল মানুষকে বস্তুবাদী করে তুলেছে। ফলে প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে থেকে যে প্রশান্তি আসে তার থেকে ক্রমাগত বঞ্চিত হয়ে পড়ছে ব্যক্তি মানুষ। নিয়ম নিষ্ঠার অভাব, নৈতিক অবক্ষয়, প্রতিযোগিতার পরিমণ্ডল মানুষকে ক্রমশ মানসিকভাবে দীন ও দুর্বল করে তুলছে।

■ শরীরের অসুখের তুলনায় মনের অসুখ কি বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে, শরীরের অসুখ ও মনের অসুখ, দু'টি ক্ষেত্রেই সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত। শরীরের যত্ন নিলে যেমন মন ভালো থাকে তেমনই মনের যত্ন নিলে শরীর সুস্থ থাকার সম্ভাবনা বাড়ে। সমস্যাটি হল শরীরের অসুখগুলির সম্বন্ধে আমরা যতটা সচেতন, মনের অসুখ সম্বন্ধে ততটা সচেতন নই। তাই অনেক ক্ষেত্রেই রোগ যখন বাড়াবাড়ির পর্যায় যায় তখনই আমরা চিকিৎসার কথা ভাবি।

ওয়াকফ: ল' বোর্ডের নেতৃত্বে লড়াইয়ের অঙ্গীকার কলকাতায়

পুবের কলম প্রতিবেদক: নয়া ওয়াকফ বিল ও করণীয় নিয়ে কলকাতায় কনভেনশন করল অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড। মঙ্গলবার এন্টালির প্রসাদ স্কোয়ারে 'ওয়াকফ সুরক্ষা কনভেনশন'-এ লোকসভায় পেশ হওয়া নয়া ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের ডাক দেওয়া হয়। এই কনভেনশনে বোর্ডের সদস্য অন্যান্য বিশিষ্টজনদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গণশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি এবং সারাবাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, রাজ্য জামাআতের সভাপতি ডা. মসিহুর রহমান, আহলে হাদিস সংগঠনের মারুফ সালফি-সহ বহু বিশিষ্টজন। সবাই ল' বোর্ডের ব্যানারে আন্দোলনের অঙ্গীকার করেন।

এই কনভেনশনে সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রের বিজেপিকে 'শয়তান নম্বর এক' বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন বিজেপির পূর্বে কেউ এই ধরনের উদ্যোগ আগে নেয়নি। তবে মুসলমানের সঙ্গে বিজেপির এই ধরনের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ সমস্ত শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমরা শিবসেনার জমি বা রামকৃষ্ণ মিশনের জায়গা চাইছি না। আমরা নিজেদের সম্পত্তি রক্ষার কথা বলছি। তিনি বিজেপি সরকারের ওয়াকফ নীতির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে আন্দোলনের কথা বলেন।

ওয়াকফ বিলের নানান দিক নিয়ে একটি পুস্তিকার উদ্বোধনে পার্সোনাল ল'বোর্ডের নেতৃত্ব ও বিশিষ্টরা। ছবি-সন্দীপ সাহা

অন্যদিকে মুহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, মোদি আজ্ঞে বিল আনতে পারেনি তাই বুরা দিন আনার চেষ্টা করছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াকফ সংশোধনী বিলের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে ওয়াকফ আইনকেই ধ্বংস করার চক্রান্ত করেছে বিজেপি সরকার। অনেকেই আপশোস করেছেন, আমরা লড়তে পারি না। আমার মনে হয় আমজনতা ঘুমিয়ে নেই। ঘুমিয়ে আছেন নেতারা। কামরুজ্জামান প্রস্তাব দেন, সভা-সমিতির পাশাপাশি সমগ্র ভারতের বড় বড় শহরে এই বিলের বিরুদ্ধে মিছিলের ডাক দেওয়া হোক। পাশাপাশি তিনি বলেন, নেতৃত্ব চাইলে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের ব্যানারে এক সপ্তাহের প্রস্তুতিতে কলকাতা শহরে লাখো লাখো জনতার জমায়েত করে সারা ভারতে মেসেজ দিতে চাই মোদি সরকার যাতে মনে না করে মুসলমানরা মরে গিয়েছেন।

এ দিন বলেন, এর পূর্বে পার্লামেন্টে তালাক বিল-সহ বিভিন্ন বিলের ক্ষেত্রে সেক্যুলার দলগুলি ওয়াক-আউট করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিল পাসে বিজেপিকে সাহায্য করেছে। তাই সাবধানী হতে বলেন তিনি। একইভাবে বিলের বিরোধিতার কথা বলেন রাজ্য জামাআতের সভাপতি ডা. মসিহুর রহমান। মানুষকে সচেতন করা ও ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ডাক দেন তিনি। পরবর্তী সময়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপর আঘাত হানতে পারে সরকার বলে মন্তব্য করেন এসকিউআর ইলিয়াস। বিভিন্ন মিডিয়ায় ওয়াকফ নিয়ে মিথ্যাচার চলছে বলে অভিযোগ করে কাউন্টার ন্যারেটিভ তৈরির কথা বলেন তিনি।

অন্যদিকে আনোয়ার আহমেদ কাসেমী, মুফতি জায়েদ কাসেমী, মাওলানা জাফর রহমানী, শিয়া নেতা হাসান মেহেদী, সকলেই ওয়াকফ আইনে বদল রুখতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ লড়াই করার কথা বলেন। হাসান মেহেদী বলেন, সরকার ভাবছে মুসলিমরা ঘুমিয়ে আছে, তাই ল' বোর্ডের নেতৃত্ব ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের মাধ্যমে ওয়াকফ বাঁচানোই হবে আমাদের প্রধানতম কাজ। অন্যদিকে, মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করার কথা বলেন বোর্ডের মহিলা সদস্য উজমা আলম, সাবুরি হাফিজ ও নূর জাহান সাকিল প্রমুখ।

আর জি কর নিয়ে যা বলার মুখ্যমন্ত্রী বলবেন, সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভায়

পুবের কলম প্রতিবেদক: আর জি কর-কাণ্ড নিয়ে উত্তাপের মাঝে প্রশাসন ও দলের সদস্যদের আচরণ নিয়ে সতর্ক পদক্ষেপ নবান্নের। মঙ্গলবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ নিয়ে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। আর জি কর নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্ত্রী মুখ খুলবেন না। এ নিয়ে যা বলার একমাত্র মুখ্যমন্ত্রীই বলবেন। এই মর্মে সকলকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। আসলে সাম্প্রতিক সময়ে দলের অনেকের মন্তব্য নতুন নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে, যা মোটেই ভালোভাবে নিচ্ছে না আমজনতা। আর তা নিয়ে সতর্ক মুখ্যমন্ত্রী। তাই অযাচিত বিতর্ক এড়াতে তাঁর এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে।

কখনও জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের সঙ্গে চিনের জুতো শ্রমিকদের ধর্মঘটের তুলনা, কখনও আন্দোলনকারীদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব করা অথবা তদন্ত নিয়ে নিজেদের ধারণা প্রকাশ, নানা সময়ে

দলের একাধিক নেতার মন্তব্যে যথেষ্ট শোরগোল পড়েছে। বিরোধীরা সেই বিতর্ককে আরও উসকে দিয়েছেন। জনতার প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছেন তাঁরা। যার জেরে এই মুহূর্তের সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে অত্যন্ত সাবধানী পদক্ষেপ নিল রাজ্য প্রশাসন।

অন্যদিকে, আর জি কর-কাণ্ডের আবহে শিশুদের উপর যৌননির্যাতনের অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তিতে তৎপর হল রাজ্য সরকার। নবান্নে রাজ্যে পাঁচটি বিশেষ পকসো আদালত তৈরির প্রস্তাব অনুমোদন করেছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক বসে। সেখানেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। রাজ্যে ইতিমধ্যে ৬২টি পকসো আদালত রয়েছে। এর মধ্যে ৬টি ই-আদালত। নতুন আদালতগুলি তৈরি হলে পকসো আদালতের সংখ্যা বেড়ে হবে ৬৭। বৈঠকের পর রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, রাজ্যে শিশুদের উপর যৌননির্যাতনের একটি ঘটনাও যেন না ঘটে তা নিশ্চিত করতে দ্রুত বিচার দিতে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আগামী দিনে রাজ্যে আরও এ-ধরনের ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট তৈরি করা হবে। বিভিন্ন দফতরের কাজের বিষয়েও এ দিন কিছুটা আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

স্বাস্থ্য ভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ চালাচ্ছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। ছবি-সন্দীপ সাহা

মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনকে দ্রুত ফল প্রকাশের নির্দেশ

গ্রুপ-ডি নিয়োগ নিয়ে হাইকোর্ট

মোল্লা জসিমউদ্দিন

কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনকে গ্রুপ ডি নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করতে আর দু'দিন সময় রয়েছে। এরই মধ্যে মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি অমৃতা সিনহা মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনকে এই ফলাফল প্রকাশের জন্য ৭২ ঘণ্টার ডেডলাইন বেঁধে দিলেন। বছরের পর বছর চলছে মামলা। কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ থেকে ডিভিশন বেঞ্চ। হ্যাঁ, মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ ডি নিয়োগ নিয়ে মঙ্গলবার অত্যন্ত কড়া দাওয়াই দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। ৭২ ঘণ্টার ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছেন তিনি। যে মেধাতালিকা প্রকাশ হচ্ছে না বছরের পর বছর, তা তিনি তিনদিনের মধ্যে প্রকাশ করতে বললেন। আদালত সূত্রে প্রকাশ, মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন পরিচালিত গ্রুপ ডি নিয়োগ পরীক্ষা ১৪ বছর আগে হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ফলপ্রকাশ হয়নি। তা নিয়েই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ আগেই ফলপ্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিল। বেঁধে দিয়েছিল সময়ও। কলকাতা হাইকোর্টের বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে বাকি মাত্র দু'দিন! মঙ্গলবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশে জানান, 'আগামী তিনদিনের মধ্যেই মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনকে ফলপ্রকাশ করতে হবে'। প্রসঙ্গত, গত ২০১০ সালে গ্রুপ ডি-তে ৩ হাজার শূন্যপদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন। ওই বছরই পরীক্ষা হয়। প্রায় এক লক্ষ চাকরিপ্রার্থী ওই পরীক্ষায় বসেছিলেন। অভিযোগ, সেই পরীক্ষার ফল এখনও বার করেনি মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন। ১৪ বছর কেটে গিয়েছে, কিন্তু এখনও ফলপ্রকাশ না হওয়ায় উদ্বিগ্ন চাকরিপ্রার্থীরা। তারা মামলা করেন কলকাতা হাইকোর্টে। চলতি বছরের গত ১৩ জুন হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনকে তিন মাসের মধ্যে ফলপ্রকাশ করার নির্দেশ দেয়। ওই নির্দেশ কার্যকর করার জন্য আর মাত্র দু'দিন বাকি রয়েছে। অভিযোগ, এখনও ফলপ্রকাশ করার কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের তরফে। ঠিক এইরকম পরিস্থিতিতে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন গ্রুপ ডি-তে নিয়োগের জন্য নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। সেই বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে আবারও হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। হাফিজুল হক-সহ কয়েকজন চাকরিপ্রার্থী হাইকোর্টে মামলা করেন বলে জানা গেছে। মামলাকারীদের দাবি, 'গত ৫ আগস্ট নতুন করে নিয়োগ করতে চেয়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন। অথচ কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ মেনে এখনও পর্যন্ত ফলপ্রকাশ করা হয়নি।' মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহার পর্যবেক্ষণ, 'একটি পরীক্ষার ফল বার করতে কীভাবে ১৪ বছর সময় লাগতে পারে?' মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের উদ্দেশ্যে বিচারপতি জানান, 'গত ১৪ বছর ধরে পরীক্ষার ফল বার করা গেল না! কারচুপি করতে কি এত সময় লাগে? তিন হাজার শূন্যপদের জন্য এক লক্ষ চাকরিপ্রার্থী পরীক্ষা দিয়েছেন। সেখান থেকে অনেক টাকা পেয়েছেন। আগে কমিশন ওই ফল বার করুক, তার পরে আদালত তাদের বক্তব্য শুনবে।' আগামী শুক্রবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি। তার আগেই মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনকে ফলপ্রকাশ করতে হবে। এখন দেখার আগামী শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন কী জানায়?

আদালতে ফের সিবিআই নিয়ে ক্ষুব্ধ বিচারক

পুবের কলম প্রতিবেদক: কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে ফের প্রশ্ন তুললেন নিম্ন আদালতের এক বিচারক। ইতিপূর্বে শিয়ালদহ আদালতে আর জি কর মামলায় শুনানি পর্বের প্রথম দিকে সিবিআইয়ের আইনজীবী না থাকায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বিচারক। পরবর্তীতে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল সিবিআই এজলাসে কয়লা পাচার মামলায় অনুপ মাঝি ওরফে লালা অভিযুক্ত না সাক্ষী তা জানতে সিবিআই-কে একগুচ্ছ প্রশ্ন রেখেছিলেন সংশ্লিষ্ট এজলাসের বিচারক। এবার মঙ্গলবার আলিপুর আদালতে সিবিআই এজলাসে আর জি কর মামলায় (দুর্নীতি) মূল অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষকে নিজেদের হেফাজতে না চাওয়ায় সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিচারক। আর জি কর হাসপাতালের দুর্নীতি মামলায়। জেল হেফাজত হল হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ-সহ চার অভিযুক্তের। আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চার জনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালত। তবে এ দিন সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসার অথবা আইনজীবী আর জি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ-সহ কাউকেই হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়নি। সন্দীপ ঘোষকে গ্রেফতারির পর আট দিন নিজেদের হেফাজতে রেখেছিল সিবিআই। এর পর সন্দীপের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। নিয়ম অনুযায়ী, সিবিআই এখনও ৬ দিন সন্দীপ ঘোষ-সহ চারজনকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাতে পারত। এ দিন আদালতে শুনানি চলাকালীন সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসার এবং আইনজীবী বিচারককে জানান, 'ভবিষ্যতে তাঁরা সন্দীপ ঘোষদের হেফাজতে নেবেন।' সিবিআই-এর তদন্তকারী অফিসার যুক্তি দেন, 'তাঁরা ডিজিটাল কিছু তথ্যপ্রমাণ পেয়েছেন। তা খতিয়ে দেখার জন্য ইমেজ ক্লোনিংয়ের মতো বেশ কিছু পরীক্ষা বাকি, যা করতে সময় লাগবে। সেই সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেই সন্দীপ ঘোষদের ফের হেফাজতে নিতে চায় সিবিআই।'

গভীর নিম্নচাপ ভাসবে বাংলাও

পুবের কলম প্রতিবেদক: আবারও বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। বুধবার ও বৃহস্পতিবার দিনভর মেঘলা আকাশ, বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হবে জেলায় জেলায়। দক্ষিণবঙ্গের উপকূল-সহ পশ্চিমের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ভারী বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকাতেও। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সোমবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ ৬৪ থেকে ৯৪ শতাংশ। সাগরে অতি গভীর নিম্নচাপের কারণে উপকূলে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকার আশঙ্কা। মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। সমুদ্র উত্তাল থাকবে, মৎস্যজীবীদের জন্য জারি হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। উপকূলে ঘণ্টায় ৭০ কিমি বেগে ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। বাংলা ও ওড়িশার মৎস্যজীবীদের জন্য এই সতর্কবার্তা। ইতিমধ্যেই বঙ্গোপসাগরে একটি অতি গভীর নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। যা ওড়িশার পুরীর কাছাকাছি স্থলভাগে প্রবেশ করবে। তবে রাতারাতি শক্তি হারিয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা তার। আগামী ১২ ঘণ্টায় পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে ওড়িশা পেরিয়ে ছত্তিশগড়ের দিকে যাবে।

আজ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরে। বুধবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায়। বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া, মুর্শিদাবাদে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে জেলাগুলিতে। শুক্রবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে।

সোনা ও রুপার দাম

পাকা সোনা (১০ গ্রা) ৭২,৮৪০ টাকা

গহনার সোনা (১০ গ্রা) ৬৬,৭৭০ টাকা

রূপা (প্রতি কেজি) ৮৫,০০০ টাকা

এবার গ্রামেও বাড়ির হোল্ডিং নম্বর

সুরজিৎ দত্ত

শহরের পর এবার আধুনিকতার ছোঁয়া গ্রামীণ জীবনেও। এবার গ্রামে বসবাসকারী মানুষদের শনাক্তকরণ নিশ্চিত করতে আলাদা হোল্ডিং নম্বর দেওয়ার ভাবনা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের। যাতে প্রত্যেকটি বাড়িকে আলাদা করে শনাক্তকরণ করা যায়, সেজন্যই এই উদ্যোগ বলে জানা যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, শহরে যেকোনও বাড়ি খুঁজে পাওয়া খুবই সহজ, কারণ সেখানে হোল্ডিং নম্বর রয়েছে। রাস্তার নম্বর ধরে বাড়ির হোল্ডিং নম্বর খোঁজ করলেই যেখানে পৌঁছনোর প্রয়োজন সেখানে পৌঁছে যাওয়া যায়। কিন্তু গ্রামের ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা তাদের ঠিকানা। বিস্তৃত একটা এলাকায় ঠিকানা নির্ধারণ হয় রাস্তা বা এলাকার নাম দিয়ে। যেহেতু এতদিন সেখানে কোনও হোল্ডিং নম্বর ছিল না, তাই ব্যক্তি নাম আর রাস্তার নামই ছিল ঠিকানা নির্ধারণের প্রধান উপায়। কিন্তু পঞ্চায়েত দফতর এবার সেখানেই প্রত্যেক বাড়ি পিছু একটি ইউনিক আইডি চালু করতে চাইছে। এর ফলে প্রত্যেকটা বাড়িকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যাবে। আর ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে মাথা খুঁড়তে হবে না সাধারণ মানুষকে।

কি এই ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন আইডি? সে-প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত দফতর সূত্রে যতদূর জানা যাচ্ছে, সরকারের তরফ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে গ্রামীণ এলাকায় প্রত্যেক বাড়িতে এবার একটি ইউনিক আইডেন্টিটি নম্বর দেওয়া হবে, যাকে বলা হয় এসএসসি নম্বর। যতদূর জানা যাচ্ছে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতেই এই মুহূর্তে একটি লোকাল গভর্নমেন্ট ডাইরেক্টরি কোডের মাধ্যমে যুক্ত। আর সেই কোড বসিয়ে বাড়ি পিছু আলাদা নম্বর যুক্ত করে এই নতুন আইডেন্টিফিকেশন আইডি তৈরি করা হচ্ছে। আগামী দিনে প্রত্যেক বাড়ি পিছু দশটি ডিজিটের একটি নম্বর দেওয়া হবে। সেটাই তাদের ইউনিক আইডেন্টিটি নম্বর, ধাপে ধাপে সেই নম্বরকেই হোল্ডিং নাম্বারের রূপ দেওয়া হবে। গ্রামের ক্ষেত্রে এই ধরনের হোল্ডিং নম্বর আপনার পরিচিতি এবং ঠিকানা খুঁজে বার করার ক্ষেত্রে আগামী দিনে অত্যন্ত সহায়ক হবে বলেই মনে করছে পঞ্চায়েত দফতর। আর সেই জায়গা থেকে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

চিকিৎসা না পেয়ে মৃতদের পরিবারের কাছে দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের প্রতিনিধিরা

পুবের কলম প্রতিবেদক: সুপ্রিম কোর্টের কড়া নির্দেশের পরও যেদিন জুনিয়র ডাক্তাররা স্বাস্থ্যভবনের দিকে অভিযান করেন, ঠিক সেই দিনই দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের প্রতিনিধিরা পৌঁছে গেলেন তাঁদের বাড়ি। যাঁরা চিকিৎসা না পেয়ে মারা গিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে, অর্থাৎ কোন্নগরের বিক্রম

ভট্টাচার্য এবং রিষড়ার রাজীব দেবের বাড়ি। তাঁরা একইসঙ্গে সেই দুই পুলিশকর্মীর বাড়িতেও যান, যাঁরা ১৪ আগস্ট প্রথম রাত দখলের দিন আর জি করে এবং 'ছাত্রসমাজ'-এর নবান্ন অভিযানের দিন আইনরক্ষা করতে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন অর্থাৎ সার্জেন্ট দেবাশিস চক্রবর্তী এবং পুলিশকর্মী শম্পা প্রামানিকের বাড়ি।

দেশ বাঁচাও গণমঞ্চ প্রথম থেকেই বিভিন্ন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। এই দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের বন্ধুরা পৌঁছে যান প্রথমে হাওড়ার বাউড়িয়াতে কলকাতা পুলিশের সার্জেন্ট আহত দেবাশিস চক্রবর্তীর বাড়ি। এ দিন দুপুর বেলায় দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের প্রতিনিধিরা তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং কথা বলেন পরিবারের অন্য সদস্যের সঙ্গেও। সার্জেন্ট দেবাশিস চক্রবর্তীর একটি চোখ আহত হয়েছিল গত ২৭ আগস্ট, ছাত্রসমাজের আন্দোলনে আন্দোলনকারীদের ইটবৃষ্টির দৌলতে। এরপর তাঁরা পৌঁছে যান হুগলির কোন্নগরের বিক্রম ভট্টাচার্যের বাড়িতে, যিনি কিছু দিন আগে আর জি কর হাসপাতালে বিনা চিকিৎসায় মারা যান। এই দিন দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের প্রবীণ এবং নবীন সদস্যরা মৃত বিক্রম ভট্টাচার্যের মায়ের সঙ্গে কথা বলে আসেন।

বিনা চিকিৎসায় ৫ সেপ্টেম্বর পিজি হাসপাতালে মারা যান বাংলা আর এক তরুণ রাজীব দেব। তাঁর বাড়ি হুগলির রিষড়াতে। তাঁর কিডনির সমস্যা ছিল। পিজিতে ডাক্তারদের কর্মবিরতি চলায় অচিরেই এই ৩৩ বছরের তরুণের প্রাণ যায়। দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের প্রতিনিধিরা তাঁর বাড়িতে গিয়েও তাঁর মা-বাবা এবং আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে দেখা করে আসেন এবং কথা বলে আসেন।

আর জি করের নির্যাতিতা এবং নিহত তরুণী ডাক্তারের মৃত্যুর বিচার চেয়ে ১৪ আগস্ট প্রথম রাত দখল অভিযান শুরু করেন বঙ্গবাসী। এই রাতে আর জি করে দেখা যায় কিছু দুষ্কৃতী ভাঙচুর চালায়। দুষ্কৃতীদের হামলায় আহত হন বিধাননগর পুলিশের এক পুলিশকর্মী শম্পা প্রামাণিক। তাঁর বাড়ি নদিয়ার শান্তিপুরে। দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের প্রতিনিধিরা শান্তিপুরে তাঁর বাড়িতে গিয়েও তাঁর সঙ্গে এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে আসেন।

প্রবীণ বামপন্থী নেতা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, সাংবাদিক এবং আরএসএস-এর মুখপত্র 'স্বস্তিকা'র প্রাক্তন সম্পাদক রন্তিদেব সেনগুপ্ত, বর্ণালী মুখোপাধ্যায়, সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য, চলচ্চিত্রকার সুশান রায়, জাতীয় বাংলা সম্মেলনের সিদ্ধব্রত দাস, অভিনেতা ভিভান ঘোষ, গায়ক নাজমুল হক এবং অমিত কাজী এই দিন সমস্ত জায়গায় গিয়ে সবার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে আসেন। দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের প্রতিনিধিদের বক্তব্য তাঁরা সমস্ত অপরাধমূলক ঘটনার বিচার চান এবং ডাক্তাররা যেন শীঘ্রই কর্মবিরতি তুলে নিয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেন।

গরু পাচার মামলায় জামিন অনুব্রতর মেয়ের

পুবের কলম প্রতিবেদক: গরু পাচার মামলায় দিল্লি হাইকোর্ট থেকে জামিন পেলেন অনুব্রত মণ্ডলের মেয়ে সুকন্যা মণ্ডল। ২০২৩ সালের ২৬ এপ্রিল গরু পাচার মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করে ইডি। এই মামলায় এখনও জেলে রয়েছেন অনুব্রত মণ্ডল। অনুব্রতর মতোই সুকন্যাও দিল্লির তিহার জেলেই বন্দি ছিলেন। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। মেয়ে সুকন্যা মণ্ডলের নামে একাধিক সংস্থা খুলে অনুব্রত মণ্ডল গরু পাচারের টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন বলে অভিযোগ ছিল ইডি-র।

মূলত অনুব্রত মণ্ডলের বিপুল সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য পেতেই সুকন্যাকে দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়ে একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদ করে ইডি। যদিও প্রথমে বেশ কয়েকবার অসুস্থতার অজুহাতে হাজিরা এড়িয়েছিলেন সুকন্যা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ইডি-র জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হওয়ার পর গ্রেফতার হতে হয় সুকন্যাকে। সুকন্যা গ্রেফতার হওয়ার প্রায় আট মাস আগে ২০২২ সালে বোলপুরের বাড়ি থেকেই গরু পাচার মামলায় গ্রেফতার করা হয় তৃণমূলের বীরভূমে জেলার সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে। অনুব্রতকে প্রথমে গ্রেফতার করে সিবিআই। পরে তাঁকে হেফাজতে নেয় ইডি। তদন্তে নেমে অনুব্রতর বিপুল সম্পত্তির খোঁজ পান ইডি-র আধিকারিকরা। সেই সূত্রেই তলব করা হয় সুকন্যাকে।

১২ সেপ্টেম্বর — ইতিহাসে আগামী কাল

- ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ: আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন ইবনে হারুনের জন্ম।
- ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ: কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজাফ্ফর আহমদের সম্পাদনায় 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকা প্রকাশ।
- ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ: লোক সংগীতশিল্পী শাহ আবদুল করিম ইন্তেকাল করেন।

দরবার শরীফে উরস মুবারক

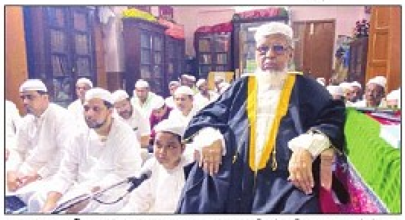

পুবের কলম প্রতিবেদক: কুতবুল আকতাব আলা হুজুর সৈয়েদেনা ও মাওলানা হযরত সৈয়দ শাহ মেহরে আলি আল কাদেরীর দৌহিত্র কুতবে জামান সৈয়েদেনা ও মাওলানা হযরত সৈয়দ শাহ আবদুল ওহাব আলকাদেরী আল হুসেয়নী আল হাসানী (র.) সাজ্জাদানশীন, পিয়ারডাঙ্গা খানকাহ শরীফ-এ-কাদেরীয়া হুসেয়নীয়ার ৯৩তম বাৎসরিক উরস মুবারক তাঁর সাজ্জাদানশীন মেদিনীপুর খানকাহ শরীফ ও কলকাতা দরবার শরীফের পীর সাহেব হযরত সৈয়দ শাহ জেলাল মুরশেদ আল কাদেরীর তত্ত্বাবধানে গত ৪ রবিউল আউয়াল ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪, শনিবার বাদ নামাযে মাগরিব 'দরবার শরীফ' মফিদুল ইসলাম লেন, কলকাতায় মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। নায়েব সাজ্জাদানশীন পীরজাদা মাওলানা অধ্যাপক ড. সৈয়দ মুস্তাফা মুরশেদ জামাল শাহ আল কাদেরী (বিভাগীয় প্রধান-আরবি বিভাগ, মাওলানা আজাদ কলেজ, কলকাতা) এ দিনের সভায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। মেদিনীপুর রওজা-এ আকদাসের পীর সাহেব হযরত সৈয়দ শাহ মুস্তারশেদ আলি শিবল আল কাদেরী, সৈয়দ মিনহাজ হুসেন আল হুসেনী, সৈয়দ শাহ মামুন মুরশেদ আল কাদেরী প্রমুখ মিলাদ শরীফ পাঠ করেন। পীর সাহেব হযরত সৈয়দ শাহ জেলাল মুরশেদ আলকাদেরীর দোয়ার মাধ্যমে মহফিলের সমাপ্তি ঘটে। এই অনুষ্ঠানে বহু ভক্ত ও শিষ্য যোগদান করেন। পীর সাহেবের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় খানকাহ শরীফ কাদেরীয়া হুসেনিয়া পিয়ারডাঙ্গা পশ্চিম মেদিনীপুর ও খানকাহ শরীফ কাদেরিয়া, আরামবাগ, হুগলি ও খানকাহ শরীফে কাদেরীয়া মুরশেদিয়া, কেশপুর, পশ্চিম মেদিনীপুরে এই উরস শরীফের মজলিশ অনুষ্ঠিত হয়।

পুবের কলম
CLASSIFIED
বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন
☎: 033-3508 4574/3508 2963
6290174305
Call us between 12PM-8PM
e-mail us:
puberkalom.advt@gmail.com
BRIDE & GROOM | NAME CHANGE
TUTION | RENT | JOBS

ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই: রাহুল

আমেরিকায় শিখদের পাগড়ি পরা মন্তব্যে ক্ষুব্ধ বিজেপি

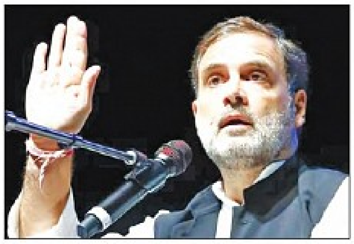

নয়াদিল্লি ১০ সেপ্টেম্বর: ভারতে কোনও ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই এবং নরেন্দ্র মোদি সরকার ধর্মের নামে দেশে বিভাজন তৈরি করার চেষ্টা করছেন। আমেরিকায় রাহুল গান্ধি এ মন্তব্য করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, বিজেপি বোঝে না যে দেশটি সবার এবং ভারত একটি ইউনিয়ন। সংবিধানে এ কথা স্পষ্টভাবে লেখা আছে।

তবে রাহুল গান্ধির মন্তব্যকে কেন্দ্র করে হাতের টেক্কা পেয়ে গিয়েছে বিজেপি। আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করায় আদাজল খেয়ে নেমে পড়েছেন কেন্দ্রের শাসকদলের নেতারা। বিশেষত ইন্দিরা গান্ধি হত্যাকাণ্ডের প্রায় পর মুহূর্তে রাজধানী দিল্লিসহ দেশজুড়ে শিখ নিধনের কলঙ্ক লেগে থাকা কংগ্রেস দলের নেতার মুখে শিখদের পাগড়ি পরা ও গুরুদ্বারে যাওয়া নিয়ে মন্তব্য করায় কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না বিজেপি।

এর আগে ব্রিটেনে গিয়েও বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপি-আরএসএস সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করায় গেরুয়া শিবির বিঁধেছিল বিরোধী দলনেতা রাহুলকে। এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে রাহুল ভারতের সংবিধান স্বীকৃত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের দুরবস্থার কথা তুলে ধরতে গিয়ে শিখদের সম্পর্কে মন্তব্য করেন। ভার্জিনিয়ার হার্নডন-এ এক অনুষ্ঠানে রাহুল বলেন, ভারতের শিখরা পাগড়ি পরতে পারবেন কিনা, তাঁরা গুরুদ্বারে যেতে পারবেন কিনা, তা নিয়েই লড়াই চলছে। শিখদের কাড়া (পাগড়ি) পরার অধিকার রক্ষার লড়াই চলছে। ভারত এখন এই ধরনের লড়াইয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে। শুধু শিখ ধর্ম নয়, সব ধর্মের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য, বলেন রাহুল।

কংগ্রেস সাংসদের মন্তব্যের জবাবে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র আরপি সিং বলেন, ১৯৮৪ সাল। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর গণ শিখ হত্যা হয়েছিল। শুধুমাত্র দিল্লিতেই ৩০০০ শিখকে হত্যা করেছিল কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা। শিখদের পাগড়ি খুলে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল। বহু মানুষের চুল-দাড়ি কেটে দেওয়া হয়েছিল। উনি তো সেই কথার উল্লেখ করলেন না। কারণ তখন কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার ছিল।

আরপি সিং আরও বলেন, ওনার সাহস থাকলে ভারতের বুকে দাঁড়িয়ে একথা বলে দেখান। আমি নিজে ওনার বিরুদ্ধে আদালতে যাব। রাহুল গান্ধি কে কাঠগড়ায় দাঁড় করাব।

বিদেশে গেলেই রাহুল গান্ধি ভারতের নামে কুৎসা করেন, বদনাম করেন বলে অভিযোগ তুলেছেন আরেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং। বিরোধী দলনেতাকে তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ির বিরোধী দলনেতা পদের মর্যাদা রক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। শিবরাজ বলেন, রাহুল গান্ধি বিরোধী দলনেতার মতো একটি দায়িত্বশীল পদে রয়েছেন। অটলজি যখন এই পদে ছিলেন, তখন কোনওদিন বিদেশ সফরে দেশের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেননি।

অন্যদিকে, ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম শরিক তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা পাশে দাঁড়িয়েছেন বিরোধী দলনেতার। তিনি বলেন, আমার মনে হয় রাহুল যা বলেছেন তা ঠিক।

‘দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা, তবে মোদিজিকে সম্মান করি’

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর: সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। সেই ভোটের প্রাক্কালেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, আরএসএস, বিজেপি-সহ দেশের অবস্থা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে একাধিক বক্তব্য রাখলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। তিনদিনের সফরে আমেরিকায় রাহুল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির জর্জটাউন ইউনিভার্সিটিতে একটি কথোপকথনের মুখোমুখি হয়ে রাহুল বলেন, আমি মোদিজিকে ঘৃণা করি না, তবে ওনার নিজস্ব একটি মতামত আছে। ওনার মতামতের সঙ্গে আমার মত মেলানো সম্ভব নয়।

রাহুলের সংযোজন, ‘তবে অনেক সময় তাঁর প্রতি আমার সহমর্মিতা কাজ করে। আর মোদি বনাম রাহুল দ্বন্দ্ব ফলপ্রসূ হবে না। মোদিজির দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। আমার মতাদর্শ আলাদা। তবে উনি আমার শত্রু নন।’

রাহুল বলেন, ভারত একটি মিশ্র ভাষাভাষীর দেশ। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ এখানে বসবাস করেন। ভাষা ও ধর্মের মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে। তবে সেটা বিজেপি আরএসএস ভালো চোখে মেনে নিতে পারে না। ফলে বিজেপির সেই আদর্শের সঙ্গে আমার মতাদর্শ মেলে না।

রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে রাহুল বলেন, কংগ্রেসের জয়ের বিষয়ে তিনি আত্মবিশ্বাসী। ভোটে আমরা লড়ব ও বিজেপিকে হারাব। বিজেপি আর আরএসএস আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করেছে। ভারতের সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে রাহুলের বক্তব্য, ভারত যখন সঠিক স্থানে পৌঁছে যাবে তখন সংরক্ষণ তুলে দেওয়ার বিষয় ভাবব। তবে বর্তমানে ভারতের মতো দেশে সংরক্ষণ তুলে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই। আপনারা যদি দেখেন ভারতে বর্তমানে ৭০ জন আমলা দেশ চালাচ্ছেন। যাদের মধ্যে একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, একজন আদিবাসী, তিনজন দলিত ও তিনজন ওবিসি। সংখ্যালঘু, আদিবাসী, দলিত ও ওবিসি যারা ভারতের ৯০ শতাংশ স্থান দখল করে রয়েছে। তাদের মধ্যে মাত্র ১০ শতাংশ লোক সরকারে রয়েছে।’ প্রধানমন্ত্রীর ‘ঈশ্বর-যোগের’ দাবি নিয়েও কটাক্ষ করেছেন রাহুল। কংগ্রেস সাংসদ বলেন, ‘মোদি’ নামেই যে ৫৬ ইঞ্চি ছাতির ধারণা তৈরি করা হয়েছে, ঈশ্বরের সঙ্গে সরাসরি সংযোগের দাবি, এখন সবই ইতিহাস। তবে রাহুলের এই মন্তব্য নিয়ে ময়দানে নেমে পড়েছে বিজেপি। বিদেশে ভারতকে অপমান করার অভিযোগ গেরুয়া শিবিরের।

ইসরাইলে অস্ত্র রফতানি বন্ধের আর্জি খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর: দেশের বেশ কয়েকজন প্রাক্তন আমলা, সমাজকর্মী এবং খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ইসরাইলে অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম রফতানির উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন কোম্পানিকে দেওয়া লাইসেন্স বাতিল এবং নতুন লাইসেন্স দেওয়া বন্ধের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সেই আবেদন খারিজ করেছে। তাদের পর্যবেক্ষণ, বিষয়টি বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত, এ বিষয়ে আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে না। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা এবং মনোজ মিশ্রের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ বলেছেন যে ভারতীয় সংস্থাগুলি, ইসরাইলে অস্ত্র ও সরঞ্জাম রফতানির সঙ্গে জড়িত, চুক্তির বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের জন্য মামলা করা যেতে পারে কিন্তু তাদের সরবরাহ বন্ধ করা যাবে না।

বিশিষ্ট আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণের মাধ্যমে গত বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে আবেদনটি দাখিল করা হয়েছিল। প্রাক্তন হাইকমিশনার দেব মুখার্জি, কূটনীতিবিদ অশোককুমার শর্মা, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আমলা মিনা গুপ্তা, অর্থনীতিবিদ জঁ দ্রেজ, শিক্ষাবিদ অচিন বিনায়ক, সমাজকর্মী হর্ষ মন্দার, নিখিল দে, ফিরোজ মিঠিবোরওয়ালা-সহ বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় নাগরিক এই পিটিশন দাখিল করেছিলেন। পিটিশনে বলা হয়, গাজায় অবরোধের সময় ইসরাইলের কাছে অস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জামের চলমান রফতানি ভারতের সংবিধানের ১৪ এবং ২১ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করছে, যেখানে সমান অধিকার এবং জীবনের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

আবেদনে সুপ্রিম কোর্টের কাছে অনুরোধ করে বলা হয়েছিল, ভারতের উচিত ‘অবিলম্বে ইসরাইলকে দেওয়া সাহায্য স্থগিত করা।’ বিশেষ করে সামরিক সরঞ্জাম-সহ অন্যান্য সামরিক সহায়তা। গণহত্যা সনদ, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন বা সাধারণ আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করতে এই সামরিক সহায়তা ইসরাইলের সুবিধা করে দিচ্ছে; সুতরাং এই সহায়তা বন্ধ রাখা উচিত।

ইসরাইল যাতে ইতিমধ্যেই দেওয়া সরবরাহ ব্যবহার করে গণহত্যা চালাতে না পারে বা আন্তর্জাতিক মানবিক আইন লঙ্ঘন করতে না পারে, সেদিকেও ভারতের বিশেষভাবে খেয়াল রাখা উচিত বলে আবেদনকারীরা মনে করছেন। আবেদনে বলা হয়েছে, একটি দেশ যাতে অন্যের ওপরে ধারাবাহিকভাবে হামলা চালিয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত করতে না পারে, তা দেখার জন্য যে নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক আইন রয়েছে, সেই আইন মোতাবেকও ভারত এই অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করতে পারে না। ১৯৪৮ সালের গণহত্যা সনদ (ভারত স্বাক্ষরকারী দেশ) অধীন গণহত্যা প্রতিরোধ করতে নিজস্ব ক্ষমতার মধ্যে সব ব্যবস্থা নিতে ভারত বাধ্য বলে মন্তব্য করা হয়েছে আবেদনে। এতে বলা হয়, গণহত্যা সনদের তিন ধারায় বলা হয়েছে, ‘গণহত্যায় রাষ্ট্রের জড়িত থাকা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।’

প্যান্ডেলে ‘পাথর ছোড়া’ হয়েছে অভিযোগে চলল বুলডোজার

সুরাট, ১০ সেপ্টেম্বর: সুরাটের গণেশোৎসব প্যান্ডেলে পাথর ছোড়ার একদিন পরে বেশ কয়েকটি হিন্দু সংগঠন এই ঘটনায় গ্রেফতারকৃত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বুলডোজারের ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করে। সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, গুজরাতের সুরাটের থানায় বেশ কয়েকটি হিন্দু সংগঠনের সদস্যরা জড়ো হয়ে ইউপি মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের প্রশংসা করে স্লোগান দেয়। তারা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক শাস্তির দাবি করে। যেমন যোগী আদিত্যনাথ বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে আদেশ দিয়েছেন।

তেমন আদেশ তারা দাবি করেন। এর ফলস্বরূপ, সুরাটের সৈয়দপুরা এলাকায় স্থানীয় প্রশাসন মামলায় গ্রেফতারকৃত আসামিদের বাড়ি সম্পত্তিতে বুলডোজার দিয়ে তল্লাশি শুরু করে। বুলডোজার অ্যাকশনের ভিডিয়োগুলি সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং লোকেরা এর জন্য গুজরাতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হর্ষ সাংঘভিরও প্রশংসা করছে। কেউ কেউ করেছে নিন্দা। ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর, গুজরাতের সুরাটের লাল গেট এলাকায় একটি গণেশোৎসব প্যান্ডেলে পাথর ছোড়া হয়। হিন্দু সংগঠনের অভিযোগ, কিছু মুসলিম নাবালক ছেলে প্যান্ডেলে পাথর ছুড়েছে। তাই শত শত হিন্দু প্রতিবাদ করেছে এবং কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ নেয় এবং ২৭ জনকে গ্রেফতার করে। এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে লাল গেটের ভারিয়ালি বাজার এলাকার গণেশ প্যান্ডেলে। কিছু নাবালক মুসলিম সম্প্রদায়ের ছেলে প্যান্ডেলে পাথর ছুড়েছে। পাথর ছোড়ার পর হিন্দুরা থানায় অভিযোগ দায়ের করে। খবরটি দ্রুত শহরের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে এবং পদক্ষেপের দাবিতে ভিড় বেড়ে যায়। জানা গেছে, ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছিল, যা হিন্দুদের পুলিশকে জানাতে প্ররোচিত করেছিল। সুরাটের একজন বজরং দলের কর্মী যগনেশ প্যাটেল বলেছেন যে পুলিশ যখন বিষয়টি তদন্ত করতে এসেছিল, তখন মুসলিম এলাকা থেকে তাদের দিকে

গুজরাত

পাথর ছোড়া হয়েছিল। আশপাশের মসজিদ থেকেও পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করেছে হিন্দু সংগঠনগুলো। জানা গেছে, হিন্দুরা থানায় জড়ো হয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বুলডোজারের ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানায়।

এক পুলিশ কর্মকর্তা এ ঘটনায় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি জানান, ২৭ জনকে পাথর ছোড়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। সিসিটিভি, ভিডিয়ো ভিজ্যুয়াল, ড্রোন ভিজ্যুয়াল এবং অন্যান্য কারিগরি নজরদারি কাজ এখনও চলছে। সমস্ত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সকলকে চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনা হচ্ছে।

‘অভিযুক্তকে মেরে ফেলা যায় না’

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর: সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি উজ্জ্বল ভূঁইয়া ও বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ অসমে ফেক এনকাউন্টারে ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করল। মঙ্গলবার গৌহাটি হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আসে এই মামলা। অসমে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ৮০টির বেশি ফেক এনকাউন্টারের ঘটনা ঘটেছে। অসম পুলিশ এনকাউন্টারে হত্যা করেছে অভিযুক্তদের। নিহত অভিযুক্তদের পরিবার হাইকোর্টে ইনসাফের জন্য আবেদন করেছিল কিন্তু হাইকোর্ট জানিয়েছে পুলিশ নিজেই তদন্ত করেছে তাই আলাদা তদন্তের প্রয়োজন নেই। হাইকোর্টে বিফল হয়ে বহু পরিবার আসে সুপ্রিমকোর্টে। এই মামলা নিয়ে

অসমে ৮০টি ফেক এনকাউন্টার, উদ্বিগ্ন সুপ্রিম কোর্ট

নোটিশ পাঠানো হয়েছিল জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে। অসম মানবাধিকার কমিশনকেও জবাব দিতে বলা হয়েছিল। সিনিয়র আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ অভিযোগকারীদের পক্ষ থেকে দাঁড়িয়ে ছিলেন সুপ্রিমকোর্টে। আর্জিতে অন্য রাজ্যের পুলিশ দিয়ে নয়তো বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী করা হয়। এই শুনানীর সময় বিচারপতি ভূঁইয়া বলেন, অভিযুক্তদের এভাবে হত্যা করা দেশে আইনের শাসনের জন্য ভালো লক্ষণ নয়। অসম পুলিশকে প্রতিটি ফেক এনকাউন্টারের বিশদ বিবরণ কোর্টে জমা দিতে হবে ২২ অক্টোবরের মধ্যে। অভিযোগে বলা হয়, যে সব পুলিশ অফিসার এনকাউন্টারের সময় উপস্থিত ছিলেন তাদেরকে নিয়ে তদন্ত করা হলে রিপোর্ট কী হতে পারে। অসমের আইনজীবী আরিফ মুহাম্মদ ইয়াসিন অসম পুলিশের এই ফেক এনকাউন্টারের বিষয়টি সামনে আনেন।

মহারাষ্ট্র বিধানসভায় ৮৫টি আসন পাবে ‘হাত’, সমীক্ষায় আশাবাদী কংগ্রেস

মুম্বই, ১০ সেপ্টেম্বর: সামনেই চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। হরিয়ানা, জম্মু-কাশ্মীরে সেপ্টেম্বরে শেষের দিকে ও মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ডে ভোট নভেম্বরে হওয়ার কথা। মহারাষ্ট্রে ভোট নিয়ে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। ফের কি মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে দেখা যাবে উদ্ধব ঠাকরেকে? তবে এই বিষয় আগেই শরদ পাওয়ার আগেই জানিয়েছিলেন এনসিপিএসপি, শিবসেনা, কংগ্রেস, বিধানসভা ভোটের পরে সিদ্ধান্ত নেবে মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন। প্রতিটি দল কতগুলি আসন পাবে, তার উপর নির্ভর করবে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন। আমাদের জোটে মুখ্যমন্ত্রীর পদ নিয়ে কোনও বিরোধ নেই। নির্বাচনের পর বিষয়টি নির্ধারণ করা হবে এবং আসন সংখ্যা দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কোনও সন্দেহ নেই আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাব।

প্রসঙ্গত, মহাবিকাশ আঘাদি ও কংগ্রেসে জোট দল হিসেবে লড়াই করছে নির্বাচনে। উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা (ইউবিটি) এবং শরদ পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি) নিয়ে গঠিত।

এক্সিট পোল অনুযায়ী মহারাষ্ট্রে নির্বাচনে কংগ্রেস এবার ৮৫টি আসন পাবে বলে দাবি করেছেন রাজ্যের কংগ্রেস নেতা বিজয় ওয়াদেত্তিওয়ার। কংগ্রেস নেতা ওয়াদেত্তিওয়ার বলেন, ভোটের আগে রাহুল গান্ধিকে কংগ্রেসকর্মীদের উৎসাহ দিতে যথেষ্ট সংখ্যক সমাবেশের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে ওয়াদেত্তিওয়ার বলেন, সব দলই ভোটের আগে অভ্যন্তরীণ সমীক্ষা করে। সেই অনুযায়ী, ১৫০টি আসনের মধ্যে ৮৫টি আসন পাওয়ার বিষয়ে আমরা আশাবাদী।

মহাবিকাশ আঘাদি তাদের সঙ্গে জোটবদ্ধ লড়াই করবে। মহারাষ্ট্রের জনগণের সুশাসন নিশ্চিত করতে সরকার গঠন করবে তারা।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বড় জয় পায় বিরোধীদের জোট ‘ইন্ডিয়া’। ৪৮ আসনের মহারাষ্ট্রে বিজেপি জেতে ৯টি আসনে, একনাথ শিন্ডের শিবসেনা ৭টি আসন এবং এনসিপির অজিত পওয়ার গোষ্ঠী একটি আসনে জয়লাভ করে। অন্যদিকে, মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস পায় ১৩টি আসন, উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা ৯টি, শরদ পাওয়ারের এনসিপি ৭টি আসনে জয়লাভ করেছে। নির্দল প্রার্থী জিতেছেন একটি আসনে।

‘অবৈধ’ নির্মাণ! যোগীরাজ্যে ভাঙা হল মসজিদের ৩টি মিনার

বেরেলিতে মসজিদের মিনার ভাঙা নিয়ে উত্তেজনা।

লখনউ, ১০ সেপ্টেম্বর: হিন্দুত্ববাদীদের বিক্ষোভের জের। ফের যোগীরাজ্যে অবৈধ ট্যাগ দিয়ে ভাঙা হল মসজিদের তিন মিনার। রবিবার বিক্ষোভকারী ‘ধর্ম-রক্ষক’দের ‘শান্ত’ করতে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ তিনটি মিনার ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, তুচ্ছ কারণে দেশে মসজিদ ভাঙা এখন ট্রেন্ডে পরিণত হয়েছে। একদিকে মুসলিমপ্রধান দেশে ভেক ধরে সংখ্যালঘুদের ‘মিত্র’ সাজার চেষ্টায় মত্ত রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ঘুরে বেড়াচ্ছেন ঐতিহ্যবাহী সব মসজিদে। আপলোড করছেন ফটো। অন্যদিকে নিজের দেশেই হেন কারণে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রাচীন ইতিহাস বহনকারী সব মসজিদ, মিনার। ঘটনাটি ঘটেছে মদুকপুর এলাকার মনসুরি মসজিদে। ঐতিহ্যবাহী মসজিদটি পুনসংস্কারের জন্য মেরামত শুরু করলে স্থানীয় কাউন্সিলর ধীরজ কুমার ও হিন্দু জাগরণ মঞ্চের কিছু সদস্য রে-রে করে ওঠে। বেজায় চটে যায় তারা। মসজিদ ও মিনারগুলি অবৈধভাবে নির্মাণ করা হয়েছে বলে ঝামেলা শুরু করে। খবর দেয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশও তাদের সুরে সুর মেলাতে থাকে। প্রশ্ন তোলে মিনার নির্মাণ নিয়ে। তারপরেই রবিবার ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় তিন মিনার। হিন্দুত্ববাদী নেতাদের দাবি, মসজিদের মিনারগুলি নতুনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। যদিও স্থানীয় মুসলিমদের দাবি, মসজিদটি শুধু সংস্কার করা হচ্ছিল। নতুন করে কিছু নির্মাণ করা হয়নি। ঘটনাপ্রসঙ্গে মুহাম্মদ নাইম নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, বহু পুরনো মসজিদ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মিনারগুলি দুর্বল হয়ে পড়ছিল। তাই সেগুলো পুনর্গঠনের কাজ চলছিল। মসজিদের সঙ্গে মুসলিমদের আলাদা অনুভূতি জড়িয়ে রয়েছে। দীর্ঘদিন অনুদান সংগ্রহ করে মেরামতির কাজ শুরু হয়েছিল। আলোচনায় না বসে হঠাৎই ভাঙা শুরু করলে প্রতিবাদ তো হবেই। এই বিষয়ে কারোর কোনও আপত্তি থাকলে আমাদের কাছে এসে বলতে হত। শান্তিপূর্ণ আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করা যেত। কিন্তু তা না করে হিন্দু-মুসলিম খেলায় মাতল ওরা। এখন স্থানীয়দের হয়রানি পোহাতে হচ্ছে।

ধর্ষণের অভিযোগ উইং কমান্ডারের বিরুদ্ধে

শ্রীনগর, ১০ সেপ্টেম্বর: ফের প্রশ্নের মুখে দেশের সুরক্ষা বাহিনী। রক্ষকই কি তবে ভক্ষক, উঠছে প্রশ্ন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক উইং কমান্ডার ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত। তার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে বিমান বাহিনীর এক মহিলা অফিসার। দু’জনের বেস ক্যাম্প ছিল শ্রীনগর। পুলিশ এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। সেনাবাহিনী জানিয়েছে ইতিমধ্যে তারা বিষয়টি নিয়ে কথা বলছে। ওই মহিলা অফিসার অভিযোগ করেছেন, তাকে বিগত দু’বছর ধরে ওই উইং কমান্ডার ভয় দেখিয়ে নানা মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন করেছে। বুকে হাত দিয়েছে। ‘ওরাল সেক্সে’ বাধ্য করেছে বলে দাবি করেছেন নির্যাতিতা। বিষয়টি ওই মহিলা অফিসার তার বাড়ির লোকদের জানায়। কিন্তু এতেও ভয় না পেয়ে অভিযুক্ত তাকে বারেবারে বিরক্ত করতে থাকে। তার চাকরি নিয়ে ভয় দেখানো হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে। এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে অন্য মহিলা অফিসাররা। তারা দাবি করেছে, অবিলম্বে ওই সেনা অফিসারকে কাজ থেকে বরখাস্ত করা হোক। এরপর তার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক। মহিলার অভিযোগের বিষয়টি বেশ কয়েকজন সেনা আধিকারিক জানতেন।

ধর্ষণের ভিডিয়ো তোলায় গ্রেফতার হল সেলিম

উজ্জয়নী, ১০ সেপ্টেম্বর: ধর্ষণের ঘটনার ভিডিয়ো রেকর্ডিং করে সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল করার অভিযোগে গ্রেফতার এক ব্যক্তি। ধৃত ব্যক্তির নাম মুহাম্মদ সেলিম (৩২)। গত ৪ সেপ্টেম্বর মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়নীর কয়াল ফাটক এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটে। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় লোকেশ নামে ফুটপাথের এক ফল সবজি বিক্রেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জানা গেছে, লোকেশ মদ্যপ অবস্থায় রাস্তার ময়লা সংগ্রহকারী এক মহিলাকে ধর্ষণ করে।

উজ্জয়নীর পুলিশ সুপার প্রদীপ শর্মা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, শনিবার মুহাম্মদ সেলিমকে নাগদার প্রকাশ নগরের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার ফোনটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনার দিন নাগদা থেকে বাসে করে এসে কয়ালের ফাটক চত্বরে নেমেছিল সে। ফুটপাথে মহিলাকে ধর্ষিত হতে দেখে সে। সেই দৃশ্য নিজের মোবাইলে রেকর্ড করার পাশাপাশি পরিচিত কয়েকজনের তা শেয়ার করে।

চিনে আদানির লগ্নি নিয়ে প্রশ্ন তুলল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর: এবার চিনে আদানি গোষ্ঠীর শাখা সংস্থা তৈরি নিয়ে তোপ দাগল কংগ্রেস। বিরোধী দলটির অভিযোগ, এর ফলে ভারতের সার্বভৌমত্ব ঝুঁকির মুখে পড়বে। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশের দাবি, ২০২০ সালের ভারত-চিন সীমান্ত সংঘর্ষের পরেও পড়শি দেশের বিরুদ্ধে কড়া হননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যার জেরে আরও বেশি করে আক্রমণাত্মক হয়েছে চিন। তার উপরে কেনিয়া, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কার মতো দেশে আদানিদের লগ্নি প্রশ্নের মুখে পড়েছে। রমেশের বক্তব্য, ‘অজৈবিক প্রধানমন্ত্রীর বন্ধুত্বের’ স্বার্থে ইতিমধ্যেই দেশে-বিদেশে ভারত অনেক ত্যাগ করেছে। এবার চিনে ‘মোদানির’ (মোদি ও আদানি) লগ্নির কারণে সেই তালিকায় যোগ হবে দেশের সার্বভৌমত্বও। চিন-ভারত সীমান্তে অনেকটাই ঢুকে পড়েছে বলে দাবি করছে বিভিন্ন সূত্র। সে-নিয়ে মোদি সরকার কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। উলটে আদানি সেখানে লগ্নি করছে।

প্রাক্তন বিচারপতিদের সঙ্গে ভিএইচপি-র বৈঠক

বিশ্বহিন্দু পরিষদের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের।

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর: সুপ্রিম কোর্ট এবং বিভিন্ন হাইকোর্টের ৩০ জনের মতো অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আইনি সেল আয়োজিত একটি সভায় অংশ নিয়েছেলেন। মন্দির, ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল এবং অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে ধর্মান্তরণ বিষয় নিয়েও তাদের মধ্যে কথা হয়েছে। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়ালও।

ভিএইচপি সভাপতি অলোক কুমার বলেছেন, ‘আমরা সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। এই বৈঠকে ওয়াকফ (সংশোধন) বিল, মন্দির ফিরিয়ে দেওয়া, মন্দিরগুলিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে (সমাজের কাছে) হস্তান্তর করা, ধর্মান্তর ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে। বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল বিচার এবং ভিএইচপির মধ্যে মতামতের অবাধ আদান-প্রদান যাতে উভয়েই একে অপরকে বোঝার চেষ্টা ও সম্পর্ক তৈরি করতে পারে।’ ভিএইচপি মুখপাত্র বিনোদ বানসাল বলেন, এটি ধারণা বিনিময়ের একটি প্ল্যাটফর্ম। সেখানে জাতীয়তাবাদ ও হিন্দুত্ব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। হিন্দুদের প্রভাবিত করে এমন আইন, ধর্মান্তরণ, গরু হত্যা এবং ওয়াকফ বোর্ড নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।’

সিনিয়র ভিএইচপি নেতা যেমন অলোক কুমার এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুরেন্দ্র জৈন ছাড়াও বেশ কয়েকজন প্রাক্তন বিচারককে দেখা যাচ্ছে। মেঘওয়াল বলেন, ‘অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, আইনবিদ, সিনিয়র আইনজীবী এবং বুদ্ধিজীবীরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

একজন সিনিয়র ভিএইচপি নেতা আরও বলেন, যে বিচারকদের ভূমিকা অবসরের পরে শেষ হয় না এবং তাদের অবশ্যই ‘রাষ্ট্র নির্মাণ’ (জাতি গঠন)-এ জড়িত হয়ে অবদান রাখতে হবে। সেইসঙ্গে ভিএইচপি সূত্র জানিয়েছে যে সমসাময়িক আইনি সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি হিন্দুত্ব নিয়ে মত বিনিময় হয়েছে।

তাদের মতে, এই বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণ কারণ সংঘ পরিবারের বেশ কিছু বিশেষ বিষয় বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন। এর মধ্যে রয়েছে বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ-জ্ঞানবাপী মসজিদ কমপ্লেক্স এবং মথুরার কৃষ্ণ জন্মভূমি-শাহী মসজিদ ঈদগাহ নিয়ে বিরোধ। একজন সিনিয়র ভিএইচপি নেতা বলেছেন, বিজেপি-শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে পাস করা কিছু ধর্মান্তরণ বিরোধী আইনও আদালতের তদন্তের আওতায় এসেছে। ওয়াকফ বিলটি সংসদের একটি যৌথ কমিটিতে পাঠানো হয়েছে, যেখানে জনতা দল ইউনাইটেড এবং এলজেপি-এর মতো প্রধান বিজেপি সহযোগীরা আপত্তি প্রকাশ করেছে। এই প্রথমবার আমরা এমন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। আমরা এটাকে নিয়মিত করার পরিকল্পনা করছি। এই ধরনের ধারণার আদান-প্রদানের মাধ্যমে আমরা আমাদের অ্যাজেন্ডাগুলোকে এগিয়ে নিতে কিছু আইনি বোঝাপড়া গড়ে তুলব। সর্বোপরি, আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জনের আইনি উপায় খুঁজছি।’

অযোধ্যা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের ২০১৯ সালের রায়ের পরে, সংঘের দৃষ্টিভঙ্গি হল যে আইন-শৃঙ্খলা ব্যাহত করতে পারে এমন স্তরের আন্দোলনের জন্য চাপ দেওয়ার পরিবর্তে আদালতের মাধ্যমেই কাশী এবং মথুরার মতো বিতর্কিত বিষয় ‘ন্যায়বিচার’ পেতে পারে। উল্লেখ্য, হিন্দুত্বের পক্ষে রায় দেওয়া বেশ কয়েকজন আইনজীবীকে অবসরের পর বিভিন্ন সম্মানজনক পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আরএসএস-এর সঙ্গে বিচারালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে সেটা পরিষ্কার হল এই ধরনের বৈঠকের মধ্য দিয়ে।

চিকিৎসকদের কর্মবিরতি : রোগী মৃত্যুর অভিযোগ এবার মেদিনীপুর মেডিক্যালে

পূবের কলম প্রতিবেদক, মেদিনীপুর: আর জি কর-কাণ্ড নিয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন অব্যাহত। একমাস ধরে এই আন্দোলনে স্বাভাবিক চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে বলে রাজ্য সরকারও দাবি করেছে সুপ্রিম কোর্টে। সেখানে বলা হয়েছে ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে চিকিৎসকের অভাবে। তারপরেই সোমবার দুপুরে সুপ্রিম কোর্ট অবিলম্বে চিকিৎসকদের চিকিৎসা পরিষেবা স্বাভাবিক করার নির্দেশ দিয়েছেন। মঙ্গলবার ৫টা ৩০ মিনিটের মধ্যে কাজে ফিরতে জুনিয়র ডাক্তারদের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট, তবে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়ার সময় সীমার আগেই আরও একজনের মৃত্যু মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল।

মৃতের পরিবারের দাবি, হাসপাতালে পর্যাপ্ত চিকিৎসক ছিলেন না কর্মবিরতির কারণে, যার খেসারত দিতে হল তরতাজা কিশোরকে। ডাক্তারদের 'নির্মমতা'র জন্য অকালে চলে গেল ছেলেটা।

জানা গিয়েছে, পশ্চিম মেদিনীপুরের খাকুড়দা এলাকার বাসিন্দা কিশোর সূর্যকান্ত শানকি (১৬) জ্বরে আক্রান্ত হয়ে গত ৭ সেপ্টেম্বর ভর্তি হয়েছিল মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন ম্যালেরিয়া হয়েছে। ভর্তির পর থেকে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। রবিবার কিডনি ফেলিওর হয়। যে কারণে রোগীর ডায়ালিসিস পর্যন্ত করতে হয়েছে। তারপর আরও শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। সোমবার দুপুরে তার মৃত্যু হয় মেদিনীপুর মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে সিসিইউ ইউনিটে।

মৃতের পরিজন দেবব্রত কাণ্ডারির অভিযোগ, 'ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছিল। ছেলে সুস্থই ছিল। গতকাল থেকে শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হল। ধর্মঘটের কারণে ডাক্তার সেভাবে ছিল না এবং চিকিৎসা ভালো হয়নি, তাই এই অবস্থা হল।' ঘটনার পর ক্ষোভ উগরে পরিবারের লোকেরা দেহ নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় সোমবার রাতে।

প্রসঙ্গত, আর জি কর মামলায় সোমবার দ্বিতীয় শুনানি ছিল। ওইদিন দুপুরে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আইনজীবী জানিয়েছিলেন, ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে চিকিৎসকদের অনুপস্থিতির কারণে। এবার মেদিনীপুর মেডিক্যালে মৃতের পরিবারের অভিযোগ অনুযায়ী যদি হয় তাহলে সেই তালিকা হয়ে গেল ২৪ জন। যদিও মুখে সংবাদমাধ্যমের সামনে এই অভিযোগ করলেও লিখিতভাবে অভিযোগ করা হয়নি পরিবারের পক্ষ থেকে। ফলে হাসপাতালের পক্ষ থেকেও কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি।

দ্বারিকা শিল্পাঞ্চলে টিন উৎপাদন কারখানা, কর্মসংস্থানের সুযোগ

পূবের কলম প্রতিবেদক, বিষ্ণুপুর: মল্লভূম বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার সদর ব্লকের একটি পঞ্চায়েত দ্বারিকা-গোঁসাইপুর। বাম জমানায় সেখানে ১৭৩ একর জমির উপর গড়ে তোলা হয় বিষ্ণুপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক। সেখানে মোট ১২টি শিল্প সংস্থা নিজেদের কারখানা তৈরি করে। প্রথম দিকে এই শিল্পতালুকে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ায় অনেকেই এগিয়ে আসে কারখানা খোলার জন্য। কিন্তু পরে সেই ছাড় তুলে নেওয়ায় অনেকেই চালু কারখানা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু এখন সেখানেই টাটারা একটি কারখানা কিনে নিয়ে তা মেরামত করছে নতুন করে চালু করার জন্য। আর তার জেরে ফের এই শিল্পপার্ক ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছে। এই কাজে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে রাজ্যের ক্ষমতাসীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারও।

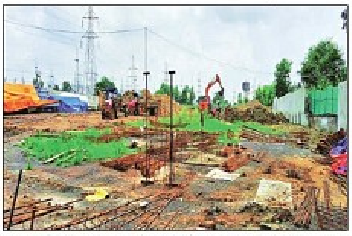

নির্মাণ কাজ চলছে বিষ্ণুপুরে টিন উৎপাদন কারখানার।

একইসঙ্গে বিষ্ণুপুরের দ্বারিকা শিল্পাঞ্চলে আরও একটি নতুন কারখানা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। রঙিন টিন তৈরির ওই কারখানার কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। টাটাদের কারখানা তৈরির কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে। কিছুদিন পর চালু হবে। শিল্পাঞ্চল এলাকায় আরও একটি নতুন কারখানা তৈরি হওয়ায় এলাকায় নতুন করে উচ্ছ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। সরাসরি কর্মসংস্থানের পাশাপাশি ভেঙে পড়া বাজার-হাট আবার নতুন করে জাগতে শুরু করেছে।

প্রসঙ্গত, একটা সময় দ্বারিকায় ৫টি বড় মাপের এবং আরও তিন-চারটি মাঝারি কারখানা চালু হয়েছিল। মেশিনের ঘড়ঘড় আওয়াজে এলাকা গমগম করত। আলোয় ঝলমল করত গোটা এলাকা। তাকে কেন্দ্র করে এলাকায় বাজার-হাটও জমে উঠেছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে দক্ষিণ ভারতের মালিকরা একে একে তাদের কারখানার ঝাঁপ গুটিয়ে চলে যান। কর্মীরাও বেকার হয়ে পড়েন। সংসার চালানোর জন্য তাদের মধ্যে অনেকেই বিকল্প পেশায় নিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু বুকে একরাশ হতাশা নিয়েও নতুন করে কারখানা চালুর আশায় দিন গুনছিলেন। এভাবে ১০টা বছর পেরিয়ে যায়। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় টাটার মতো সংস্থা দ্বারিকা শিল্পাঞ্চলে কারখানা করতে এগিয়ে আসায় তারা পুনরায় স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষ্ণুপুরের শ্যামসুন্দরপুর এলাকায় রঙিন টিন উৎপাদনের একটি কারখানা আগে থেকেই চালু রয়েছে। তারাই দ্বারিকা শিল্পাঞ্চলে কয়েক একর জায়গা পশ্চিমবঙ্গ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের কাছ থেকে লিজে নিয়েছে। সেখানেই তারা নতুন একটি ইউনিট স্থাপন করতে চলেছে। বিষ্ণুপুর-সোনামুখী মেন রাস্তার ধারেই পাঁচিলের ভিতরে নির্মাণকাজ জোরকদমে চলছে।

বিষ্ণুপুরের বিধায়ক তন্ময় ঘোষ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় দ্বারিকা শিল্পাঞ্চল নতুন করে জেগে উঠছে। সেখানে রঙিন টিন তৈরির নতুন একটি ইউনিট তৈরির কাজ চলছে। বেশ কিছু কর্মসংস্থান হবে।'

পুরসভার অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব ১ কোটি ৪৩ লক্ষ

পূবের কলম প্রতিবেদক, বর্ধমান: বিশাল অঙ্কের টাকা গায়েব বর্ধমান পুরসভার অ্যাকাউন্ট থেকে। ১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। ঘটনায় পুরসভার পক্ষ থেকে বর্ধমান থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। বিষয়টি গত শনিবার পুরসভা কর্তৃপক্ষ জানতে পারে। রবিবার বর্ধমান থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। জানা গিয়েছে, পুরসভার পাশে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখায় বর্ধমান পুরসভার অ্যাকাউন্ট আছে। সেই অ্যাকাউন্ট থেকেই গায়েব হয়েছে টাকা। পুরসভার চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকার বলেন, 'আমরা থানায় অভিযোগ করেছি। পুলিশ তদন্ত করছে। আমাদের একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা গায়েব হয়ে গিয়েছে। এই ঘটনায় আমাদের কোনও দোষ নেই। যা হয়েছে ব্যাঙ্কের শাখা থেকে। ব্যাঙ্কের চেক দিয়ে পুরসভার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলার সময় একও এবং ইও-র সই থাকে। অর্থাৎ ফিনান্স অফিসার ও এক্সিকিউটিভ অফিসারের সই থাকে চেকে। এখানে চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যানের সই থাকে না। ব্যাঙ্ক ঠিক মত সই না মিলিয়ে টাকা দিয়েছে। এর দায় ব্যাঙ্কের। ভুলভাবে ব্যাঙ্ক টাকা দিয়েছে। ৯৭ লক্ষ টাকার আরও একটি চেক এসেছিল। সেখানে চেয়ারম্যানের সই ছিল। সেটা আমাদের অফিস ধরে ফেলে।'

এ বিষয়ে সেই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সুদীপ্ত ঘোষ জানান, 'পুরসভার অ্যাকাউন্ট আছে আমাদের শাখায়। এখান থেকেই টাকা উঠেছে। তবে গোটা বিষয়টি হয়েছে মুম্বই থেকে। ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে। মনে করা হচ্ছে ক্লোন করে টাকা তুলেছে সাইবার অপরাধীরা।'

বড় বড় জাহাজের কম্পনে ভাঙছে সুন্দরবনের নদীবাঁধ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন

একসময় তো ছিল নদীপথই পরিবহণের প্রধান মাধ্যম। তবে এখন নতুন অনেক সড়ক, রেলপথ এবং ব্রিজ প্রভৃতি নির্মাণ হওয়ায় নদীপথের গুরুত্ব আগের মতো নেই। তারপরও নানান ক্ষেত্রে যোগাযোগে নদীপথ অনেকটাই নির্ভরশীল। তবে বড়সড় অভিযোগ তুলে এবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্র সুন্দরবনের নদীগুলিকে আন্তর্জাতিক নদীপথ হিসেবে বেছে নিয়েছে, যে কারণে সুন্দরবনে নদীবাঁধে ধস লেগেই আছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন বিশাল নদীমাতৃক এলাকা, নদীর ধারে সাধারণ মানুষের ঘর। কৃষি জমি, মাছ চাষ নিয়ে তাদের জীবিকা-উপার্জন। এর উপর নির্ভর করে জীবনযাপন সুন্দরবনবাসীর। সেই তাদের কপালে দিনের পর দিন নেমে আসছে দুর্যোগ। আর

কেন্দ্রকে নিশানা উপাধ্যক্ষর

এর জন্য দায়ী কেন্দ্রীয় সরকার, এমনই ভাষায় কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ অনিমেষ মণ্ডল বললেন, 'সুন্দরবনের নদীগুলিকে আন্তর্জাতিক নদীপথ হিসেবে বেছে নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর ফলে সুন্দরবনের বুকে বড় বড় সিএমসি জাহাজ চলাচল করছে। যার কম্পনে নদীবাঁধ গুলি একের পর এক ধস নিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি মনে করতো জাতীয় সড়ক বেছে নিয়ে আন্তর্জাতিক সড়ক হিসেবে মান্যতা দিতে পারত, কিন্তু তা না করে শুধুমাত্র নদীগুলি বেছে নেওয়ার ফলে এমনই ঘটনা ঘটছে।'

জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষর কথায়, '১০০ দিনের কাজ বন্ধ। আবার নদীর ধারে মানুষগুলোকে হাতে ও পাতে মারা চক্রান্ত করছে কেন্দ্র। এই কারণে সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের রাঙাবেলিয়া পঞ্চায়েতের পাখিরালয় গ্রামে নদী বাঁধে ধস নেমেছে। বাঁধ মেরামতি কাজ শুরু করেছে গ্রামবাসী ও প্রশাসনের লোকজন। আর আচমকা নদীবাঁধ ধসে পড়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়। জেসিবি দিয়ে নদীর বাঁধ মেরামতির কাজ চলছে।'

সুন্দরবনের জঙ্গল-সংলগ্ন দেউলবাড়ি গ্রাম। মঙ্গলবার দুপুরে কয়েকজন স্থানীয় মানুষ জঙ্গল থেকে মাছ-কাঁকড়া ধরে ফেরার পথে 'বাঘ মামা'র দর্শন পায়। দেখতে পায় একাধিক বাঘের পায়ের ছাপ। ছড়ায় চরম আতঙ্ক। ছুটে আসে কুলতলি বন দফতরের কর্মীরা। মুহূর্তে এলাকা ফেন্সিং নেট দিয়ে ঘিরে ফেলে। শুরু হয় জঙ্গলে খোঁজ। তবে দিনভর নাগাল পাওয়া যায়নি বাঘের। ঘোর আতঙ্কে দেউলবাড়ি গ্রাম।

জলে ডুবে শিশুমৃত্যু রুখতে কর্মসূচি, পরিদর্শনে আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি দল

বাবলু হাসান লস্কর, কুলতলি

বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ২ লাখ ৩৫ হাজার মানুষ জলে ডুবে মারা যায়। পৃথিবীতে মোট জলে ডুবে মৃত্যুর ১৭ শতাংশ ঘটনা ভারতে ঘটে। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের মতো পুকুর এবং নদী-নালা ঘেরা অঞ্চলে এই মৃত্যুর সংখ্যা অনেকটা বেশি। জলে ডুবে মৃত্যুর কারণে সুন্দরবনে প্রতিদিন গড়ে প্রায় তিনটি করে শিশুর পরিচয় পৃথিবী থেকে মুছে যাচ্ছে। যার জন্য দায়ী অসচেতনতা এবং সদিচ্ছার অভাব। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জলে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধ করার বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার ঘোষণা করেন। সুন্দরবনের বিভিন্ন পিছিয়ে থাকা ব্লকগুলি যেমন— কুলতলি, ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, জয়নগর-২ এর মতো ব্লকে স্বাস্থ্য মন্ত্রক নির্ধারিত বেশ কিছু কর্মসূচিকে বাস্তবায়নের দায়ভার নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের এনজিও সিনি। যার অন্যতম লক্ষ্য, শিশু জলে ডুবে যাওয়ার পর কীভাবে তাকে উদ্ধার করতে হবে এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছানোর আগে কী ধরনের প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হবে তাদের।

সুন্দরবনের কুলতলি ব্লকের গুড়গুড়িয়া, ভুবনেশ্বরী, মৈপিঠ, বৈকুণ্ঠপুর পঞ্চায়েত এলাকায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সিনির পরিচালিত দুটি কবচ সেন্টার দি জর্জ ইনস্টিটিউট অফ গ্লোবাল হেল্থ ইউকে থেকে মার্গি প্যাডেন, অস্ট্রেলিয়া থেকে জুগনুর জুগনুর পরিদর্শন করেন। সিনির তরফ থেকে ড্রাউনিং প্রোগ্রামের ইনচার্জ ও ন্যাশনাল অ্যাডভোকেসি অফিসার সুজয় রায় ও অন্যান্য কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। পরে কুলতলি ব্লকের বর্তমান ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুচন্দন বৈদ্যর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর সাথে এই প্রকল্পের ব্যাপারে কথাবার্তা করেন।

ধর্ষণের মামলা তুলে নিতে খুনের হুমকি

পূবের কলম প্রতিবেদক, ঢোলাহাট: গত ১৫ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঢোলাহাট থানা এলাকার এক নাবালিকাকে প্রলোভন দিয়ে নিজের কিশরির আলাঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করার অভিযোগ ওঠে ঢোলাহাট থানার কোয়াবেড়িয়া এলাকার বাসিন্দা জহির মোল্লার বিরুদ্ধে। নাবালিকার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে গত ৪ সেপ্টেম্বর বুধবার সকালে জহির মোল্লাকে গ্রেফতার করার পর ধর্ষণের মামলা রুজু কাকদ্বীপ মহাকুমা আদালতে পাঠায় ঢোলাহাট থানার পুলিশ। বর্তমানে ওই অভিযুক্ত জেল হেফাজতে। অভিযোগ, গতকাল সন্ধ্যা আনুমানিক ৬টা নাগাদ নাবালিকার বাড়ি চড়াও হয়ে ওই মামলা তুলে নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি ও হুমকি দেওয়া হয়েছে ঢোলাহাট থানার দোবারচক এলাকার এক বাসিন্দার বিরুদ্ধে। এমনকী মামলা তুলে না নিলে ওই নাবালিকা ও তার পরিবারের সদস্যদের মেরে বাড়ির পাশে কালনাগিনী নদীতে ভাসিয়ে দেবে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে গভীর রাতে ঢোলাহাট থানায় নাবালিকার পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ জানানো হয়েছে। সেই অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে ঢোলাহাট থানার পুলিশ।

সিলিন্ডার ফেটে বৃদ্ধার মৃত্যু

পূবের কলম প্রতিবেদক, হাওড়া: রান্নার সময় গ্যাসের সিলিন্ডার ফেটে অগ্নিদগ্ধ হয়ে হাওড়ার জগাছায় বৃদ্ধার মৃত্যু। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রান্না করার সময় গ্যাসের সিলিন্ডার ফেটে মারাত্মকভাবে অগ্নিদগ্ধ হন তিনি। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঘটনার পরদিন মৃত্যু হয় তার। মৃতা বৃদ্ধার নাম রেখা মান্না (৬৫)। ঘটনাটি ঘটে রবিবার হাওড়ার জগাছা থানা এলাকার জিআইপি কলোনিতে। ঘরে রান্না করার সময় হঠাৎই গ্যাস সিলিন্ডার সশব্দে ফেটে যায়। তিনি অগ্নিদগ্ধ হন। এই অবস্থায় এলাকার মানুষ তাকে নিয়ে হাসপাতালে যান। পরদিন সোমবার তার মৃত্যু হয়।

উল্লেখ্য, রান্নার গ্যাস জ্বালাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে কিছুদিন আগে একটি ঘটনায় হাওড়ার জগাছার ধাড়সা চৌধুরীপাড়া এলাকায় মৃত্যু হয়েছিল এক বৃদ্ধা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনি এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন, পরে মারা যান।

নিঃশব্দে সমাজসেবা মোমিন শাহ সেবা ফাউন্ডেশনের

মুহাম্মদ রাকিব, পাঁচলা: সীমিত সাধ্যের মধ্যে থেকেও শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য এই দুই বিষয়ে মানবসেবায় নজির গড়েছে হাট পাঁচলা মোমিন শাহ সেবা ফাউন্ডেশন। তারা বিনামূল্যে মানুষকে দিচ্ছেন চিকিৎসা পরিষেবা। পাশাপাশি সমাজের দুস্থ পরিবারের পড়ুয়ারা নিচ্ছে দ্বীনের শিক্ষা। পাশাপাশি সমাজের দুস্থ খেটে খাওয়া পরিবারের সন্তানদের জন্য ফাউন্ডেশন শুরু করেছে শিশু শিক্ষালয়। দূর-দূরান্ত থেকে বহু পড়ুয়া আবাসিক হিসেবে এই ফাউন্ডেশনে থেকে নিচ্ছে কুরআন, হাদিসের শিক্ষা। এভাবেই সমাজসেবায় নজির গড়েছে হাট পাঁচলা মোমিন শাহ সেবা ফাউন্ডেশন। স্বল্প সাধ্যের মধ্যে তাদের সমাজসেবা কাজের প্রশংসা আজ সমাজের সর্বস্তরে। সপ্তাহের সাতদিন ফাউন্ডেশন বসছে একদল অভিজ্ঞ চিকিৎসক দল। সেই চিকিৎসকের তালিকায় রয়েছে এ আর খান, তৈয়েবুর রহমান, অয়ন দাস, এমএম ফিরোজ, স্মৃতি অরোরা, হজরত বেনজির, ডাক্তার আজিজ, ডাক্তার জাকির।

বিনা পারিশ্রমিকে এই সকল চিকিৎসকরা দেখছেন রোগী। আবার ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় বিনামূল্যে ওষুধ। ২০১৫ সাল থেকে এভাবেই চলছে হাট পাঁচলা মোমিন শাহ ফাউন্ডেশনের কর্মকাণ্ড। ফাউন্ডেশন কর্ণধার সেখ মোক্তার বলেন, 'শিশু বিশেষজ্ঞ, গাইনোকোলজি, দাঁত, চোখ ও মেডিসিন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা এখানে আউটডোরে রোগী দেখেন এবং প্যাথলজি বিভাগে বিনামূল্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। তবে এই সেবার কাজে চিকিৎসকরা কোনও পারিশ্রমিক নেন না। সেবার মানসিকতায় তারা দূর থেকে ছুটে আসেন। তবে ফাউন্ডেশনে রয়েছে আর্থিক সমস্যা। তার মধ্যেও একটি বেসিক মেডিক্যাল প্রশিক্ষণের কোর্স চালু করা হয়েছে। মানুষের সহায়তা নিয়েই মানুষকে সেবা প্রদান করার কাজ চলছে। আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে একটি অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করার।'

জাল নথি তৈরির বড় চক্রের হদিশ পুলিশের

এম এ হাকিম, বনগাঁ

উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয় ভোটার কার্ড, আধার কার্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ নথি জাল করার চক্রের সন্ধান পেয়েছে পুলিশ। মঙ্গলবার বনগাঁ পুলিশ জেলার সুপার দীনেশ কুমার এক সংবাদ সম্মেলনে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, গতকাল নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে সুজয় মিস্ত্রি নামে হরিদাসপুরের একজন (ভারতীয়) টাউট এবং ৩ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করা হয়। যখন ওই অনুপ্রবেশকারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তখন জানা যায় বনগাঁয় 'রাকেশ ডিজিটাল' নামে একটি দোকান আছে যেখানে রাকেশ মণ্ডল নামে এক অভিযুক্ত ব্যক্তি

বনগাঁ

জাল ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, কাস্ট সার্টিফিকেট ইত্যাদি তৈরি করে। সেখানে রেইড করে বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সুপার আরও বলেন, অভিযুক্ত রাকেশ মণ্ডলকে গ্রেফতার করে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। কারা কারা এই চক্রে জড়িত আছে তা তদন্ত করা হবে। কত জনকে এরকম ভুয়ো নথিপত্র তৈরি করে দিয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তারা এখন কোথায় আছে তার খোঁজখবর নেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি উত্তরপ্রদেশ থেকে পুলিশের একটি টিমের আগে একজনকে গ্রেফতার করেছিল বলে উল্লেখ করেন। ভোটার কার্ড, আধার কার্ড এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র যাতে কেউ কোনো ভাবেই জাল না করতে পারে পুলিশ সেজন্য সজাগ ও সতর্ক রয়েছে এবং এর গোটা চক্রকে ভেঙে দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন পুলিশ সুপার।

আরবি ভাষার একদিনের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

সফিকুল ইসলাম (দুলাল), বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল আরবি ভাষার একদিনের জাতীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাকাডেমি অফ এক্সিলেন্সের চেয়ারম্যান ড. সাবির নওয়াস ও আলিয়া ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক ড. সাইদুর রহমান। বিদেশি ভাষা হিসেবে আরবি ভাষা রপ্ত করতে অনারবদের বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তবে, বিজ্ঞানসম্মত কিছু পদ্ধতি মেনে চললে যে কোনও ভাষা শেখা অনেক সহজ হয়ে যায়। বিশেষ করে, ভাষার ব্যবহারিক দিক যেমন শ্রবণ, কথা বলা, পড়া ও লেখা রপ্ত করতে পারলে মনের ভাব প্রকাশ সহজ হয়। এই উদ্যোগ নিয়েছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আলমগীর। তাঁরই উদ্যোগে মঙ্গলবার থেকে শুরু হলো একদিনের বিশেষ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কর্মশালার ডিরেক্টর ড. শামীম নিজামি, উদ্যোক্তা সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আলমগীর প্রমুখ। প্রধান অতিথি ড. সাবির নওয়াস বলেন, 'আরবি মুসলিমদের ধর্মীয় ভাষা হলেও এর সঙ্গে ভারতের যোগ বহু পুরনো। গোটা বিশ্বেই আরবি সাহিত্য ও বাণিজ্যিক ভাষা হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে।'

রক্তদান শিবির গঙ্গাধরপুরে

সামিম আহমেদ, পাথরপ্রতিমা: রক্তের সংকট মেটাতে মুমূর্ষু রোগী এবং থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের সাহায্যার্থে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের দক্ষিণ গঙ্গাধরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মতিলাল বাজারে সেফা নার্সিংহোমের উদ্যোগে মঙ্গলবার স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির শুরু হয়। এই শিবিরে পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে মোট ৯৫ জন রক্তদান করেন। এদিন রক্তদাতাদের উৎসাহ দিতে শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পাথরপ্রতিমা ব্লকের জেলা পরিষদ সদস্য মহেশ্বর নাইয়া, কর্মাধ্যক্ষ হিমাংশু শেখর রাউত, ডা আহামাদুল্লা পাইক, সমাজসেবী আবদুল মান্নান খান ও সারিফ হোসেন খান-সহ অন্যান্যরা। সেফা নার্সিংহোমের কর্মসূচির প্রশংসা করেছেন অনেকে।

জমি ছাড়াও টবে পুদিনা চাষ করে সম্ভব ভালো আয়

সেখ সিরাজ, হুগলি

খাবারের স্বাদ বাড়ানোর পাশাপাশি পুদিনা পাতার রয়েছে অনেক ভেষজ গুণ। এছাড়া গরমে ত্বকের জ্বালাপোড়া হলেও পুদিনা পাতা ভালো কাজ করে। যাদের হজমে সমস্যা হয় এবং অরুচিতে ভোগেন তারা হজম শক্তি বৃদ্ধির জন্য পুদিনা পাতার ব্যবহার করতে পারেন। আমাদের দেশে অন্যান্য ফসলের মতো বাণিজ্যিকভাবে পুদিনা পাতা চাষ হচ্ছে। জমি ছাড়াও খুব সহজেই বাড়ির ছাদ, বাগান কিংবা বারান্দায় টবে পুদিনা পাতার চাষ করা যায়। সাধারণ বেলে বা ছায়াযুক্ত নরম দোআঁশ মাটিতে পুদিনার চাষ ভালো হয়। ঝুরঝুরে মাটিতে গোবর সার, পাতা পচা, জৈব সার, কিছু সুপার ফসফেট ও মিউরিয়েট অফ পটাশ মিশিয়ে বেড তৈরি করতে হয়। এই চাষ একবার করলে কমপক্ষে ৪-৫ বছর ধরে পাতার জোগান পাওয়া যায়। অন্যান্য ফসলের তুলনায় পুদিনা চাষ করলে বেশি টাকা মুনাফা পাওয়া যায়। চাষে বিশেষ কিছু খরচ নেই, বাজারে পুদিনার চাহিদাও বেশি।

বাড়ির ছাদের টবেতেও পুদিনা চাষ করা যায়। টবে পুদিনা পাতা চাষ করতে হলে কমপক্ষে ১০-১২ ইঞ্চি সাইজের মাটির টব সংগ্রহ করতে হবে। এর জন্য টবের অর্ধেক বেলে-দোআঁশ মাটি তার সঙ্গে পচা গোবর বা কেঁচো সার মিশিয়ে মাটি তৈরি করা যায়। টবে পুদিনা চাষ করার জন্য রুটিন হরমোন ব্যবহার করা যায়। এটি ব্যবহারে তাড়াতাড়ি শিকড় গজায়। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে ৩০ সেমি ব্যবধানে পুরানো কেয়ারি থেকে তেউড় (শিকড়) তুলে এনে বপন করতে হবে। কাটিং লাগানোর পর ৪-৫ দিন অন্তরে ঝাঁজরি করে হালকা জল দিতে হবে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গাছ সম্পূর্ণ হয়।

প্লাস্টিকের বোতলে বেড়ে উঠছে ভেষজ পুদিনা।

পুরুলিয়া জেলার বেশ কিছু ব্লকে পুদিনা চাষ করে স্থানীয় বাজার-সহ রাজ্যের অন্যান্য জেলার বাজারে রফতানি করা হয় পুদিনা। বিঘা প্রতি কমপক্ষে ৪০-৫০ হাজার টাকা আয় হয় পুদিনা চাষে। পুদিনার অ্যান্টিসেপটিক ও গ্যাসট্রিক, স্টিমুল্যান্ট প্রোপার্টি রয়েছে। তাই অ্যাসিড, গ্যাস, গলা বুক জ্বালা, বমি বমি ভাব, পেট ব্যথা, বদহজম, ক্ষুধামন্দা, ইত্যাদি সমস্যায় ভীষণ উপকার দেয় পুদিনা। ৬-৭টা পুদিনা পাতা সেদ্ধ করে বেঁটে দু-চামচ মধুর সঙ্গে মিশিয়ে আড়াই-তিন মাস সেবন করলে হাত ও পায়ের শক্তি বাড়ে। পুদিনাতে বহু গুণ থাকার জন্য দিনের পর দিন পুদিনা খাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। আর বাড়ছে উত্তরোত্তর পুদিনার চাহিদা।

নাবালিকা বিয়ে রুখতে অভিযুক্ত অভিভাবকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ

রিনা লায়লা, ইসলামপুর

ফের বাড়ছে নাবালিকা বিয়ে। গত দু'মাসে উত্তর দিনাজপুরে ২৮ জন নাবালিকা বিয়ে রোধ

উত্তর দিনাজপুর

করা সম্ভব হয়েছে। বেসরকারি মতে নাবালিকা বিয়ের সংখ্যা আরও অনেক বেশি। এদের মধ্যে বেশিরভাগই স্কুল ছাত্রী। এই পরিস্থিতিতে স্কুলগুলোতে আরও বেশি সচেতনতায় জোড় দিচ্ছে প্রশাসন। প্রশাসন সূত্রে খবর, এইসব নাবালিকাদের কয়েকজনকে পরে পুলিশ প্রশাসনের নজর এড়িয়ে বিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এই প্রবণতা রুখতে কয়েকটি পদক্ষেপ করতে চলেছে প্রশাসন। সূত্রের খবর, এবার থেকে প্রয়োজনে নাবালিকা মেয়ের অভিযুক্ত অভিভাবকদের বিরুদ্ধে মামলা হতে পারে। মঙ্গলবার উত্তর দিনাজপুর জেলা

। শিশু সুরক্ষা কমিটি ও চাইল্ড লাইনের উদ্যোগে গোয়ালপোখরের ধরমপুর হাইস্কুল ও লোধন হাইস্কুলে পড়ুয়াদের নিয়ে সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল। শিবিরে যে সমস্ত নাবালিকা মেয়ের অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে গিয়েছে সেসব মেয়েদের দুর্বিষহ অবস্থার কথা স্কুল পড়ুয়াদের সামনে তুলে ধরলেন শিশু সুরক্ষা ও চাইল্ড লাইনের আধিকারিকরা। নাবালিকা বিয়ে বন্ধের জন্য একযোগে প্রচার চালাচ্ছে জেলা প্রশাসন। চাইল্ড লাইনও পিছিয়ে নেই। পুরোহিত থেকে মৌলবীদের নিয়ে শিবির, স্কুলে স্কুলে প্রচারও হচ্ছে। নাবালিকা বিয়ের প্রবণতা

> আগের চেয়ে নাবালিকা বিয়ের সংখ্যা অনেকটাই কমানো গিয়েছে। কিন্তু পুরোপুরি নির্মূল করা যায়নি। আমাদের লক্ষ্য যে কোনও প্রকারে এই প্রথাকে পুরোপুরি বন্ধ করা। তার একটাই উপায় ঘরে ঘরে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতস্তরে শিশু সুরক্ষা কমিটির মাধ্যমে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা প্রচার করবেন।
>
> —অসিত দাস
> জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক

বন্ধ করতে এ বার স্কুলগুলিকে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

উত্তর দিনাজপুর জেলা শিশু সুরক্ষা কমিটির আধিকারিক অসিত দাস দাবি করছেন, 'আগের চেয়ে নাবালিকা বিয়ের সংখ্যা অনেকটাই কমানো গিয়েছে। কিন্তু পুরোপুরি নির্মূল করা যায়নি। আমাদের লক্ষ্য যে কোনও প্রকারে এই প্রথাকে পুরোপুরি বন্ধ করা। তার একটাই উপায় ঘরে ঘরে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতস্তরে শিশু সুরক্ষা কমিটির মাধ্যমে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা প্রচার করবেন।'

তবে পুলিশ-প্রশাসনের তরফে অনেক ক্ষেত্রেই দাবি করা হয় যে নাবালিকা বিয়ের অন্যতম কারণ 'পালিয়ে বিয়ে'। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত প্রশাসনের কর্তাদের মতে, নাবালিকাদের প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। চাইল্ড লাইনের কো-অর্ডিনেটর উত্তম দাস বলেন, 'এ ক্ষেত্রে সচেতনতা দরকার। অভিভাবকদের সচেতন করা হচ্ছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে মামলাও করা হচ্ছে।'

এসেছে শরৎ...

বিদ্যালয় থেকে ঘরে ফেরার পথে। বীরভূমে দৃশ্যটি ক্যামেরাবন্দী করেছেন তথাগত চক্রবর্তী।

নতুন করে গঙ্গাভাঙন আতঙ্ক সামশেরগঞ্জে

সৈয়দ রহমান, লোহরপুর: নদীভাঙন থেকে যেন নিস্তার নেই মুর্শিদাবাদের। কখনও ফরাক্কা তো কখনও জঙ্গিপুর। গঙ্গার সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে পদ্মানদীর ভাঙন। লালগোলা, সাগরদিঘি, রঘুনাথগঞ্জ প্রভৃতি এলাকার নদীভাঙন কার্যত নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে সব এলাকার ভাঙনকে টেক্কা দিয়েছে সামশেরগঞ্জের গঙ্গাভাঙন। গত এক সপ্তাহ বিরতির পর সোমবার গভীর রাতে এই ব্লকে গঙ্গার আগ্রাসন আবারও খবরের শিরোনামে।

সূত্রের খবর, সোমবার রাতে সামশেরগঞ্জ ব্লকের লোহরপুর এলাকায় বেশ কিছু জমি গঙ্গার জলে মিশে গেছে। ভাঙনের খবরের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে সামশেরগঞ্জের বিডিও সুধীরচন্দ্র লোধের কাছ থেকেও। তিনি জানিয়েছেন, ভাঙনে বেশ কিছু জমি নদীতে ধসে পড়লেও এখনও পর্যন্ত বাড়ি-ঘর ভেঙে পড়ার কোনও খবর নেই। তবে স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ভাঙন যেভাবে বাড়ছে তাতে করে লোকালয়ের বেশকিছু বাড়ি-ঘর যেকোনও সময় নিশ্চিহ্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এদিকে নতুন করে গঙ্গাভাঙনের ঘটনা ঘটতেই ঘরপোড়া গরুর মতো নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষরা সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছে। তাদের বক্তব্য, পাড় ভাঙা শুরু হলেই সেটা বাড়তে বাড়তে বাড়ি-ঘরগুলো ধ্বংস করে ফেলে।

মুম্বইয়ে কাজে গিয়ে হত মালদার এজাজুল

পুবের কলম প্রতিবেদক, মালদা: স্ব-শরীরের বদলে সাদা কাপড়ে মোড়া এক শ্রমিকের দেহ ঘরে ফিরল কালিয়াচকের জালালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সবদলনগরে। মৃতের নাম এজাজুল মোমিন (২৭)। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, চুক্তিভিত্তিতে স্থানীয় এক ঠিকাদার সংস্থার মাধ্যমে মুম্বইয়ে রং মিস্ত্রির কাজ করতে যান কালিয়াচক জালালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সবদলনগরের বাসিন্দা এজাজুল মোমিন। সোমবার খারঘড় এলাকায় একটি নির্মীয়মাণ বহুতলে বাঁশ বাঁধার সময় ১০ তলার ছাদ থেকে পড়ে যান এজাজুল। সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে মৃত্যু হয় মোমিনের। সহকর্মীরাই এজাজুলের মালদার বাড়িতে ফোন করে ঘটনাটি জানান। মৃত এজাজুল মোমিনের স্ত্রী সুমা খাতুন ছাড়াও পরিবারে রয়েছে দুই সন্তান।

মৃতের স্ত্রী সুমা বলেন, 'বেলা দুটোর সময় ওঁর সঙ্গে ফোনে কথা হয়। সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল। আচমকা বিকেলে একজন ফোন করে জানায়, ১০ তলার ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছে। সন্ধ্যায় খবর পাই ও আর নেই! আমি এখন ছোট ছোট দুই সন্তানকে নিয়ে কীভাবে বাঁচব? আমাদের সংসার চলবে কিভাবে?' মঙ্গলবার ওই মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের কফিনবন্দী দেহ পৌঁছায় কলকাতা বিমানবন্দরে। সেখান থেকে এদিন সন্ধ্যা প্রায় ৬টা নাগাদ সড়কপথে মালদার গ্রামে পৌঁছায় এজাজুল মোমিনের কফিনবন্দি দেহ। মৃতদেহ ঘরে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃতের পরিবার ও পরিজনেরা। খবর পেয়ে মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে আসেন শাসকদলের শ্রমিক নেতা হায়দর আলি মোমিন। তিনি জানান, প্রায় বছর চারেক থেকে এজাজুল মুম্বইয়ে রং মিস্ত্রির কাজ করতেন। অন্যদিকে, পরিযায়ী শ্রমিক এজাজুলের মৃত্যুর খবরে তৃণমূল সাংসদ সামিরুল ইসলাম বলেন, সরকারী নিয়ম অনুযায়ী মৃতের পরিবার সহায়তা পাবে।

প্রাক্তন কাউন্সিলরের মৃত্যু, পলাতক দ্বিতীয় স্ত্রী

পুবের কলম প্রতিবেদক, রামপুরহাট: তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলরের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য শহর জুড়ে। সোমবার রাতে রামপুরহাট পৌরসভার অন্তর্গত ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা। ওই ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর ভগীরথ দাসকে তার দ্বিতীয় স্ত্রী খুন করেছে বলে দাবি মৃতের পরিবারের। পরিবারের সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে তার দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে থাকতেন ভগীরথ দাস। গতকাল রাতে তার বাড়ি থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় তার মৃতদেহ। পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপরেই মৃতের দ্বিতীয় স্ত্রী ও মেয়ে-জামাই পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় রামপুরহাট থানার পুলিস। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রামপুরহাট থানার পুলিস।

অস্থায়ী শিক্ষকদের পুনর্বহালের দাবি, হাইমাদ্রাসায় বিক্ষোভ পড়ুয়াদের

মুশারফ হোসেন, চাঁচল: বিদ্যালয়ের অস্থায়ী শিক্ষকদের পুনর্বহাল ও পরিকাঠামোগত কিছু সমস্যা সমাধানের দাবিতে পঠন-পাঠন বন্ধ রেখে মাদ্রাসায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করল ছাত্রছাত্রীরা। রতুয়া-১ ব্লকের চাঁদমুনি অঞ্চল হাইমাদ্রাসায় ছাত্র আন্দোলনের জেরে মঙ্গলবার পঠনপাঠন বন্ধ হয়ে যায়। এই মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি, যে দুজন অস্থায়ী শিক্ষক ও একজন দুইজন অশিক্ষক কর্মচারী রয়েছেন। সারা বছরে মাদ্রাসার যা আয় সেখান থেকে অস্থায়ী শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হয়। এর ফলে প্রতি বছর আর্থিক ঘাটতি থেকে যায়। বিষয়টি অভিভাবক সভায় তিনি জানালে অভিভাবকেরা মতামত দেন, যে বিষয়ের শিক্ষকের প্রয়োজন নেই, সেখানে তাদের ছাঁটাই করা হোক। অভিভাবক সভার পরামর্শ মেনেই আরবি ও এডুকেশন বিভাগের দুই

অস্থায়ী শিক্ষকদের পুনর্বহালের দাবিতে সোচ্চার পড়ুয়ারা।

দারোয়ানকে ছাঁটাই করা হয়েছে তাদের অবিলম্বে পুনর্বহাল করতে হবে। এছাড়াও মাদ্রাসায় পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা ও বিদ্যুতের সমস্যা দ্রুত মিটিয়ে ফেলতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি মানা না হলে আগামী দিনে আন্দোলন আরও তীব্রতর করা হবে বলে জানিয়েছেন ছাত্রছাত্রীরা।

মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মতিউর রহমান জানিয়েছেন, তার মাদ্রাসা উচ্চ মাধ্যমিক হলেও দশজন স্থায়ী শিক্ষক, ছয়জন অস্থায়ী শিক্ষক ও শিক্ষককে ছাঁটাই করে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। তিনি আরও জানান, মাদ্রাসায় তিনজন আরবির শিক্ষক রয়েছেন। তাদেরকে দিয়েই পঠন-পাঠনের কাজ সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে। ভূগোলের শিক্ষক না থাকায় এদের দু'জনকে বাদ দিয়ে তিনি ভূগোলের একজন অস্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করার কথা ভেবেছিলেন। অন্যদিকে, দারোয়ানের বদলে একজন মেট্রন নিয়োগের কথা ছিল। কিন্তু দুই শিক্ষক ও এক অশিক্ষক কর্মচারীর ছাঁটাইয়ের খবর শোনার পরে ক্ষোভে ফেটে পড়ে ছাত্রছাত্রীরা। তাদের বক্তব্য, সেশনের মাঝপথে শিক্ষকদের ছাঁটাই করা হলে পঠন-পাঠনের সমস্যা হবে। তাই এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার জন্য প্রধান শিক্ষককে চাপ সৃষ্টি করে তারা।

অন্যদিকে, বিদ্যালয়ে সাবমারসিবল মারফত যে পানীয় জল সরবরাহ করা হয় তাতে আয়রনের মাত্রা অত্যধিক থাকায় তা পানের যোগ্য নয়। অবিলম্বে পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছে ছাত্র-ছাত্রীরা। তাদের অভিযোগ শোনার পরে প্রধানশিক্ষক

রতুয়া-১

জানিয়েছেন ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন ও ফর্ম ফিলাপ বাবদ বিদ্যালয়ে যা আয় হয় তা থেকে তিনি অস্থায়ী শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন প্রদান করেন। এমতাবস্থায় অভিভাবকদের ঘাড়ের উপর অনুদানের বোঝা চাপবে। সে কথা ভেবেই তিনি অপ্রয়োজনীয় শিক্ষকদের ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা তাদের দাবিতে অনড় থাকায় বুধবার থেকে ছাঁটাই হওয়া শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীকে কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছে। এ বিষয়ে আগামী রবিবার অভিভাবকদের নিয়ে একটি সভাও ডাকা হয়েছে। সেই সভায় অভিভাবকেরা কি মতামত দেন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ।

প্রথম টেস্টে সরফরাজের পরিবর্তে ভারতীয় দলে রাহুল

দলীপেই সরফরাজ, তবে কি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্রাত্য?

পুবের কলম প্রতিবেদক: দলীপ ট্রফির দ্বিতীয় রাউন্ডে ইন্ডিয়া 'বি' দলে ফের জায়গা পেলেন সরফরাজ খান। এই পর্বে ঋষভ পন্থকে বাইরে রাখা হলেও সরফরাজকে রাখা হয়েছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রথমটির দল ঘোষণা করা হয়েছে। ১৬ জনের সেই স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন সরফরাজ খান। দলীপের প্রথম ম্যাচে ইন্ডিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে মাত্র ৬ রানে ফিরলেও দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি রান পেয়েছেন। অল্পের জন্য হাফ সেঞ্চুরি মিস করলেও দলের হয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলে দ্বিতীয় ইনিংসে দলের রান বাড়িয়ে দলের জয়ের ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং নিজেকে প্রমাণও করেছেন। এ দিকে

সরফরাজ খান

লোকেশ রাহুল
- দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শেষ টেস্টে ৩ ইনিংসে ১ সেঞ্চুরি-সহ রাহুলের সংগ্রহ মোট ১১৩ রান
- দলীপে শেষ ম্যাচে পরাজয় তাঁর দলের
- ২ ইনিংসে রাহুলের মোট রান ৯৪

সরফরাজ খান
- ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ টেস্টে ৫ ইনিংসে ৩ হাফ সেঞ্চুরি-সহ সরফরাজের সংগ্রহ মোট ২০০ রান
- দলীপে শেষ ম্যাচে জয় তাঁর দলের
- ২ ইনিংসে সরফরাজের মোট রান ৫৫

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট শুরু ১৯ সেপ্টেম্বর। তার আগে ভারতীয় ক্রিকেটাররা ১৩ সেপ্টেম্বর চেন্নাইয়ের জাতীয় ক্যাম্পে যোগ দেবেন। যাঁরা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্টে খেলবেন, তাঁদের আর দলীপে নামার কথা নয়। তাই পন্থের মতো ক্রিকেটারকেও ডেকে নেওয়া হয়েছে। নির্বাচকরা মনে করেছেন পন্থকে আর দলীপে খেলানোর প্রয়োজন নেই। তিনি টেস্টে নামার জন্য তৈরি আছেন। তাহলে কি সরফরাজ খানকে আরও একটু দেখে নিতে চাইছেন বোর্ডের নির্বাচকরা?

কারণ, যদি দলীপ ট্রফির দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলেন সরফরাজ, সেক্ষেত্রে তিনি জাতীয় দলের ক্যাম্পে কীভাবে যোগ দেবেন? দলীপের দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচ শেষ হবে ১৫ সেপ্টেম্বর। তারপর হাতে মাত্র ৪ দিন থাকবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের আগে। সরফরাজকে সেক্ষেত্রে ১৬ তারিখই ক্যাম্পে যোগ দিতে হবে। যে সম্ভাবনা খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। তাহলে কি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ১৬ জনের দলে জায়গা পেয়েও আর সুযোগ হবে না সরফরাজের? সুযোগের কাছে এসেও কি তাহলে তা হাতছাড়া হতে চলেছে সরফরাজের? এর আগে তিনি নিজেকে ভারতীয় টেস্ট দলে প্রমাণ করেছেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনটি টেস্টের মধ্যে একটি টেস্টের দু'টি ইনিংসেই হাফ সেঞ্চুরি করার পর সেই সিরিজের শেষ টেস্টেও হাফ সেঞ্চুরি করে সরফরাজ এটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি ভারতীয় দলে থাকতে এসেছেন। ৩টি টেস্ট মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ২০০ রান করেছেন সরফরাজ। বাংলাদেশ ইংল্যান্ডের থেকে শক্তিতে অনেকটাই কম। তবে বাংলাদেশের স্পিন শক্তি বেশ ভালো। তাই সরফরাজের মতো ব্যাটসম্যানকে সেখানে প্রয়োজন হতে পারত। বিশেষ করে গত কয়েক বছরে ঘরোয়া ক্রিকেটে যেখানে সরফরাজের পারফরম্যান্স বাকিদের কাছে ঈর্ষণীয়। লোকেশ রাহুলকে ইন্ডিয়া 'সি' দল থেকে জাতীয় দলের ক্যাম্পে ডেকে নেওয়া হয়েছে। অথচ তাঁর থেকে ঢের ভালো পারফরম্যান্স সরফরাজের। তাঁকে রেখে দেওয়া হল দলীপ ট্রফিতেই। অথচ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সরফরাজ খেললে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে তাঁর একটা পরীক্ষাও হয়ে যেত। সফল হলে সেই দু'টো সফরেও সরফরাজকে ভারতীয় দলে ভাবার একটা জায়গা থাকত।

কিন্তু তা না করে তাঁকে দলীপের দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলানোর ভাবনায় কি আরও একবার সরফরাজকে তাঁর প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হল? নাকি দলীপের মধ্যে দিয়ে তাঁকে দেখে নিয়ে নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য দেখে নেওয়ার পর্যায় শুরু হল? সে উত্তর সময়ই দিতে পারে। তবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ১৬ জনের দলে থেকেও সরফরাজের হয়তো আর জায়গা হচ্ছে না, এটা অনেকটা পরিষ্কার।

আফগানিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচের দ্বিতীয় দিনেও নয়ডায় চলছে টেবিল ফ্যান লাগিয়ে মাঠ শুকানোর কাজ।

চূড়ান্ত অব্যবস্থা, নয়ডায় খেলতে নারাজ আফগানিস্তান

আউটফিল্ড ভিজে থাকায় বাতিল পরপর দু'দিনের খেলা

নয়ডা, ১০ সেপ্টেম্বর: ভারতের মাটিকেই এখন 'ঘরের মাঠ' হিসেবে ব্যবহার করছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় আফগানিস্তান বনাম নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টেস্ট শুরু হওয়ার কথা ছিল সোমবার থেকে। সেখানে রবিবার বৃষ্টি হয়। তারপরে মাঠকে খেলার উপযুক্ত করে তোলা সম্ভব না হওয়ায় প্রথম দু'দিন (সোমবার ও মঙ্গলবার) খেলাই হল না। যা দেখে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ দু'টি দলই। আগামী দিনে নয়ডায় আর নিজ দেশের ক্রিকেটারদের খেলতে দিতে চায় না আফগান ক্রিকেট বোর্ড।

রবিবার নয়ডায় বৃষ্টির জেরে মাঠ ভিজে যায়। শোনা যায় তখন মাঠ ঢাকার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। সোমবার কোনও বৃষ্টি না হলেও মাঠ শুকনোর ব্যবস্থা করা যায়নি। মাঠ কর্মীরাও দিশেহারা হয়ে পড়েন। সোমবার তো বটেই মঙ্গলবারও খেলা শুরু করা সম্ভব হয়নি। খেলোয়াড়, দর্শক সবাই হতাশ হয়ে পড়েন। আফগান ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্তা বলেন, 'এখানে (নয়ডায়) কোনও কিছুরই ব্যবস্থা নেই। আর কখনও এখানে খেলতে আসব না। লখনউয়ে খেলব। নয়ডায় ন্যূনতম কোনও পরিষেবা নেই। গোটা মাঠেই অব্যবস্থা। অনুশীলনের জায়গা নেই, খাবারও মুখে দেওয়া যায় না। এখানে সবকিছুই খারাপ, জঘন্য।' ওই বোর্ড কর্তা আরও বলেন, 'আফগানিস্তানের ঘরোয়া ক্রিকেটের মাঠও এর চেয়ে ভালো। ২০১৬ সালেও এখানে এসে দেখেছিলাম, খুব খারাপ অবস্থা। এতদিনে তার থেকে একটুও উন্নতি হয়নি।'

এ দিকে জানা যাচ্ছে, নয়ডা মাঠের মাঠের অনেক জায়গাতেই ঘাস উঠে গিয়েছে। ক্রিকেটারদের পরিস্রুত পানীয় জলের জায়গায় বাথরুমের জল খেতে হচ্ছে। সবমিলিয়ে চূড়ান্ত দুর্দশায় ছবি বিজয় সিং পাঠিক স্পোর্টস কমপ্লেক্সে। তবে এই ম্যাচের আয়োজক কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বা উত্তরপ্রদেশ ক্রিকেট সংস্থা নয়। ম্যাচের আয়োজক হিসেবে সব দায়িত্ব বর্তায় আফগান ক্রিকেট বোর্ডেরই। প্লেয়ারদের খাবার থেকে শুরু করে খেলা সংক্রান্ত যাবতীয় আয়োজনের দায়িত্ব আফগান বোর্ডেরই। তাই তাদেরই চূড়ান্ত অব্যবস্থার দায় নিতে হবে।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে লড়াই সহজ নয়: গিল

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর: ঘরের মাটিতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ভারতীয় দল। সিরিজের প্রথম টেস্ট ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে। কয়েকদিন আগে পাকিস্তানকে তাদেরই মাটিতে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করেছে নাজমুল হোসেন শান্তরা। ফলে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই কঠিন হবে বলে মনে করছেন ভারতীয় দলের ওপেনার শুভমান গিল। জিও সিনেমাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গিল বলেন, 'কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচকে আপনি হালকাভাবে নিতে পারেন না। বিশেষ করে বাংলাদেশ এখন যে দুরন্ত ক্রিকেট খেলছে তাতে ওদের গুরুত্ব দিতেই হবে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ওদের মিডল অর্ডার ব্যাটাররা এবং ফাস্ট বোলাররা যেভাবে বিপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল তা বেশ উল্লেখযোগ্য। আমার মনে হয়, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আমাদের আসন্ন টেস্ট সিরিজ বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতে চলেছে।' প্রসঙ্গত,২০২২ সালে ঢাকায় টেস্ট ম্যাচে ভারতকে প্রায় হারিয়েই দিচ্ছিল বাংলাদেশ। ওই ম্যাচে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে জয়ের জন্য ১৪৫ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ভারত একসময় ৭৪ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে বসে। সেখান থেকে দলকে জয়ের রাস্তা দেখান রবিচন্দ্রন অশ্বিন (অপরাজিত ৪২) এবং শ্রেয়স আইয়ার (অপরাজিত ২৯)। পাশাপাশি গিল জানিয়েছেন, চলতি বছরের শুরুতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ তাঁকে টেস্ট ক্রিকেটে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে সাহায্য করেছে। ভারতীয় ওপেনার বলছেন, 'এর আগে আমি কখনোও পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলিনি। চাপ নিয়ে কিভাবে খেলতে হয়, তা আমি ওই সিরিজ থেকেই শিখেছি।'

শুভমান গিল

ফুটবল দল কিনলেন সঞ্জু স্যামসন

তিরুবনন্তপুরম, ১০ সেপ্টেম্বর: ভারতীয় ক্রিকেট দল যখন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তখন ফুটবল দল কিনলেন ভারতীয় দলের উইকেটকিপার-ব্যাটার সঞ্জু স্যামসন। কেরল সুপার লিগে মালাপ্পুরম এফসি-র অন্যতম মালিক হলেন সঞ্জু। সোমবার মালাপ্পুরমের কর্তারা দলের নতুন মালিক হিসেবে সঞ্জুর নাম ঘোষণা করেন। মালাপ্পুরমের মালিক হিসেবে আগে থেকে তিনজন রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে এবার থেকে যুক্ত হলেন রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক। দলের সঙ্গে সঞ্জুর মতো তারকা ক্রিকেটার যুক্ত হওয়ায় খুশি মালাপ্পুরমের ফুটবলার ও সমর্থকেরা। কেরালা সুপার লিগ এবারই প্রথম শুরু হয়েছে। মোট ৬টি দল এতে অংশ নিচ্ছে। এখনও পর্যন্ত সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার অনুমোদন পায়নি কেরালা সুপার লিগ। ফুটবল মহল মনে করছে, কেরলের ফুটবল উন্মাদনার কথা কথা মাথায় রেখে খুব তাড়াতাড়িই ফুটবল ফেডারেশন প্রতিযোগিতাকে অনুমোদন দিয়ে দেবে।

চার উইকেট নিয়ে কাউন্টিতে উজ্জ্বল শাকিব

পুবের কলম প্রতিবেদক: বাংলাদেশের অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার শাকিব আল হাসানকে কেন মাত্র এক ম্যাচের জন্য চুক্তি করল ইংল্যান্ডের ঘরোয়া ক্রিকেটের এই দলটি? পরে এই দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভারতের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্টের ফাঁকে অভিজ্ঞ শাকিবকে দিয়ে তাঁরা একটি ম্যাচ খেলিয়ে নিতে চায়। আর ওই সামান্য সুযোগে সারের হয়ে অভিষেক ম্যাচ খেলতে নেমেই বাজিমাত করলেন বিশ্বের এই সেরা অলরাউন্ডারটি। নিয়েছেন চারটি উইকেট। তার বোলিংয়েই সমারসেটের ইনিংস ৩১৭ রানে থামে। টন্টনে সমারসেটের বিপক্ষে চার দিনের ম্যাচ খেলতে নামে সারে। ওই ম্যাচেই শাকিবকে অভিষেক ক্যাপ তুলে দেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ পেসার কেমার রোচ। এবার সেই অভিষেক ম্যাচ রাঙিয়ে দিলেন শাকিব। নিজের ২২তম ওভারে প্রথম উইকেটের দেখা পাওয়া শাকিব বাকি তিন উইকেট নিয়েছেন আরও ১৩ ওভার বোলিং করে। সবমিলিয়ে ৩৩.৫ ওভারে ৯৭ রান খরচ করে চারটি উইকেট শিকার করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ৩১৭ রানে শেষ সমারসেটের প্রথম ইনিংস। সর্বোচ্চ ১৩২ রানের ইনিংস করেন টম ব্যান্টন। শাকিবের পাশাপাশি বল হাতে ড্যানিয়েল ওরাল ১৭ ওভারে ২.৪১ ইকোনমি রেটে ৪১ রান খরচ করে ৩ উইকেট নেন।

৪ মাস নির্বাসিত আনোয়ার

ইস্টবেঙ্গলকে বড় অঙ্কের জরিমানা ফেডারেশনের

পুবের কলম প্রতিবেদক: আনোয়ার আলিকে নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। চার মাস নির্বাসিত আনোয়ার। শুধু তাই নয়, তাঁকে একটা বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণও দিতে হবে। এমনটাই জানিয়েছে ফেডারেশন। বেশ কিছুদিন ধরেই আনোয়ারকে নিয়ে রীতিমতো টানাপোড়েন চলছিল ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের মধ্যে। আনোয়ার জানিয়েছিলেন তিনি মোহনবাগান থেকে রিলিজ হয়ে গিয়েছেন। ইস্টবেঙ্গলে তাঁর খেলা যে নিশ্চিত, এটা জানিয়েছিলেন লাল-হলুদ কর্তারা। অন্যদিকে, মোহনবাগান তাঁকে অনুশীলনে ডেকেছিল। কিন্তু আনোয়ার একটু লুকোচুরি খেলছিলেন। পরিষ্কার হতে পারা যাচ্ছিল না, তিনি আসলে কার? মোহনবাগানের? নাকি ইস্টবেঙ্গলের? এ দিকে তাঁকে রক্ষণের মূল স্তম্ভ তৈরি করেই আইএসএলের প্রস্তুতি নিতে চাইছিল কুয়াদ্রাত ব্রিগেড। মোহনবাগান আইনি লড়াই লড়তে শুরু করেছিল। দু'টো মাস ধরে আনোয়ার ইস্যুতে মোহন-ইস্ট দ্বন্দ্বের মধ্যে ভারতীয় ফুটবল ছিল একেবারে সরগরম।

- চুক্তি পরিষ্কার না করায় আনোয়ারকে ৪ মাসের জন্য নির্বাসনে পাঠাল ফেডারেশন
- আনোয়ার এবং ইস্টবেঙ্গলকে সম্মিলিতভাবে ১২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে মোহনবাগানকে
- দিল্লি এফসি থেকে লোনে মোহনবাগানে এসেছিলেন আনোয়ার, সেই দিল্লি এফসিও শাস্তির কবলে পড়েছে

কিন্তু মঙ্গলবার সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিল। চুক্তি পরিষ্কার না করায় আনোয়ারকে চার মাসের জন্য নির্বাসনে পাঠাল ফেডারেশন। সঙ্গে একটা বড় অঙ্কের জরিমানাও ধার্য করা হয়েছে। সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলকেও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আনোয়ার এবং ইস্টবেঙ্গলকে সম্মিলিতভাবে ১২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে মোহনবাগানকে। এ দিকে যে দিল্লি এফসি থেকে লোনে মোহনবাগানে এসেছিলেন আনোয়ার, সেই দিল্লি এফসিও শাস্তির কবলে পড়েছে। এরপর যে দু'টি রেজিস্ট্রেশন উইন্ডো রয়েছে, সেই উইন্ডো দু'টি থেকে অতিরিক্ত কোনও ফুটবলারের রেজিস্ট্রেশন করাতে পারবে না ইস্টবেঙ্গল এবং দিল্লি এফসি।

বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই আইনজীবীদের দ্বারস্থ হয়েছেন লাল-হলুদ ক্লাবের কর্তারা। সূত্রের খবর, ইস্টবেঙ্গল আইনি পরামর্শ নিয়েই ফেডারেশনের দ্বারস্থ হবে বিষয়টি আশু সমাধানের লক্ষ্যে। এ দিকে শোনা গিয়েছে দিল্লি এফসি কর্ণধার রঞ্জিত বাজাজ এ ব্যাপারে আইনের দ্বারস্থ হতে চলেছেন। তবে আনোয়ারের কাছে একটি রাস্তা খোলা আছে, তিনি চাইলে এই শাস্তির বিরুদ্ধে ফিফায় আবেদন করতে পারেন।

আনোয়ার আলি

৩ গোলে হারার মতো খেলিনি মানোলো

ভারত বনাম সিরিয়া

পুবের কলম প্রতিবেদক: আন্তঃমহাদেশীয় কাপে সোমবার সিরিয়ার কাছে ০-৩ গোলে হেরে গিয়েছে ভারতীয় দল। ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে এখনও জাতীয় দলকে জেতাতে পারেননি মানোলো মার্কুয়েজ। সিরিয়ার কাছে তিন গোল হজম করলেও দলের খেলায় খুব একটা অখুশি নন মানোলো। এই ম্যাচের পরে এক প্রতিক্রিয়ায় মানোলো বলেন, 'প্রথমার্ধে আমাদের ছেলেরা মনে হচ্ছিল ভয়ে ভয়ে খেলছে। আমাদের উচিত ছিল, সিরিয়াকে আটকানোর। কিন্তু আমরা সেটা করতে পারিনি। দ্বিতীয়ার্ধে আমরা ভালোই খেলেছি। এই পর্বে দলের সাহসী ফুটবলে আমি খুশি। আমরা প্রচুর আক্রমণ করেছি। ম্যাচের ফল ৩-০ হওয়া উচিত ছিল না। সিরিয়া প্রতি আক্রমণে আমাদের টেক্কা দিয়ে গোল করে গিয়েছে।' লিস্টন কোলাসোর শট বারে না লাগলে গোল হতে পারত উল্লেখ করে মানোলো বলেন, 'সিরিয়ার বিরুদ্ধে তো আমরা কয়েকটি গোলের সুযোগ তৈরি করেছি। সিরিয়ার গোলরক্ষক নিশ্চিত গোল আটকে দিয়েছে। প্রথমার্ধের তুলনায় দ্বিতীয়ার্ধে আমরা হাজার গুণ ভালো ফুটবল খেলেছি।'

সুপার সিক্সে আজ ভবানীপুরের বিরুদ্ধে সতর্ক মহামেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কিছুটা কষ্ট করেই কলকাতা লিগের সুপার সিক্সে উঠেছে মহামেডান। আজ ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে সুপার সিক্সের প্রথম ম্যাচে ভবানীপুরের বিরুদ্ধে নামতে চলেছে সাদা কালো ব্রিগেড। গ্রুপ পর্বে মহামেডানের পারফরমেন্স খুব যে আহামরি ছিল, বলা যাবে না। কিন্তু মহামেডান গত তিনবারের চ্যাম্পিয়ন। তাছাড়া এবারের সাদা কালো দলটা একেবারেই তরুণ একটা ব্রিগেড। যদিও ভবানীপুর এমন একটি দল, যে দলে তারকাদের ভিড়। কে নেই সেখানে? সন্তু প্রধান, জীতেন মুর্মু, ভানলালবিয়া ছাংতে, কিংশুক দেবনাথ, চুলোভা, রানা ঘরামির মতো ফুটবলার রয়েছে ভবানীপুরে। এবারের কলকাতা লিগে ভবানীপুর দারুণ জায়গা থেকে সুপার সিক্সে উঠেছে। ১২টির মধ্যে ১০টি ম্যাচেই জয় পেয়েছে ভবানীপুর। অন্যদিকে মহামেডান এবারের কলকাতা লিগে নিজেদের গ্রুপে ১২টি ম্যাচের মধ্যে মাত্র ৫টি ম্যাচে জয় পেয়েছে। মহামেডান যেখানে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে সুপার সিক্সে খেলছে, সেখানে ভবানীপুর ৩১ পয়েন্ট নিয়ে সুপার সিক্সে। কাজেই ধারে ভারে অনেকটাই এগিয়ে ভবানীপুর। আগ্রাসি ফুটবলে বিশ্বাসী ভবানীপুরে। যেহেতু এটা সুপার সিক্সের খেলা, তাই নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মহামেডান ফুটবলাররা। রক্ষণাত্মক ফুটবল না খেলে বরং আগ্রাসি ফুটবলের ওপরই জোর দিচ্ছে মহামেডান স্পোর্টিং। এই পর্বে সব দলই বেশ কঠিন প্রতিপক্ষ। ভবানীপুরকে তাই রীতিমতো সমীহ করেই নামতে চলেছে সাদা কালো ব্রিগেড।

আজ কলকাতা লিগ
মহামেডান- ভবানীপুর
ব্যারাকপুর, দুপুর ৩টে
সম্প্রচার- ২৪ ঘণ্টা

বেলজিয়ামকে হারাল ফ্রান্স

পুবের কলম প্রতিবেদক: চলতি নেশন্স লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই ইতালির কাছে ৩-১ হেরেছিল ফ্রান্স। তবে সোমবার গভীর রাতে দ্বিতীয় ম্যাচেই জয় তুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল তারা। বেলজিয়ামকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ফরাসিরা। ম্যাচটা ঘরের মাঠে হলেও, শুরু থেকেই ফ্রান্সকে বেশ চাপে ফেলেছিল বেলজিয়াম। যদিও নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার পর একের পর এক আক্রমণ চালায় ফ্রান্স। তাতেই তারা ম্যাচের ২৯তম মিনিটেই প্রথম গোলের দেখা পেয়ে যায়। ফরাসি স্ট্রাইকার কোলো মুয়ানির গোলে এগিয়ে গিয়ে বিরতিতে যায় ফ্রান্স। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই দুইটি গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন ফরাসি মিডফিল্ডার মানু কোনে। ৫৭ মিনিটেই দুই গোলে এগিয়ে যায় তারা। কান্তের বল বক্সের বাইরে পেয়ে গোল করেন উসমান ডেম্বেলে। এরপর বদলি হিসেবে নেমে দুটি গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। তবে বেলজিয়ামের গোলরক্ষক ক্যাস্টিলস দলকে বাচান। এ ম্যাচে গোলের সুযোগ পেয়েছিল বেলজিয়ামও। যদিও ফ্রান্সের ডিফেন্স ও গোলরক্ষকের দৃঢ়তায় গোলের দেখা পাননি কেভিন ডি ব্রুইনেরা।

ইসরাইলকে উড়িয়ে দিল ইতালি

পুবের কলম প্রতিবেদক: নেশন্স লিগের প্রথম ম্যাচে শক্তিশালী স্পেনকে উড়িয়ে আগেই প্রতিযোগিতায় নিজেদের অবস্থান শক্ত করেছিল ইতালি। এবার নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে প্রতিপক্ষ ইসরাইলকে ২-১ গোলে হারিয়ে নেশন্স লিগের গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষস্থান দখল করল আজুরিরা। এই মুহূর্তে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে স্পেন। তিন নম্বরে বেলজিয়াম। এই ম্যাচে পরাজয়ের ফলে ইসরাইলের পয়েন্ট আপাতত শূন্য। এ ম্যাচের শুরুটা একটু আগোছালো হলেও ম্যাচে দ্রুত নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আরও একবার নিজেদের ফুটবল জাত চিনিয়ে দিল ওল্ড লেডি ইতালি।

গোলের পর উচ্ছ্বসিত ইতালির ফুটবলাররা।

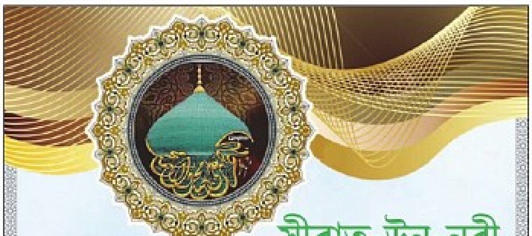

সীরাত-উন-নবী সংখ্যা ২০২৪

চলছে রবিউল আউয়াল মাস। এই মাসেই প্রিয় নবী মুহাম্মদ (আল্লাহর অপার শান্তি ও আশিস বর্ষিত হোক তাঁর উপর) দুনিয়ায় তশরীফ এনেছিলেন। প্রতি বছরের মতো এবারও হযরত মুহাম্মদ সা.-এর জীবন-চরিত, শিক্ষা ও তাঁর প্রভাব সম্পর্কে 'পুবের কলম'-এর তরফ থেকে এক সীরাত-উন-নবী সংখ্যা প্রকাশ করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

সীরাত-উন-নবী সংখ্যায় থাকছে ভারত, বাংলাদেশ, অসম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের বিভিন্ন ইসলামি চিন্তাবিদ ও লেখকদের মূল্যবান নিবন্ধ ও প্রবন্ধাবলি।

মহানবী সা.-এর ন্যায়-নীতি ও মানবতাবোধ — সৈয়দ আলী আহসান
রাসূল সা.-কে নিবেদিত কাজী নজরুলের কবিতা — ড. মইনুল হাসান
বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা চর্চা ও সীরাত সাহিত্য — মুহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

যারা এই মননশীল ও মূল্যবান সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চান, তাঁরা আপনার নিজ এলাকার এজেন্ট বা হকার ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। অথবা সরাসরি 'পুবের কলম' দফতরের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন। ৫-বি রডন স্ট্রিট, কলকাতা-১৭ 033-35082693

Printed & Published by Ahamed Hassan on behalf of Puber Kalom Publications Pvt. Ltd., Printed at Saraswati Print Factory Pvt. Ltd., 789 Chowbhaga West, Kolkata-700105 • Published at 1, Samsul Huda Road, Kolkata-700017, Editorial Office: 5B, Rawdon Street, Kolkata-700017. • Editor: Ahamed Hassan • Phone No.: 033 3508-4574/2693 • E-mail: puberkalom@gmail.com • RNI NO.- WBBEN/2014/55316